লুন-য়্যু

লুন-য়্যু

খুং-ফুৎসর কথোপকথন

অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অনূদিত

সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

Lun-yu. Bengali translation by Dr Amitendranath Tagore from the original Chinese text of the Analects of Confucius. Sahitya Akademi, New Delhi, 1964. Price Rs. 5'00

Sahitya Akademi, 1964

প্রধান পরিবেশক :

১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-১২

নীচের ঠিকানাতেও পাওয়া যায় :

সাহিত্য অকাদেমী

(১) রবীন্দ্রভবন, ফিরোজ শাহ্ রোড, নিউ দিল্লী-১

(২) রবীন্দ্র সরোবর স্পোর্টস স্টেডিয়াম, ব্লক ৫বি, কলিকাতা-২৯

প্রচ্ছদপট লিপিকার : শ্রীপ্রশান্তকুমার রায়

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

তাপসী প্রেস ৩০, বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

ভূমিকা

দু হাজার পাঁচশো বছর আগে খৃঃ পূঃ ৫৫১ সালে চীনদেশে খুং-ফুৎসর জন্ম। কথিত আছে যে তাঁর জন্ম সময়ে স্বর্গ থেকে অপ্সরা আর ড্রাগন এসে ধরায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সেটা যদিচ বিশ্বাসযোগ্য নয় তবুও খুং-ফুৎসর যে বিরাট প্রভাব হাজার হাজার বছর পর আজও চীনদেশে আছে, তার থেকে এই কিম্‌বদন্তীর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। কিছু একটা রাজারাজড়ার ঘরে খুং জন্মগ্রহণ করেন নি। মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম।

সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে খুং মানুষের হাবভাব, ধরণ-ধারণ, আচার-ব্যবহার এমন কি চিন্তাধারা অবধি কি ধরণের হবে সে বিষয়ে নিয়ম বেঁধে দিয়ে গেছেন। এই কথা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। কোনরকম বাঁধাধরা নিয়মের তিনি মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না, এমন কি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে প্রত্যেক মানুষই নিজে শিখবে চিন্তা করতে, নিজে শিখবে সেই চিন্তা কাজে প্রয়োগ করতে। অপর কোন এক ব্যক্তির বাঁধা নিয়মের ছক অনুযায়ী সে উঠবে বসবে—এ ছিল খুং-ফুৎসর কাছে একেবারেই অসহনীয়।

আবার এও বলা হয়েছে যে তিনি প্রগতিবিরোধী ছিলেন। কেননা তিনি কেবল পুরাতনকেই শ্রেষ্ঠ বলে গেছেন আর বংশ পরম্পরায় যাতে কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবারের উপর রাজকার্যের ভার থাকে সেই নীতির দিকেই ঝোঁক দিয়েছেন বেশী। কিন্তু বস্তুতঃ পরে তাঁর মতের প্রভাবে এমন বিশেষ রদবদল চীনদেশের সমাজে এবং রাজকার্যের মধ্যে এসেছিল যে খুং-ফুৎসকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বলা উচিত। খুংএর মৃত্যুর কয়েক শত বৎসরের মধ্যে বংশগত রাজকার্য পরিচালনার নীতি চীনদেশে প্রায় লোপই পেয়ে

যায়। আর সেই লোপ পাওয়ার পিছনে ছিল খুং-ফুৎসর মতামত। কৈশোরে খুংকে জীবিকা নির্বাহের জন্য অতি সাধারণ কাজও করতে হয়েছিল। ফলে তিনি বরাবরই সাধারণ মানুষের সমব্যথী ছিলেন। যে-সময়ের মধ্যে খুং-ফুৎস মানুষ হয়েছিলেন এবং সারাজীবন তিনি জনসাধারণকে যে-বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে দেখেছিলেন তাতে করে এই সমবেদনার প্রকাশ মোটেই আশ্চর্য ছিল না। সম্রাট একজন ছিলেন বটে কিন্তু অতি শক্তিশালী সামন্ত রাজাদের হাতে তিনি কাঠ্‌পুত্‌লী ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। আবার এই সমস্ত সামন্ত রাজারাও নিজেদের রাজ্যে খুব একটা শান্তিতে ছিলেন না। সেখানে তাঁদের অধস্তন কর্মচারীরা অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের দাবিয়ে রাখত। এমন কি হত্যা করতেও পিছপা হত না। ফলে যে কেউই যুদ্ধ ক্ষেত্রে জয়ী হোক না কেন, সাধারণ মানুষের অবস্থা যে ক্রমেই অবনতির পথে যাচ্ছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। মুখ্যত খৃঃ পূঃ ৭২২-৪৮১ ছিল চীনদেশে দারুণ ঘাতপ্রতিঘাতের যুগ।

যুবক খুং-ফুৎসর কাছে এই সামাজিক এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ছিল একেবারেই অসহ্য। এই প্রাত্যহিক জীবনধারার মোড় কি করে অনিশ্চয় থেকে নিশ্চয়ের দিকে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে এই নিয়ে তিনি অনেকের সঙ্গেই আলোচনা করতেন। ক্রমে তাঁর দল বেশ ভারী হয়ে ওঠাতে তাঁকে গুরুর গৌরবও স্বীকার করে নিতে হয়েছিল।

তাঁর শিক্ষার মূল সূত্রগুলি অতি সহজ এবং সরল। তিনি দেখতেন তাঁর চারপাশে জনসাধারণ কি ভাবে একে অপরের সঙ্গে যুঝছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে, আর যুঝতে যদি হয় তবে সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্যই যুঝতে হবে, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্যে নয়। তিনি বলতেন যে সম্রাটকে চিনতে হবে তিনি দেশের সাধারণ মানুষকে কত উন্নত করতে পেরেছেন সেইদিক থেকে; সম্রাট নিজে কত ধনসম্ভার

আহরণ করলেন বা শক্তিসংগ্রহ করলেন সেটা তাঁর গৌরবের মাপকাঠি নয়। চীনা পণ্ডিতরা এতদিন পরে স্বীকার করেছেন যে খুং-ফুৎস যদি পারতেন তো বংশ পরম্পরায় সম্রাট হওয়ার ব্যবস্থার লোপ করে দিতেন।[১] কিন্তু তা করা তাঁর পক্ষে নেহাৎই অসম্ভব ছিল; তাই বিকল্পে তিনি চেয়েছিলেন যে রাজ্যপরিচালনার ভার থাকবে গুণী, জ্ঞানী, সৎ এবং রাজকার্যে দক্ষ মন্ত্রীদের হাতে। নিজের শিষ্যদের তিনি এই ধরণের মন্ত্রী হতে শিক্ষা দিতেন। অতি সাধারণ ঘরের ছেলে এবং ধনী বংশের ছেলে, এঁরা সবাই তাঁর কাছে ছাত্র হিসাবে সমান ছিলেন। তবে কিছুটা বুদ্ধির একাগ্রতা আর মনোযোগ তিনি প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকেই আশা করতেন।

বংশগত সম্রাটদের হাত থেকে যোগ্য মন্ত্রীদের হাতে রাজ্য-পরিচালনার ভার তুলে দেওয়ার মধ্যে একটা নিঃশব্দ বিপ্লবের সূচনা ছিল। এর মধ্যেই ছিল কেবল রাজপুরুষদের মঙ্গল নয়, দেশের সমগ্র জনসাধারণের মঙ্গল চিন্তা। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এই চিন্তার প্রসার খুং-ফুৎসর মৃত্যুর পূর্বেই ব্যাপকভাবে হয়েছিল। খৃঃ পূঃ ৪৭৯ সালে খুং-ফুৎসর মৃত্যুর পর এই ভাবধারা চীনা সম্রাটদের মধ্যেও ক্রমেই প্রবলতর হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে।

তবে খুংএর হাতে তাঁর সমসাময়িক কোন রাজাই রাজ্য-পরিচালনার ভার তুলে দেন নি। যদিও খুংএর অনেক শিষ্য রাজকার্যে বেশ যোগ্য পদেই নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সব শিষ্যদের উপরোধে খুং-ফুৎসকে লু রাজ্যে একটি উচ্চপদস্থ রাজকার্যে নিযুক্ত করা হয় বটে তবে খুং-ফুৎসর হাতে মুখ্যমন্ত্রীর পদ কোনদিনই আসেনি। রাজকার্যে বীতস্পৃহ হয়ে তিনি কর্মে ইস্তফা দিয়ে শিষ্যদের নিয়ে সেই আদর্শ সম্রাটের খোঁজে বার হলেন, যিনি তাঁর মতবাদ রাজকার্যে প্রয়োগ করে তার সত্যতা প্রমাণ করবেন। দশ

১ কুও মো-ড়ো : শ্র ফি ফান শু, (চুংছিং, ১৯৪৫), পৃঃ ৬৩-৯২ ।

বারো বছর ধরে রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে ভ্রমণ করেও খুং-ফুৎস উপযুক্ত সম্রাট খুঁজে পাননি।

ভ্রমণান্তে লু রাজ্যে ফিরে এসে তিনি আবার তাঁর মতবাদ প্রচার শুরু করেন। তাঁর চতুর্দিকে শিষ্যের দল আবার ঘিরে বসেন। তবে বেশীদিনের জন্য নয়। মাত্র পাঁচ বছর পর ৭২ বছর বয়সে খৃঃ পূঃ ৪৭৯ সালে খুং-ফুৎসর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি নিজেকে নেহাৎ অপদার্থ বলেই জেনে গিয়েছিলেন। তাঁর নিজের শিষ্যরা ছাড়া তাঁর সমসাময়িক অন্য সকলে যে খুং-ফুৎসকে নগণ্য ভাবতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ক্রমে তাঁর শিষ্যদের প্রচারের ফলে খুং-ফুৎসর আদর্শ চীনদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তবে তাঁর সেই আদর্শের মধ্যে এত রকমারি পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে গিয়েছে যে পরবর্ত্তীকালের খুং-ৎসবাদকে খুং-ফুৎসর নিজের মত বলা প্রায় অসম্ভব। তবুও রাজকার্যে বংশ পরম্পরার উপর গুরুত্ব আরোপ না-করে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর রাজকার্যের ভার অর্পণ এবং সাধারণ মানুষের মঙ্গলের উপরই যে রাজকার্যের সফলতা নির্ভর করছে, এই দুটি মত পরবর্ত্তী যুগের খুং-ৎসবাদীরাও প্রচার করে গেছেন।

খৃঃ পূঃ ২২১ সালে ছিন রাজত্বের সময় খুং-ৎসবাদীদের সম্পূর্ণ পরাভব ঘটে বিধান-পন্থীদের হাতে। তবে ছিন রাজত্বের একাধিপত্য খুব তাড়াতাড়ি চলে যায় এবং হান সম্রাটদের আমলে খৃঃ পূঃ ২০৬ সাল থেকে খুং-ৎসবাদীদের প্রাবল্য প্রখর হয়ে উঠতে থাকে। হান বংশের ষষ্ঠ সম্রাট উ নিজের সুবিধামত খুং-ৎসবাদকে রাজত্বের কাজে লাগান। বহু খুং-ৎসবাদীকে তিনি সরকারী চাকুরী দিয়ে তাঁর নিজের তাঁবেদার করে রাখেন এবং রাজকার্যে নিয়োগের জন্য যে সাধারণ পরীক্ষার ব্যবস্থা হয় তাতে নিজের সুবিধা অনুযায়ী ওলট-পালট করতে থাকেন। খুং-ৎসবাদের অধঃপতন সুরু হয় এই সময় থেকে, তবে যাঁরা সত্যই খুং-ৎসবাদকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন,

এবং স্বার্থের জন্য যাঁরা আদর্শচ্যুত হননি তাঁদের সঙ্গে সম্রাট উর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। খুং-ফুৎসকে স্বৈরাচারের পক্ষে বলে প্রচার স্বুরু হয় এই সময় থেকে। স্বৈরাচার খুং-ফুৎসর আদর্শ থেকে এতই দূরে যে প্রত্যেক আদর্শ খুং-ৎসবাদী এই প্রচারের বিরোধিতা করে এসেছেন যুগে যুগে।

খুং-ফুৎস সম্বন্ধে নানান খবর আমাদের এই হান সম্রাটদের আমল থেকে সংগ্রহ করতে হয়, যেমন তাঁর জীবনী, তাঁর লেখার উপর ভাষ্য, টীকা ইত্যাদি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ঘিরে নানাপ্রকার কাহিনী প্রচার স্বুরু হয়ে যায়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে তাঁর জীবিতকালে খুং-ফুৎসকে কেউই বিশেষ একটা আমল দেননি, অথচ মৃত্যুর পরেই তাঁর জীবনী এমনভাবে লেখা হল যে তিনি যেন একজন মহাশক্তিশালী রাজনীতিবিদ পুরুষ ছিলেন। নানা মতামতের নানান দল খুং-ফুৎসকে নস্যাৎ করারও চেষ্টা করেন, পরে আবার খুং-ফুৎসর ভাবধারা নিয়ে নিজেদের মতামত পুষ্টিও করেন। এমনকি বিধান-পন্থীদের মতন স্বৈরাচারে বিশ্বাসী দলও খুং-ফুৎসকে নিজেদের একজন বলে প্রমাণ করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। সাধারণ মানুষের প্রতি খুং-ফুৎসর যে গভীর সমবেদনা এবং প্রীতি ছিল সেইদিকটা তাঁরা একেবারে উপেক্ষা করে খুং-ফুৎসর মুখে এমন সব কথা বসিয়ে দেন যে খুং-ফুৎসকে বিধানপন্থীদেরই একজন বলে ভ্রম হতে পারে। দু হাজার পাঁচশো বছর পরে নানা পৌরাণিক কাহিনীর বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে আসল মানুষ খুং-ফুৎসকে আজ চেনা সহজ নয়।

খুং-ফুৎস মানুষটি কেমন ছিলেন, তাঁর সাধারণ মতামত কি ছিল, তা জানতে হলে 'লুন-য়্যু' হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে এই আলাপচারির মধ্যে একটি সদালাপী, সরল, সহৃদয় মানুষকে আমরা খুঁজে পাই। এইটিই যে খুং-ফুৎসর আসল স্বরূপ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

একটি বিষয় কুণ্ঠার সঙ্গে এই স্থলে নিবেদন করছি। চীনা নামের বাংলা শব্দানুবাদে নানা স্থলে মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে। কয়েকটি নামের দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করছি—যেমন ইঔ স্থলে হবে ইউ এবং ৎস-লূর স্থলে ৎস-লু। তাছাড়া ৯ পৃষ্ঠায় ৬ অংশে রাণ-ইউ হবে রান-ইঔ ; ১১ পৃষ্ঠায় ১৩ অংশে ও পাদটীকায় ওয়াং-স্যুনচিয়া হবে ওয়াং-স্যুন চিয়া ; ১২ পৃষ্ঠায় ২১ অংশে রাজা আই'-ৎসাই-ওকে² হবে রাজা আই, ৎসাই-ওকে² ; ১৮ পৃষ্ঠায় ২৬ অংশে ৎস-ইউ হবে ৎস-ইঔ ; ১৯ পৃষ্ঠায় ১ অংশে কুংইয়ে-ছাং হবে কুং-ইয়ে ছাং, এবং ৫ অংশে ছি থিয়াও-খাই হবে ছি-থিয়াও খাই ; ২০ পৃষ্ঠায় ৭ অংশে ছ্রী হবে ছ্র, এবং পাদটীকায় ইয়েন ইউয়ান হবে ইয়েন-ইউয়ান ; ২৩ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় সম্রাটের তুর্দিনেও হবে ওয়েই সম্রাটের তুর্দিনেও ; ২৪ পৃষ্ঠায় ২৪ অংশে ৎসো-ছিউ-মিং হবে ৎসো ছিউ-মিং, এবং ২৫ অংশে চি-লূ হবে চি-লু; ২৫ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় কুংশীহুয়া হবে কুং-শী হুয়া, এবং কুংশীছ হবে কুং-শী ছ্র ; ২৬ পৃষ্ঠায় ৫ অংশে লুই হবে হুই। ২৭ পৃষ্ঠায় ৭ অংশে মিনৎস-ছিয়েন হবে মিন ৎস-ছিয়েন ; ২৮ পৃষ্ঠায় ১৩ অংশে মংচ্র-ফান হবে মং চ্র-ফান ; ২৯ পৃষ্ঠার ২২ অংশে এবং ৪৫ পৃষ্ঠায় ১৪ অংশে লূ রাজ্য হবে লু রাজ্য ; ৩৫ পৃষ্ঠায় ৩০ অংশে উনী মন্ত্রী উ-মা-ছি হবে উনি মন্ত্রী উ-মা ছি ; ৩৬ পৃষ্ঠায় ৩৪ অংশে লুৎস হবে ৎস-লু ; ৪২ পৃষ্ঠায় ৩ অংশে একটি স্থলে হবে এইটি ; ৪৭ পৃষ্ঠায় ৩০ অংশে বদরী ফুল' হবে "বদরী ফুল¹ ; ১০১ পৃষ্ঠায় ২৪ অংশে সহজ হবে সাহস ; এবং ১০৭ পৃষ্ঠায় ৫ অংশে ভুলে যায় স্থলে হবে ভুলে না যায়। চীনা নামের প্রথম শব্দটি হচ্ছে পরিবারের নাম। এই নামটি কখনও কখনও একটি শব্দের স্থলে তুটি শব্দও হয়ে থাকে, যেমন কুং-ইয়ে, কুং-শী, ছি-থিয়াও, উ-মা ইত্যাদি। এ ছাড়া ৮৯ পৃষ্ঠায় উপরে পঞ্চম স্কন্ধ স্থলে হবে পঞ্চদশ স্কন্ধ। এই ত্রুটিগুলির জন্য পাঠকমণ্ডলীর ক্ষমাভিক্ষা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বিশ্বভারতী চীনা ভবনে রক্ষিত 'লুন-য়্যু' এবং ওই গ্রন্থ বিষয় যাবতীয় টীকা আমার এই অনুবাদের অবলম্বন। এই অনুবাদের প্রাক্কালে বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধীরঞ্জন দাস ও চীনা ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীথান য়্যুন-শান আমাকে প্রভূত উৎসাহ দিয়ে মনে সাহস দিয়েছেন। চীনাভবনের গ্রন্থাগারিক শ্রীরাণ য়্যুন-হোয়া আমাকে সর্বক্ষণ, সর্বতোভাবে সাহায্য না-করলে এই অনুবাদের কার্য এত সহজে শেষ করা হয়তো সম্ভবপর না-হতেও পারতো। বিশেষ করে আমি সাহিত্যরসিক শ্রীসৈয়দ মুজতবা-আলীর কাছে ঋণী। আমার অনুবাদের আঁকাবাঁকা ভাষাকে তিনি স্থানে স্থানে ঋজু করে দিয়ে আমাকে অনুবাদের কায়দায় অনেকটা রপ্ত করিয়ে দিয়েছেন। সংসারের যাবতীয় কাজের ভিতর থেকেও আমার মাতৃদেবী শ্রীমতী পারুল দেবী এই অনুবাদের পাণ্ডুলিপিটির পুরা সংশোধন করে আমাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাহায্য করেছেন, এতে আমি একাধারে পুলকিত এবং চমৎকৃত হয়েছি। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম স্কন্ধ

১। গুরুদেব বললেন, "শিক্ষা লাভ করে সুযোগ বুঝে তার প্রয়োগ করার চেয়ে আনন্দ আর কি হতে পারে? বহুদূর থেকে বন্ধুরা যদি উপস্থিত হন তবে কি উৎসব করবো না? যে মানুষ অজানা অচেনা থেকেও আফশোষ করে না সেই যথার্থ পূর্ণ পুণ্যশীল নয় কি?"

২। ইউ-ৎস বললেন, "পিতা এবং অগ্রজকে শ্রদ্ধা করা সত্ত্বেও বয়োজ্যেষ্ঠদের অপমান করতে ভালোবাসে এমন লোক অল্পই আছে। যিনি বয়োজ্যেষ্ঠদের অপমান্ করা পছন্দ করেন না অথচ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ভালোবাসেন এমন লোক তো কোথাও নেই। যিনি ভদ্রসন্তান তাঁর লক্ষ্য থাকে মূলে। এই মূল প্রতিষ্ঠিত হলেই হয় সত্যের জন্ম। অতএব পিতা এবং অগ্রজকে শ্রদ্ধা করাই ধর্মের মূল ভিত্তি নয় কি?"

৩। গুরুদেব বললেন, "ধর্মের সহিত চতুর কথা আর ছলনাময়ী রূপ সাধারণত অল্পই দেখা যায়।"

৪। ৎসং-ৎস বললেন, "তিনটি বিষয়ে প্রত্যহ আমি নিজেকে পরীক্ষা করি—অপরের সঙ্গে ব্যবহারে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি কি না? বন্ধুর সঙ্গে ব্যবহারে কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করেছি কি না? কথায় যা বলি কাজে তা করি কি না?"

৫। গুরুদেব বললেন, "যে-দেশে সহস্র রথ বর্তমান সে-দেশকে ঠিক পথে চালাতে হলে কর্মকে শ্রদ্ধা ক'রো, নিষ্ঠাবান হও, ব্যয় হ্রাস ক'রো, মানুষকে ভালোবাসো, ঋতু বুঝে মানুষকে কর্মে নিয়োগ ক'রো।"

৬। গুরুদেব বললেন, "বালক যখন গৃহে থাকবে তখন সে হবে পিতৃভক্ত, যখন সে বাইরে যাবে তখন হবে অগ্রজদের প্রতি শ্রদ্ধাবান।

সে হবে একাগ্র ও সত্যবাদী। মানুষের প্রতি তার প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। ধর্মপ্রাণদের সহিত সে করবে বন্ধুত্ব। তারপরেও যদি উদ্বৃত্ত শক্তি থাকে তবে সে বিদ্যাভ্যাস করবে।"

৭। ৎস-সিয়া বললেন, "সাধুতাকে সাধুবাদ দিয়ে, ইন্দ্রিয় সুখ উপেক্ষা ক'রে, পিতামাতাকে শেষ শক্তিটুকু দিয়ে পূজা ক'রে, সম্রাটের জন্য প্রাণপাত ক'রে, বন্ধুদের বিশ্বাস অটুট রেখে যে-মানুষ বর্তমান, অন্যে তাকে জ্ঞানহীন বললেও আমি তাকে জ্ঞানী বলে স্বীকার করি।"

৮। গুরুদেব বললেন, "ভদ্রসন্তান যদি গম্ভীর না হন তবে তিনি শ্রদ্ধার অধিকারী হবেন না, তাঁর জ্ঞানও গভীরতা লাভ করবে না। বিশ্বাস ও নিষ্কপটতা হবে তাঁর প্রাথমিক প্রত্যয়। নিজের থেকে ভিন্ন-মতি বন্ধু তাঁর থাকবে না। নিজের ভুলভ্রান্তি সংশোধনে তিনি ভয় পাবেন না।"

৯। ৎসং-ৎস বললেন, "শেষে কি হবে তার দিকে লক্ষ্য রাখ, খুঁজে নাও সুদূরের সেই আদি কারণ। তবেই মানুষ ফিরে পাবে অবিচল সাধুতা।"

১০। ৎস-ছিন ৎস-কুংকে প্রশ্ন করলেন, "গুরুদেব যখনই কোন দেশে এসে উপস্থিত হন তখনই দেখি সে-দেশের রাজকার্য সম্বন্ধে সব কিছু জেনেছেন—তিনি কি এ-বিষয়ে নিজেই প্রশ্ন করেন, না খবরটা তাঁকে দেওয়া হয়?" ৎস-কুং বললেন, "গুরুদেব তাঁর উৎসাহ, সাধুতা, ভদ্রতা, সংযম ও আনুকূল্যের ভিতর দিয়ে জানতে পারেন। তাঁর প্রশ্ন করার উপায়টা সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক নয় কি?"

১১। গুরুদেব বললেন, "পিতা জীবিত থাকাকালে তাঁর ইচ্ছা অনুধাবন ক'রো। তিনি অবর্তমানে তাঁর আচরণ অনুধাবন ক'রো। যে ত্রিবৎসর পিতৃমার্গ থেকে বিচ্যুত হয় না সেই যথার্থ পিতৃভক্ত।"

১২। ইঔ-ৎস বললেন, "প্রাত্যহিক ব্যবহারে স্বাভাবিকতা মূল্য-

বান। পুরাকালে সম্রাটদের জীবনে মাধুর্য্য ছিল এইখানেই, অল্প বেশী সকলেই এটা মেনে চলতেন। এইটি জানা সত্ত্বেও, ভদ্রতা না মেনে কেবলমাত্র স্বাভাবিক ভাব, সেও অচল।"

১৩। ইঔ-ৎস পুনরায় বললেন, "সত্যের উপর লক্ষ্য রেখে যদি কথা দেওয়া হয় তবে সে-কথা রাখা সম্ভব। ভদ্রতার দিকে যদি লক্ষ্য রাখা হয় তবে লজ্জা এবং সম্ভ্রম হানির কাছ থেকে দূরে থাকা যায়। আমাদের প্রেম যদি যোগ্য পাত্রে অর্পিত হয় তবে তাঁকে পূজা করাও যেতে পারে।"

১৪। গুরুদেব বললেন, "যে-ভদ্রসন্তান পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে আহার করেন না, নিজ গৃহে আরাম খোঁজেন না, নিজ কর্মে যাঁর একাগ্রতা বর্ত্তমান, নিজ বাক্যে যিনি সংযমী, সত্য পথগামীর সঙ্গ যিনি কামনা করেন এবং তাঁর দ্বারা নিজে দোষমুক্ত হন, জ্ঞান আহরণে কেবলমাত্র তাঁরই স্পৃহা আছে বলতে হবে।"

১৫। ৎস-কুং প্রশ্ন করলেন, "যিনি দরিদ্র কিন্তু চাটুকার নন, যিনি ধনী অথচ দাম্ভিক নন, তাঁদের সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?" গুরুদেব উত্তর দিলেন, "এঁরা মন্দ নন, কিন্তু যিনি দরিদ্র অথচ আনন্দময়, যিনি ধনী অথচ অতি ভদ্র, তাঁদের সঙ্গে তুলনা হয় না।"

ৎস-কুং প্রশ্ন করলেন, "কাব্য-সংগ্রহে যে বলেছে, 'চিক্কণ ক'রো ক'রে ছেদ, মসৃণ ক'রো ক'রে ভেদ'—আপনি কি সেই কথাই বলতে চান?"

গুরুদেব বললেন, "ৎসর সঙ্গে কবিতার বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করতে পারি; কারণ তাকে প্রধান সূত্রটি বললে সে তার পারম্পর্য বুঝতে পারে।"

১৬। গুরুদেব বললেন, "মানুষ আমাকে চেনে না, জানে না, এতে দুঃখ নেই; কিন্তু দুঃখ এই যে আমি মানুষকে চিনি না, জানি না।"

দ্বিতীয় স্কন্ধ

১। গুরুদেব বললেন, "যিনি মহানুভবতার উপর নির্ভর ক'রে রাজ্য পরিচালনা করেন, তিনি ধ্রুবতারার মতন নিজকক্ষে অটল থাকেন আর নক্ষত্রপুঞ্জ তাঁকেই জানায় নমস্কার।"

২। গুরুদেব বললেন, "কাব্যগ্রন্থে যে-তিনশত কবিতা আছে তাদের বিষয় এক কথায় বলা যেতে পারে যে তাদের মধ্যে কুচিন্তা কিছু নেই।"

৩। গুরুদেব বললেন, "মানুষকে আইন ক'রে যদি পরিচালনা করা হয়, শাস্তি দিয়ে যদি তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা হয়, তবে তারা শাস্তি বাঁচিয়ে চলবে কিন্তু হয়ে উঠবে নির্লজ্জ। মহানুভবতার সাহায্যে যদি তাদের পরিচালনা করা হয়, ভদ্রতার মধ্যে দিয়ে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা হয়, তাহলে তাদের মধ্যে আসবে সম্ভ্রমবোধ, উপরন্তু তারা বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে।"

৪। গুরুদেব বললেন, "আমার যখন পনেরো বছর বয়স তখন আমার ঝোঁক ছিল লেখাপড়ার দিকে। ত্রিশ বছর বয়সে আমি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছি। চল্লিশ বছর বয়স যখন হলো তখন মনে আর কোনও দ্বিধা রইল না। পঞ্চাশে ভগবানের আদেশের তাৎপর্য বুঝেছি। ষাট যখন পূর্ণ হলো তখন শ্রবণশক্তিকে আয়ত্তে আনলুম। সত্তরে পড়ে মন যা চায় তাই করলুম তবু নিয়ম ভঙ্গ করলুম না।"

৫। মং-ই পুত্রের কর্তব্য কি জানতে চাইলেন।

গুরুদেব উত্তর দিলেন, "বিরুদ্ধাচরণ না করা।"

ফান-ছু[১] যখন গুরুদেবকে গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছেন তখন

১। এক শিষ্যের নাম।

গুরুদেব বললেন, "মং-সূন[২] প্রশ্ন করেছিলেন পুত্রের কর্তব্য কি? আমি উত্তর দিয়েছি বিরুদ্ধাচরণ না করা।"

ফান-ছ্র বললেন, "আপনি ঠিক কি বলতে চান?"

গুরুদেব বললেন, "পিতামাতা বর্তমানে অতি সৌজন্য সহকারে তাঁদের সেবা করবে, মৃত্যুর পর অতি ভদ্রভাবে তাঁদের সমাধিস্থ করবে ও শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করবে।"

৬। মং-উ[৩] যখন পুত্রের কর্তব্য কি জানতে চাইলেন তখন গুরুদেব বললেন, "পিতামাতা পুত্রের অসুস্থতা ছাড়া আর কখনও যেন চিন্তাগ্রস্ত না হন।"

৭। ৎস-ইঔ পুত্রের কর্তব্য কি জানতে চাইলেন।

গুরুদেব বললেন, "আজকাল পিতামাতার ভরণপোষণই পুত্রের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে কুকুর আর ঘোড়ারও ভরণপোষণ আমরা করে থাকি। যদি শ্রদ্ধাভক্তির অভাব থাকে তাহলে এই দুই একই নয় কি?"

৮। ৎস-সিয়া পুত্রের কর্তব্য কি জানতে চাইলেন।

গুরুদেব বললেন, "যথাযথ আচরণ খুবই দুরূহ। যদি কাজ থাকে তার ভার নেবে কনিষ্ঠরা, যদি খাদ্য ও পানীয় থাকে তা প্রথমে উৎসর্গ করবে প্রবীণদের—এই কি শুধু পুত্রের কর্তব্য?"

৯। গুরুদেব বললেন, "আমি হুই-এর[৪] সঙ্গে সারাদিন কথা বলেছি,—সে বাধা দেয়নি, যেন কতই অজ্ঞ। সে চলে যাবার পর নিভৃতে তার কার্যকলাপ লক্ষ্য করে দেখি আমার কথা সে সবই মেনে চলেছে—তবে তো হুই অজ্ঞ নয়।"

১০। গুরুদেব বললেন, "মানুষ কি করে দেখো; কি জন্য করে

২। মং-ইর অন্য নাম।

৩। মং-ইর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

৪। শিষ্য ইয়েন-ইউয়ানের অপর নাম।

তাও লক্ষ্য ক'রো ; কিসে শান্তি পায় বিবেচনা ক'রো। সে নিজেকে লুকিয়ে রাখবে কি ক'রে ? লুকিয়ে সে নিজেকে কি কখনও রাখতে পারে ?"

১১। গুরুদেব বললেন, "যে পুরাতন জ্ঞানকে ঝালিয়ে রাখে আর নূতনকেও জানে তাকেই বলবো গুরু।"

১২। গুরুদেব বললেন, "ভদ্রসন্তান শুধু একটি বিশেষ কাজের জন্য প্রস্তুত পাত্র নয়।"

১৩। ৎস-কুং প্রশ্ন করলেন, "ভদ্রসন্তান বলতে কি বোঝায় ?"

গুরুদেব বললেন, "যে কথার আগে কাজ করে, পরে কাজ অনুযায়ী কথা কয়।"

১৪। গুরুদেব বললেন, "যিনি ভদ্র তিনি উদার, পক্ষপাতিত্ব দোষ থেকে তিনি মুক্ত। ক্ষুদ্র যে সে এ-দোষ থেকে মুক্ত নয়, তার মধ্যে উদারতারও অভাব।"

১৫। গুরুদেব বললেন, "যে-শিক্ষার পশ্চাতে চিন্তা নেই, সে-শিক্ষা বৃথা ; যে-চিন্তার পশ্চাতে শিক্ষার অভাব, সে-চিন্তা মারাত্মক।"

১৬। গুরুদেব বললেন, "উদ্ভট বিদ্যাচর্চা করা সত্যই ক্ষতিকারক।"

১৭। গুরুদেব বললেন, "ইঔ[১] এসো তোমাকে জ্ঞান কি বলি। যা জানো সেটাকে জানি বলে স্বীকার করা, যা জানো না সেটাকে জানি না বলে স্বীকার করা—একেই বলি জ্ঞান।"

১৮। ৎস-চাং শিক্ষা গ্রহণ করছে কেন না সে চায় সরকারী কাজে তার বেতন বৃদ্ধি। গুরুদেব বললেন, "অনেক কিছু শুনে যাও, যেটা সন্দেহ হবে সেটা বাদ দাও, অপরাপর বিষয়ে সাবধানে কথা ব'লো,—এতে দোষারোপের আশঙ্কা কম। অনেক কিছু দেখে যাও, যেটাতে বিপদ আছে তাকে বাদ দাও, অপরাপর দ্রব্য সাবধানে ব্যবহার ক'রো,—এতে অনুতাপের আশঙ্কা কম। কথায় যদি দোষারোপের

১। খুং-ফুৎসর শিষ্য ; ৎস-লুর অপর একটি নাম।

আশঙ্কা কম থাকে, ব্যবহারে যদি অনুতাপের আশঙ্কা কম থাকে তবে এর মধ্য থেকেই বেতন লাভ হবে।"

১৯। রাজা আই প্রশ্ন করলেন, "প্রজাদের আনুগত্য কি ক'রে লাভ করবো?" খুং-ফুৎস উত্তর দিলেন, "যা ঋজু তাকে তুলে ধরুন, যা বক্র তাকে সরিয়ে দিন, তবেই প্রজারা অনুগত হয়ে উঠবে। যা বক্র তা তুলে ধ'রে যা ঋজু তা যদি সরিয়ে দেন তবে প্রজাদের আনুগত্য লাভ করা সম্ভব নয়।"

২০। চি-খাং প্রশ্ন করলেন, "প্রজাদের কি ভাবে শ্রদ্ধাবান, অনুগত এবং বাধ্য ক'রে তোলা যায়?"

গুরুদেব বললেন, "গম্ভীর প্রতাপে রাজত্ব করলেই পাওয়া যাবে শ্রদ্ধা; পিতার প্রতি শ্রদ্ধা আর সকলের প্রতি দয়া দেখালে পাওয়া যাবে আনুগত্য; মহৎকে তুলে ধ'রে অকর্মণ্যকে যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তবেই পাওয়া যাবে বশ্যতা।"

২১। একজন খুং-ৎসকে প্রশ্ন করলেন, "দেশ পরিচালনার ক্ষমতা আপনার হাতে কেন নেই?"

গুরুদেব বললেন, "শাস্ত্রে পিতৃভক্তি-বিষয় কি বলেছে? 'তুমি পিতৃভক্ত, তোমার ভাইদের তুমি বন্ধু,—দেশ পরিচালনায় এই গুণাবলিরই প্রয়োজন।' তাহলে এটিও তো দেশ পরিচালনা। ক্ষমতায় আর কি প্রয়োজন?"

২২। গুরুদেব বললেন, "বিশ্বাস হারিয়ে মানুষ কি করে বেঁচে থাকতে পারে তা আমার জানা নেই। গাড়ি বড়ই হোক কি ছোটই হোক, জোয়ালের ব্যবস্থা না থাকলে তা চলবে কি ক'রে?"

২৩। ৎস-চাং প্রশ্ন করলেন, "দশ পুরুষ পর কি ঘটবে তা কি আমরা জানতে পারি?"

গুরুদেব বললেন, "ইন যুগের মানুষ সিয়া যুগের আদব-কায়দা অনুসরণ করতো। তার ফলে তাদের কি লাভ আর কি লোকসান হয়েছে তা আমরা জানি। চৌ যুগের মানুষরা ইন যুগের আদব-

কায়দা অনুসরণ করতো। এর ফলে তাদের কি লাভ আর লোকসান হয়েছে তাও আমাদের জানা আছে। শত পুরুষ পরেও যখন মানুষ চৌ যুগের পদানুসরণ করবে তখন কি ঘটতে পারে তাও আমাদের অজানা নয়।"

২৪। গুরুদেব বললেন, "যে প্রেতাত্মা নিজের কেউ নয় তার পূজা তোষামোদেরই নামান্তর। সত্যকে দেখেও সে অনুযায়ী কাজ না করলে সাহসেরই অভাব বলতে হবে।"

তৃতীয় স্কন্ধ

১। খুং-ৎস বললেন যে চি পরিবারের অধীনে আট সারি নর্তক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে।[১] "এও যদি সহ্য করা হয়, তবে কি না সহ্য করতে হবে।"

২। তিনটি পরিবার[২] উপাসনার সামগ্রী তুলে রাখবার সময় ইউং গান গাইছে। গুরুদেব বললেন, "রাজকুমারগণ ও সামন্ত রাজগণ সাহায্য করছেন, সম্রাট রয়েছেন গম্ভীর হয়ে"। ওই তিনটি পরিবারের সভাগৃহে এই সূত্র উচ্চারণের কোন হেতুই নেই।"

৩। গুরুদেব বললেন, "যে মানুষের ধর্মবোধ নেই তার কাছে ভদ্রতা কিছুই নয়, যে মানুষের ধর্মবোধ নেই তার কাছে সঙ্গীতও কিছু নয়।"

৪। লিন-ফাং প্রশ্ন করলেন, "ভদ্র-সংস্কারের প্রথম করণীয় কি?" গুরুদেব বললেন, "এ অতি মহৎ প্রশ্ন। আনন্দ-উৎসবে অপচয় না ক'রে ব্যয়-সংক্ষেপ করা শ্রেয়, মৃত্যু-বাসরে সামাজিকতার চেয়ে গভীর দুঃখই প্রশস্ত।"

৫। গুরুদেব বললেন, "উত্তর আর পূর্বের বর্বর জাতিদেরও রাজা বর্তমান, আমাদের দেশের খণ্ড রাজ্যগুলির মতন অরাজক নয়।"

৬। চি কুলপতি থাই পর্বতের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করছেন।[৩] রাণ-ইউকে[৪] গুরুদেব বললেন, "এই সঙ্কট থেকে তুমি কি ওঁকে উদ্ধার করতে পারো না?"

১। যা কেবল স্বয়ং সম্রাটের অধিকারে ছিল।

২। মং, শূ এবং চি—এই তিনটি পরিবার। রাজা হোয়ানের এঁরা বংশধর।

৩। কেবলমাত্র স্বয়ং সম্রাট আর লু বংশের রাজাই এই পূজার অধিকারী।

৪। খুং-ফুৎসর এই শিষ্যটি চি রাজত্বের রাজকর্মচারী ছিলেন।

উত্তর হলো, "না পারি না।"

গুরুদেব বললেন, "হায় রে! তুমি কি থাই পর্বতকে লিন-ফাং-এর চেয়েও নীচে মনে করো?"

৭। গুরুদেব বললেন, "ভদ্রসন্তান প্রতিদ্বন্দ্বিতার অতীত, প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি তাঁকে করতেই হয় তবে সে ধনুর্বাণে লক্ষ্যভেদের সময়, তখন তিনি নমস্কার করে উপরে উঠে যান (সভামধ্যে)। তারপর নেমে এসে পুরস্কার লব্ধ সুরা পান করেন (বিজিতের কাজ থেকে)। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও তিনি ভদ্র।"

৮। ৎস-সিয়া প্রশ্ন করলেন,

"'গালে টোল খাওয়া চতুর হাসি,
সুন্দর চোখে সাদা-কালোর ছটা,
সরলতার উপর রঙের প্রলেপ।'

এই কথাগুলির অর্থ কি?"

গুরুদেব বললেন, "আগে সরল, সহজ ভাব পরে বর্ণ-প্রয়োগ।"

প্রশ্ন হলো, "তবে কি সংস্কারের রীতি পদ্ধতি সবই দ্বিতীয় পর্যায়ে?"

গুরুদেব বললেন, "শাং,[১] তুমিই আমার কথার অর্থ ঠিক প্রকাশ করতে পারো। এইবার তোমার সঙ্গে কাব্য আলোচনা করা যেতে পারে।"

৯। গুরুদেব বললেন, "শিয়া রাজত্বের শিষ্টাচার ও সংস্কার-রীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি আলোচনা করতে পারি, কিন্তু চি-রাজ সেই সব বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেখাতে পারবেন না, ইন রাজত্বের শিষ্টাচার ও সংস্কার-রীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধেও আমি আলোচনা করতে পারি, কিন্তু সুং-রাজ সেই সব বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেখাতে পারবেন না। যথেষ্ট প্রমাণ নেই, কেননা প্রমাণ হারিয়ে গেছে; তাছাড়া এই দুই পরিবারের

১। ৎস-সিয়ার অপর একটি নাম।

মধ্যে মহাপুরুষও আর কেউ নেই। তা যদি থাকতো তবে আমার কথা প্রমাণ করা সহজ হতো।"

১০। গুরুদেব বললেন, "মহাপূজায় সুরাপানের পর আমি আর চেয়ে দেখতে চাই না।"

১১। কেউ একজন প্রশ্ন করলেন যে মহাপূজার অর্থ কি?

গুরুদেব বললেন, "আমার জানা নেই। যিনি জানেন তিনি পৃথিবীর সব কিছুই এইভাবে দেখবেন"—এই ব'লে তিনি নিজের করতলটি দেখালেন।

১২। যাঁর শ্রাদ্ধে পূজা করছো, মনে করবে তিনি সেখানে উপস্থিত আছেন; যে-দেবতাকে পূজা করবে মনে ক'রো তিনিও যেন উপস্থিত রয়েছেন।

গুরুদেব বললেন, "আমি যদি বলির সময় উপস্থিত না থাকি তবে সে-বলি আমি উৎসর্গ করি নি।"

১৩। ওয়াং-সূনচিয়া[১] প্রশ্ন করলেন, " 'গৃহদেবতাকে তুষ্ট করার চেয়ে হেঁশেল-দেবতাকে তুষ্ট রাখা ভালো', এই প্রবাদটির অর্থ কি?"

গুরুদেব বললেন, "ঠিক এ ভাবে নয়। যে স্বর্গের বিরুদ্ধে পাপাচার করে, তার কাছে আর উপাসনা করার বাকি রইল কে?"

১৪। গুরুদেব বললেন, "চৌ সম্রাটরা ছুটি রাজবংশ গত হলে তারপর এসেছেন। এঁদের আচার-পদ্ধতি কত মার্জিত, কত শোভন। আমি চৌ রাজপরিবারের অনুগত।"

১৫। গুরুদেব মহামন্দিরে প্রবেশ ক'রে নানা বিষয় খুঁটিনাটি প্রশ্ন করলেন।

কেউ একজন বললেন, "কে বলে যার পিতা যৌ[২]-এর লোক তার

১। ওয়াং-সুনচিয়া ছিলেন ওয়েই রাজত্বের এক প্রবল-প্রতাপ মন্ত্রী।

২। যৌ=খুং-ফুৎসর জন্মস্থান।

শিষ্টাচারের বিষয়ে জ্ঞান আছে ? মহামন্দিরে প্রবেশ করে সে কিনা সব কিছু জানতে চায় ?"

গুরুদেব এই শুনে বললেন, "আমি যা করেছি তাকেই বলে শিষ্টাচার।"

১৬। গুরুদেব বললেন, "ধনুর্বাণে লক্ষ্যভেদের সময় লক্ষ্যের মধ্যস্থলে যে-চামড়াটুকু আছে তাকে ফুঁড়ে যাওয়াটাই সব নয়—সব মানুষের শক্তি সমান নয়। এই হচ্ছে পুরাতন নীতি।"

১৭। ৎস-কুংএর ইচ্ছা যে মাসের প্রথমে পশুবলি বন্ধ করে দেওয়া হোক।

গুরুদেব বললেন, "ৎস, তুমি ভালোবাসো মেষ, আমি ভালবাসি আচার-অনুষ্ঠান।"

১৮। গুরুদেব বললেন, "সম্রাটকে পূর্ণ সমাদর দেখাও, সাধারণে তাকে বলবে চাটুবৃত্তি।"

১৯। রাজা তিং প্রশ্ন করলেন যে রাজা তাঁর মন্ত্রীদের কিভাবে কাজে লাগাবেন, আর মন্ত্রীরা কি ভাবে রাজার সেবা করবেন ?

খুং-ৎস উত্তর দিলেন, "রাজা তাঁর মন্ত্রীদের প্রতি অতি ভদ্র ব্যবহার করবেন আর মন্ত্রীরা রাজাকে পরম বিশ্বাসে সেবা করবেন।"

২০। গুরুদেব বললেন, " 'কুররীর ডাক'[১] কবিতাটির মধ্যে আনন্দ আছে কিন্তু লাম্পট্যের প্রকাশ নেই, দুঃখ আছে কিন্তু তা শোকে পর্যবসিত হয়নি।"

২১। রাজা আই'ৎসাই-ওকে[২] মৃত্তিকা-মন্দিরের বিষয় প্রশ্ন করলেন। ৎসাই-ও বললেন, "সিয়া সম্রাট মন্দির চত্বরে চীড়গাছ রোপন করেছিলেন, ইন সম্রাটের সময় রোপন করা হয়েছিল দেওদার আর

১। সর্ব প্রাচীন চীনা কাব্য সংগ্রহ 'শ্রচিং'-এর প্রথম কবিতা।

২। খুং-ফুৎসর এক শিষ্য।

চৌ রাজত্বে জনসাধারণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত রাখার জন্য রোপন করা হলো তোরজাগা[১]।

এই শুনে গুরুদেব বললেন, "যে-কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে সে-বিষয় আর কথা বলো না; যে-কাজ তার ধারাবাহিক গতি নিয়ে চ'লে গেছে তার বিরুদ্ধাচরণ ক'রো না; যা গত হয়েছে তার দোষ দিও না।"

২২। গুরুদেব বললেন, "কোয়ান-চুং[২] এর ক্ষমতা কতটুকুই বা ছিল!"

কেউ প্রশ্ন করলো, "কোয়ান-চুং কি কৃপণ ছিলেন?"

উত্তর হলো, "কোয়ানের ছিল তিনটি স্ত্রী। তার লোকজনের মধ্যে কাউকেই তিনি দুবার খাটাতেন না; তবে আর তাঁকে কৃপণ বলি কি করে?"

"তবে কি কোয়ান-চুং শিষ্টাচার বুঝতেন না?"

গুরুদেব বললেন, "রাজা তাঁর ফটকের ভিতর গাছের সারি রোপন ক'রে আড়াল করেন, কোয়ানও তাঁর ফটকে অনুরূপ আড়াল করেছিলেন। দুই রাজায় মিলিত হলে পেয়ালা উল্টে রাখার জন্য একটি পাত্রাধার ব্যবহার করা হয়। 'কোয়ানেরও অনুরূপ পাত্রাধার ছিল। কোয়ান যদি শিষ্টাচার কি তা বুঝতেন তবে শিষ্টাচার কি তা না-বোঝে কে?"

২৩। লূ রাজ্যের সঙ্গীতাধ্যক্ষকে গুরুদেব বললেন, "সঙ্গীত সৃষ্টি কি ক'রে করতে হয় তা হয় তো জানা আছে। সুরুতে প্রতিটি অংশ এক সাথে, তারপর প্রতিটি অংশ আলাদা অথচ সুরেলা এবং স্পষ্ট, ক্রমে তার পরিসমাপ্তি।

২৪। ই সহরের সীমান্ত-প্রহরী সাক্ষাৎ ভিক্ষা করলেন এবং

১। Chestnut tree. চৌ সম্রাটের প্রতাপের প্রতীক।

২। কোয়ান-চুং ছিলেন রাজা ছির প্রধান মন্ত্রী।

বললেন, "কোনও ভদ্রলোক এখানে এলে আমি দেখা করিনি এমন কখনও হয়নি।" শিষ্যরা তাঁকে উপস্থাপন করার পর তিনি বাইরে এসে বললেন, "তোমরা দু-তিনজন শিষ্য মিলে গুরুদেবের রাজকার্য নেই বলে কেন খেদ করছো? পৃথিবীতে যা সত্য তা বহুদিনই নেই! ভগবান তোমাদের গুরুদেবকে সাবধানী-ঘণ্টা রূপে ব্যবহার করবেন।"

২৫। গুরুদেব বললেন, "শাও-সঙ্গীত অতি সুন্দর, অতি মহান; উ-সঙ্গীতও অতি সুন্দর তবে পূর্ণ মহান নয়।"

২৬। গুরুদেব বললেন, "উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অথচ দয়ালু নয়, আচার-পালন অথচ ভক্তির অভাব, শোকপ্রকাশ অথচ দুঃখের লেশ নেই, এ তো আমি ভাবতেই পারি না!"

চতুর্থ স্কন্ধ

১। গুরুদেব বললেন, "স্থান সুন্দর হয় ধর্মের প্রভাবে। যেখানে ধর্মের অভাব সে-স্থানে যে বাস করে তাকে জ্ঞানী বলি কি ক'রে?"

২। গুরুদেব বললেন, "যে অধার্মিক সে দুঃখকষ্টের মধ্যে বেশী দিন থাকতে পারে না, আবার আনন্দের মধ্যেও বেশী দিন থাকতে পারে না। যিনি ধার্মিক তিনি ধর্মেই অবস্থান করেন, যিনি জ্ঞানী তিনি ধর্মের জন্য লালায়িত।"

৩। গুরুদেব বললেন, "যিনি ধার্মিক কেবল তিনিই মানুষকে ভালোবাসতে পারেন বা ঘৃণা করতে পারেন।"

৪। গুরুদেব বললেন, "ধর্মে যদি সঙ্কল্প স্থির থাকে তবে কুকাজ করা অসম্ভব।

৫। গুরুদেব বললেন, "মানুষ চায় ধন ও মান। যদি সৎভাবে তা লাভ করা না-যায় তবে তাদের আঁকড়ে না-থাকাই শ্রেয়ঃ। দারিদ্র্য ও অধঃপাত মানুষ ঘৃণা করে। অসত্যের আশ্রয় না-নিলে যদি তাদের পরিহার করা সম্ভব না-হয়, তবে তাদের পরিহার না-করাই শ্রেয়ঃ। ধর্মকে বাদ দিলে কি কোনও ভদ্রসন্তানকে আর ভদ্র বলা চলে? যিনি ভদ্র তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ধর্মের বিপরীতাচার করেন না, হুড়াহুড়ি ব্যস্ততার সময় তিনি ধর্মকে আঁকড়ে থাকেন, যখন তাঁর পতন হয় তখনও তিনি ধর্মকে আঁকড়ে ধ'রে থাকেন।"

৬। গুরুদেব বললেন, "ধর্ম ভালোবাসেন আর অধর্মকে ঘৃণা করেন এরকম মানুষ আমি দেখিনি। যিনি ধর্মকে ভালোবাসেন তাঁর কাছে ধর্মের চেয়ে উঁচু আর কিছুই নেই। যিনি অধর্মকে

ঘৃণা করেন, তিনি এমনভাবে ধর্মে লিপ্ত থাকবেন যে অধর্মকে কাছে ঘেঁষতেই দেবেন না। কেউ যদি একদিনের জন্যও তাঁর শক্তি ধর্মে নিয়োগ করেন, তবে এমন কেউ নেই যাঁর শক্তি পর্যাপ্ত না-হয়। যদি সে-রকম কেউ থাকেনও আমি তাঁকে দেখিনি।”

৭। গুরুদেব বললেন, “মানুষের যা-কিছু দোষত্রুটি, সে যে-স্তরের মানুষ সেই স্তরের দোষত্রুটি। তার দোষ দেখেই বুঝতে পারা যায় যে তার ধর্মে মতি আছে।”

৮। গুরুদেব বললেন, “সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে শুনতে পেলে সেই রাত্রেই আমি মৃত্যুকে বরণ ক’রে নেবো।”

৯। গুরুদেব বললেন, “যে-পণ্ডিত সত্যের সন্ধানী অথচ ছিন্নবস্ত্র ও নিকৃষ্ট খাদ্যের জন্য লজ্জিত তার সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেওয়া নিরর্থক।”

১০। গুরুদেব বললেন, “যিনি ভদ্রসন্তান তিনি জগতে কোন কিছুরই বিরুদ্ধে বা পক্ষে নন, যা যথার্থ তিনি তাই মানেন।”

১১। গুরুদেব বললেন, “যিনি ভদ্রসন্তান তিনি সদাচার বিষয় চিন্তা করেন; যে ক্ষুদ্র মানুষ সে কেবল আরামের কথা ভাবে। যিনি ভদ্রসন্তান তিনি দণ্ডবিধির কথা চিন্তা করেন; ক্ষুদ্র ব্যক্তি ভাবে অনুগ্রহ লাভের উপায়।”

১২। গুরুদেব বললেন, “সারাক্ষণ লাভের পশ্চাতে ধাওয়া করা বড়ই ঘৃণ্য।”

১৩। গুরুদেব বললেন, “শিষ্টাচার অবলম্বনের দ্বারা রাজত্ব পরিচালনা করায় অসুবিধাটা কি? যদি শিষ্টাচার অবলম্বনের দ্বারা রাজত্ব পরিচালনা না হয় তবে আর ভদ্রতা দিয়ে কি হবে?”

১৪। গুরুদেব বললেন, “রাজপদ পাওনি বলে দুঃখ ক’রো না, কি ভাবে রাজপদের যোগ্য হবে তাই ভাবো। তোমায় লোকে চেনে না ব’লে দুঃখ ক’রো না, চেষ্টা ক’রো যাতে ক’রে সবাই চিনতে পারে।”

১৫। গুরুদেব বললেন, "শেন,[১] আমার মতবাদের মূল সূত্র হচ্ছে বিশ্ব-ঐকাত্ম্য।" শিষ্য ৎসং বললেন, "যথার্থ।" গুরুদেবের প্রস্থানের পর অন্য শিষ্যরা এই কথার অর্থ কি প্রশ্ন করাতে ৎসং-ৎস বললেন, "গুরুদেবের মতবাদ হচ্ছে নিজ শক্তির উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে অন্যের উপর তার সহৃদয় আরোপ।"

১৬। গুরুদেব বললেন, "ভদ্রসন্তান সত্য কি তা বোঝেন; ক্ষুদ্র ব্যক্তি বোঝে লাভ।"

১৭। গুরুদেব বললেন, "মহৎ লোককে দেখলে তার সমান হবার কথা ভাবা দরকার; যে মহৎ নয় তাকে দেখলে আমাদের নিজেদের ভিতরে তাকিয়ে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।"

১৮। গুরুদেব বললেন, "পিতামাতাকে নরম ভাষায় সাবধান করে দিতে পারো যদি দেখো তাঁরা তোমার কথা শুনছেন না। তবে তাঁদের আরো ভক্তি ক'রো কিন্তু নিজের লক্ষ্যচ্যুত হয়ো না। তোমাকে তাঁরা যদি কষ্ট দেন তবু অসন্তোষ প্রকাশ ক'রো না।"

১৯। গুরুদেব বললেন, "পিতা-মাতা বর্তমানে দূর বিদেশে যাওয়া ঠিক নয়; যদি একান্তই যেতে হয় তবে কোন সুনির্দিষ্ট স্থানে যেতে হবে।"

২০। গুরুদেব বললেন, "যে তিন বৎসর পিতার প্রদর্শিত পথ থেকে ভ্রষ্ট না-হয়, তাকেই পিতৃভক্ত বলা চলে।"

২১। গুরুদেব বললেন, "পিতামাতার বয়স মনে ক'রে রাখতেই হবে; প্রথমত সেটা আনন্দের কথা, দ্বিতীয়ত সেটা ভয়ের কথা।"

২২। গুরুদেব বললেন, "ঋষিরা সহজে কথা কইতেন না, পাছে কথা দিয়ে সেই কথা রাখতে না পেরে লজ্জা পান।"

২৩। গুরুদেব বললেন, "যিনি সাবধানী তিনি কদাচিৎ পথভ্রষ্ট হন।"

১। শিষ্য ৎসং-ৎসর অপর নাম।

২৪। গুরুদেব বললেন, "ভদ্রসন্তান কথা বলার সময় কইতে চান আস্তে কিন্তু কাজ করতে চান দ্রুত।"

২৫। গুরুদেব বললেন, "যা মহৎ তা কখনই একলা থাকে না, তার সঙ্গী জুটবেই।"

২৬। ৎস-ইউ বললেন, "রাজকার্যে পদে পদে রাজনিন্দা আনে অপমান, বন্ধুনিন্দা আনে বন্ধুবিচ্ছেদ।"

পঞ্চম স্কন্ধ

১। কুংইয়ে-ছাং-এর বিষয় গুরুদেব বললেন যে তাকে কন্যা সম্প্রদান করা যেতে পারে। যদিও সে দণ্ডিত হয়েছিল তবু সেটা তার নিজের অপরাধের জন্য নয়। তিনি নিজেই তাকে বিবাহার্থে কন্যাদান করেছেন। নান-ইউং-এর বিষয় গুরুদেব বললেন যে দেশ যতদিন সত্য পথে চলবে ততদিন তাকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবে না, আর দেশ যদি সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয় তবে চরম শাস্তির হাত থেকে সে রক্ষা পাবে। নিজের বড় ভাইয়ের মেয়েকে তিনি বিবাহার্থে তাকে দিয়েছেন।

২। ৎস-চিয়েনের উল্লেখ করে গুরুদেব বললেন, "আহা কি ভদ্র! লু দেশে যদি ভদ্রসন্তান না থাকবে তবে ও কি করে এই ধরণের চরিত্র লাভ করে?"

৩। ৎস-কুং প্রশ্ন করলেন, "আমাকে আপনার কি মনে হয়?"

গুরুদেব বললেন, "তুমি একটি আধার!" "কি রকম আধার?" "রত্নখচিত যজ্ঞাধার।"

৪। কে যেন বললেন, "ইউং[১]-এর ধর্মজ্ঞান আছে কিন্তু তার বাক্‌-চাতুর্যের অভাব।" গুরুদেব বললেন, "বাক্‌চাতুর্যের কি প্রয়োজন? চটকদার জবাবে সাধারণতঃ মানুষের ঘৃণাই লাভ করা যায়। সে ধার্মিক কিনা বলতে পারি না। তবে তার পক্ষে বাক্‌চাতুর্য প্রকাশে কি ফল?"

৫। গুরুদেব ছি থিয়াও-খাইকে রাজকার্য গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করছিলেন। সে জবাব দিল, "এর জন্য আমার মনে যথেষ্ট সাহস নেই।" গুরুদেব শুনে খুশী হলেন।

১। খুং-ফুৎসর শিষ্য। এর অপর নাম চুং-কুং।

৬। গুরুদেব বললেন, "সত্য অচল। আমি ভেলায় চড়ে সমুদ্রে ভেসে বেড়াবো। ইঔ[১] আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই যাবে।" এই শুনে ৎস-লূ খুব খুশী হলেন। গুরুদেব বললেন, "সাহসের কাজে আমার চেয়ে ইঔ-এর উৎসাহ বেশী। কিন্তু সব জিনিষের বিচার সে করে না।"

৭। মং-উ প্রশ্ন করলেন ৎস-লূর মধ্যে ধর্মভাব আছে কি না। গুরুদেব উত্তর দিলেন, "জানি না।" আবার প্রশ্ন করাতে গুরুদেব বললেন, "হাজার রথের দেশে ইঔকে সামরিক কর আদায়ের কাজে লাগানো যেতে পারে, কিন্তু তার অন্তরে ধর্মভাব আছে কিনা জানি না।"

"আর ছিউ[২]-এর বিষয় কি মনে করেন?" গুরুদেব বললেন, "যে-সহরে হাজার পরিবার বাস করে, কিংবা যে-পরিবারের একশো রথ আছে সেখানে ছিউকে শাসক নিযুক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু তার ভিতর ধর্মভাব আছে কিনা বলতে পারি না।"

"আর ছ্রীর[৩] বিষয় কি মনে করেন?" গুরুদেব বললেন, "ছ্রী সম্রাটের সভায় পরিকর জড়িয়ে উপস্থিত অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করতে পারে, কিন্তু তার অন্তরে ধর্মভাব আছে কিনা জানি না।"

৮। গুরুদেব ৎস-কুংকে প্রশ্ন করলেন, "কে শ্রেষ্ঠ, তুমি না হুই[৪]?" ৎস-কুং উত্তর দিলেন, "আমি কি সাহসে নিজের সঙ্গে হুই-এর তুলনা করি? হুই একটি কথা শুনে দশটি বুঝতে পারে, আমি একটি শুনলে কেবল দ্বিতীয়টি বুঝি।" গুরুদেব বললেন, "তুমি ওর সমান নও, আমি স্বীকার করছি তুমি ওর সমান নও।"

১। ৎস-লুর অপর নাম

২। য়ান-ইঔর অপর নাম

৩। শিষ্য কুং-শী হুয়া

৪। শিষ্য ইয়েন ইউয়ান

৯। ৎসাই-ইউ[১] দিবা-নিদ্রা দিলে পর গুরুদেব বললেন, "পচা কাঠে খোদাই করা চলে না; নোংরা মাটির দেওয়ালে চূণকাম করা যায় না। ইউকে শাস্তি দিয়ে আর কি হবে!" গুরুদেব বললেন, "প্রথমে মানুষের সঙ্গে কাজকর্মে তাদের কথা শুনেই তাদের কাজে বিশ্বাস করতুম, এখন মানুষের সঙ্গে কাজকর্মে তাদের কথা শুনে তাদের কাজ পরীক্ষা করে দেখি। আমার এই পরিবর্তনের জন্য ইউ দায়ী।"

১০। গুরুদেব বললেন, "দৃঢ়চেতা পুরুষ এখনও দেখিনি।" কেউ বললো, "কেন শেন-ছাং রয়েছে।" গুরুদেব বললেন, "ছাং রিপুর বশীভূত; তাকে দৃঢ়চেতা কি করে বলা যায়?"

১১। ৎস-কুং বললেন, "অপরের কাছ হতে যে-রকম ব্যবহার আমি প্রত্যাশা করি না আমি নিজেও অপরের প্রতি সে-রকম ব্যবহার প্রয়োগ করি না।" গুরুদেব বললেন, "ৎস, তুমি সেই স্তরে এখনও আস নি।"

১২। ৎস-কুং বললেন, "গুরুদেবের নিজের ব্যবহারের বিষয় আর তাঁর সাধারণ আলাপ শোনা যায়। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি আর স্বর্গের 'তাও'[২] এইগুলির উপর ওঁর মতামত শোনা যায় না।"

১৩। ৎস-লু যা শুনেছে তা যদি কাজে না-লাগিয়ে থাকে তবে আরো শুনতে সে ভয় পায়।

১৪। ৎস-কুং প্রশ্ন করলেন, "খুং-ওয়েনকে কিসের জন্য ওয়েন[৩] উপাধি দেওয়া হলো?" গুরুদেব বললেন, "যদিও সে ছিল চঞ্চল তবু জ্ঞানার্জনের স্পৃহা তার ছিল, তার নীচে যারা তাদের কাছ থেকেও প্রশ্ন করে শিখতে তার লজ্জা ছিল না, এইজন্যই তাকে ওয়েন উপাধি দেওয়া হয়েছে।"

১। শিষ্য ৎসাই-ও।

২। ঋত, মার্গ, ধর্ম, পথ বা বোধি।

৩। সংস্কৃতিসম্পন্ন।

১৫। ৎস-ছানের বিষয় গুরুদেব বললেন, "ওঁর মধ্যে ভদ্রসন্তানের চারটি গুণ বর্তমান ছিল। নিজের কাজে তিনি ছিলেন নম্র, গুরুজনদের কাজ তিনি সম্মান সহকারে সম্পাদন করতেন, লোকজনের পরিচর্যায় তিনি ছিলেন দয়ালু, জনসাধারণের পরিচালনায় তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ।"

১৬। গুরুদেব বললেন, "বন্ধুত্ব কি করে রাখতে হয় তা ইয়েন-ফিং-এর জানা ছিল; বহুদিনের বন্ধুত্ব হলেও তিনি সেই প্রথম আলাপের মতই সম্মান দেখাতেন।"

১৭। গুরুদেব বললেন, "ৎসাং-ওয়েন বাড়িতে কচ্ছপ পুষতেন, থামের মাথায় পাহাড়ের আকৃতি দিতেন আর ছাদ-ধরে-রাখা ছোট থামের আকৃতি দিতেন সমুদ্রের ঘাসের মতন[১]। এই কি বুদ্ধির প্রমাণ?"

১৮। ৎস-চাং প্রশ্ন করলেন, "মন্ত্রী ৎস-ওয়েন তিনবার মন্ত্রী হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মুখে আনন্দের আভা দেখা দেয়নি; তিনবার তাঁকে সেই পদ ছেড়ে দিতে হয় তবু তাঁর মুখে দুঃখের চিহ্ন পড়েনি। নতুন মন্ত্রীকে তিনি বরাবর তাঁর নিজের রাজকার্য পরিচালনাপ্রণালী বুঝিয়ে দিয়েছেন—এঁর বিষয় আপনি কি বলেন?" গুরুদেব বললেন, "তাঁর রাজভক্তি ছিল।" "কিন্তু ধর্ম?" "তা জানি না। তিনি ধর্মপ্রাণ ছিলেন কি ক'রে বলি?" "ৎসুই যখন ছী-সম্রাটকে হত্যা করলেন, তখন ছেন-ওয়েনের যদিও চারটি রথ টানার উপযোগী ঘোড়া ছিল তবু তিনি সেই সব ছেড়ে দেশত্যাগী হলেন। অন্য দেশে পৌঁছে তিনি বললেন, 'এরাও আমার মহামান্য রাজকর্মচারী ৎসুই-এরই মতন।' এই বলে সেই দেশ তিনি ত্যাগ করলেন। আর একটি দেশে পৌঁছে তিনি বললেন, 'এরাও আমার মহামান্য রাজ-কর্মচারী ৎসুই-এর মতন।' এই বলে সেই দেশও তিনি ত্যাগ

১। এইগুলিতে কেবলমাত্র সম্রাটের অধিকার ছিল।

করলেন। এঁর বিষয় আপনি কি বলেন?" গুরুদেব বললেন, "তিনি নিষ্কলুষ ছিলেন।" "কিন্তু ধর্ম?" "তা জানিনা। তিনি ধর্মপ্রাণ ছিলেন কি করে বলি?"

১৯। ছি-ওয়েন কোন কাজ করার আগে তিনবার ভাবতেন। গুরুদেবকে এই কথা জানাতে তিনি বললেন, "তুইবারই যথেষ্ট।"

২০। গুরুদেব বললেন, "দেশে যতদিন শান্তি ছিল নিং-উ[1] ততদিন বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছিলেন। দেশে যেদিন শান্তি-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে গেল সেদিন তিনি বুদ্ধিহীনের মতন কাজ করেছিলেন। তাঁর বুদ্ধির সমান অনেকেই হতে পারেন কিন্তু তাঁর বুদ্ধিহীনতায় সমকক্ষ কেউই হতে পারবেন না।"

২১। ছেন দেশে গিয়ে গুরুদেব বলেছিলেন, "ফিরে যাবো, আমি ফিরে যেতে চাই। আমার দলের শিষ্যরা বড়ই উচ্চাশা পোষণ করে, বড়ই অস্থির। তারা কৃতী, তাদের শিক্ষাও সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু কি ক'রে নিজেদের কেটে ছেঁটে তৈরী করতে হয় তারা তা জানে না।"

২২। গুরুদেব বললেন, "পো-ই[2] ও শূ-ছী[2] পুরানো পাপ-দোষ মনে রাখতেন না, তাই তাঁদের দোষ দেবার লোকও অল্পই ছিল।"

২৩। গুরুদেব বললেন, "ওয়েই-শং কাওকে সরল বলে কে? তার কাছে একটু সিরকা চাওয়া হলে সে প্রতিবেশীর কাছ থেকে সেটি চেয়ে এনে দান করেছিল।"

১। সম্রাটের তুর্দিনেও ইনি স্বার্থপরের মতন সম্রাটকে পরিত্যাগ করেন নি। বহু কষ্টের মধ্যেও সম্রাটের সঙ্গে থেকে পরে তিনি সম্রাটকে আবার সিংহাসনে ফিরিয়ে আনেন।

২। শাং সাম্রাজ্যের শেষ সময়ে কূ-চু রাজ্যের তুই রাজপুত্র। এঁরা চরিত্রের শুদ্ধতার জন্য বিখ্যাত। এঁদের পিতার মৃত্যুর পর এঁরা তুজনেই রাজা হতে অস্বীকার করেন।

২৪। গুরুদেব বললেন, "চটকদার কথাবার্তা, লাস্যমোহন রূপ, অত্যধিক সম্মান—ৎসো-ছিউ-মিং এগুলিতে লজ্জা পেতেন। আমিও এদের বিষয় লজ্জা পাই। মনের রাগ ঢেকে রেখে বন্ধুত্বের ভান করাকে ৎসো-ছিউ-মিং লজ্জার চোখে দেখতেন। আমিও এই রকম ব্যবহারে লজ্জা পাই।"

২৫। ইয়েন-ইউয়ান ও চি-লূ[১] পাশে ছিলেন, গুরুদেব তাঁদের বললেন, "তোমাদের তুজনের মনের কি ইচ্ছা আমাকে বলো।" ৎস-লূ বললেন, "গাড়িঘোড়া থাকবে, হালকা লোমের জামা থাকবে, বন্ধুদের সঙ্গে মিলে মিশে এইসব উপভোগ করবো। যদি তারা সেটা নষ্ট করেও ফেলে তবু আমি তাদের উপর রাগ করবো না এই আমার ইচ্ছা।" ইয়েন-ইউয়ান বললেন, "নিজের মহত্ত্ব নিয়ে আমি গর্ব করতে চাই না, নিজের গুণ আমি প্রচার করতে চাই না।" ৎস-লূ বললেন, "গুরুদেবের কি ইচ্ছা আমরা তা জানতে চাই।" গুরুদেব বললেন, "বৃদ্ধদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা, বন্ধুদের বিশ্বাস-ভাজন হওয়া, শিশুদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হওয়া।"

২৬। গুরুদেব বললেন, "সব শেষ! এমন কাউকে দেখলুম না যে নিজের অন্যায় উপলব্ধি ক'রে মনে মনে নিজের উপর দোষারোপ করে।"

২৭। গুরুদেব বললেন, "যে গ্রামে দশটি পরিবার বাস করে সেখানে আমার মতন ভদ্র ও বিশ্বস্ত একজন থাকতে পারে কিন্তু আমার মতন বিদ্যানুরাগী নেই।"

১। ৎস-লূর অপর একটি নাম।

ষষ্ঠ স্কন্ধ

১। গুরুদেব বললেন, "ইউং[১] (দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসবার যোগ্য[২]) রাজা হবার উপযুক্ত পাত্র।" চুং কুং, ৎস-সাং পো-ৎসর সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে গুরুদেব বললেন, "ওকে দিয়ে কাজ চালানো যেতে পারে। কিন্তু কাজে ও ঢিলে।" চুং-কুং বললেন, "নিজের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করে দেশের মানুষ পরিচালনায় যদি আলগা দেওয়া যায় তবে চলতেও পারে। কিন্তু নিজে ঢিলে আবার অন্যের প্রতিও তাই, সেটা একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ে না কি?" গুরুদেব বললেন, "ইউং-এর কথাই ঠিক।"

২। রাজা আই প্রশ্ন করলেন যে শিষ্যদের মধ্যে বিদ্যানুরাগী কে? উত্তরে গুরুদেব বললেন, "তিনি ছিলেন ইয়েন-হুই[৩]। তাঁর ছিল বিদ্যানুরাগ। তাঁর উষ্মা যত্রতত্র পড়তো না। এক ভুল তাঁর দুবার হতো না। দুঃখের বিষয় এই, জগতে তাঁর সময় ছিল সংক্ষিপ্ত। তিনি চ'লে যাবার পর তাঁর মতন বিদ্যানুরাগী আর কারো কথা তো এখন পর্যন্ত শুনিনি।"

৩। ৎস-হুয়াকে[৪] ছি রাজ্যে কাজে পাঠানো হয়েছিল, তাই তাঁর মায়ের জন্য শিষ্য রান ধান চাইলেন। গুরুদেব বললেন, "ছয় কুন্‌কে দাও।" আরো বেশী চাইতে গুরুদেব বললেন, "ষোল কুন্‌কে দাও।" রান দিলেন একশো ষাট। গুরুদেব বললেন, "ছ্র যখন

১। শিষ্য চুং-কুং।

২। যেমন ভাবে রাজন্যবর্গ সিংহাসনে বসে থাকেন।

৩। শিষ্য ইয়েন-ইউয়ান।

৪। শিষ্য কুংশীহুয়া বা কুংশীছ।

ছি অভিমুখে যাত্রা করলেন তখন তাঁর গাড়িতে জোতা ছিল হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া, তাঁর গায়ে ছিল পাতলা পশমের জামা। আমি শুনেছি যে ভদ্রসন্তান দুঃস্থদের সাহায্য করেন কিন্তু ধনীদের আরো অর্থবান করে তোলেন না।"

ইউয়ান-স[১] যখন নগরকর্তা হলেন তখন তাঁকে নয় শত কুনকে ধান দেওয়া হয়, তিনি সেটা নিতে রাজি হন নি। গুরুদেব বললেন, "প্রত্যাখ্যান ক'রো না, গ্রহণ ক'রে তোমার প্রতিবেশী দুঃস্থদের মধ্যে গ্রামে গ্রামে বিতরণ করে দিতে কি পারো না?"

৪। গুরুদেব চুং-কুং-এর সম্বন্ধে বললেন, "লাল ছোপওয়ালা গরুর বাছুর যদি টক্‌টকে লাল আর শিংওয়ালা হয়, তবে মানুষ তাকে কাজে না-লাগালেও পাহাড় আর নদী কি তাকে উপেক্ষা করবে?"

৫। গুরুদেব বললেন, "লুই[২]-এর মন তিন মাস ধর্ম থেকে চ্যুত হয়নি। অন্যরা কেউ একদিন, বড় জোর একমাস পারেন, তার বেশী নয়।"

৬। চি-খাং[৩] প্রশ্ন করলেন যে চুং-ইঔ[৪] সরকারী কাজের উপযুক্ত কিনা। গুরুদেব বললেন, "ইঔ অতি স্থিরসঙ্কল্প, সরকারী কাজ তার কাছে কিছুই নয়।"

"ৎসর[৫] সম্বন্ধে আপনার কি মত? সরকারী কাজের সে কি উপযুক্ত?"

"ৎস বুদ্ধিমান, সরকারী কাজ তার কাছে কিছুই নয়।"

১। একজন শিষ্য।

২। শিষ্য ইয়েন-ইউয়ান।

৩। চি হুয়ানের মৃত্যুর পর চি পরিবারের কর্তা।

৪। শিষ্য ৎস-লুর অপর নাম।

৫। শিষ্য ৎস-কুং।

"ছিউ[১] সম্বন্ধে আপনার কি মত? সরকারী কাজের সে কি উপযুক্ত?"

"ছিউ কর্মিষ্ঠ পুরুষ, সরকারী কাজ তার কাছে কিছুই নয়।"

৭। চি পরিবার থেকে মিনৎস-ছিয়েনের[২] ডাক এলো পি প্রদেশের শাসনকর্তা হবার জন্য। মিনৎস-ছিয়েন বললেন, "ভদ্রভাবে জানিয়ে দাও একাজের ভার নিতে আমি অক্ষম। দ্বিতীয় বার কেউ যদি বলতে আসে তবে বাধ্য হয়ে ওয়েন নদীর অন্যতীরে গিয়ে আমায় বাস করতে হবে।"

৮। পো-নিউ[৩] অসুস্থ তাই গুরুদেব তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। জানালার ভিতর দিয়ে তার হাত ধ'রে গুরুদেব বললেন, "ওঁর মৃত্যু আসন্ন। আমাদের সকলের ভাগ্যেই এই আছে। কিন্তু এ-মানুষের এই ব্যাধি[৪] কেন হলো? এ-মানুষের এই ব্যাধি কেন হলো?"

৯। গুরুদেব বললেন, "হুই[৫] কি মহানই না ছিল! এক সরা ভাত, এক ঘটি জল, ঘুপসী সরু গলিতে বাস, এত কষ্ট অন্য কেউ সহ্য করতে পারতো না! তবু হুই-এর আনন্দের অবধি ছিল না। হুই কি মহানই না ছিল!"

১০। রান-ছিউ[৬] বললেন, "গুরুদেবের পথে চলতে আমার আনন্দের কমতি নেই, কিন্তু শক্তির অভাব।" গুরুদেব বললেন, "যথেষ্ট শক্তি যার নেই তার মাঝপথেই ক্ষয়, তবু তুমি নিজের সীমা নির্দেশ করেছো।"

১। শিষ্য রান-ইও।

২। খুং-ফুৎসর এক শিষ্য।

৩। খুং-ফুৎসর এক শিষ্য।

৪। কুষ্ঠ রোগ।

৫। শিষ্য ইয়েন-ইউয়ান।

৬। শিষ্য রান-ইও।

১১। গুরুদেব ৎস-সিয়াকে বললেন, "ভদ্রসন্তানের উপযুক্ত বিদ্বান হও, ক্ষুদ্রচেতা মানুষের মত নয়।"

১২। ৎস-ইঔ যখন উ-ছং১-এর নগরপাল, তখন গুরুদেব তাকে বললেন, "তোমার ওখানে মানুষের মতন মানুষ কেউ আছে?"

"থান-থাই মিয়ে-মিঙ আছে। সে শুঁড়ি পথে কখনও চলে না, সরকারী কাজ ছাড়া আমার বাড়িতে আসে না।"

১৩। গুরুদেব বললেন, "মংচ্‌-ফান নিজের গুণগান করতেন না। যুদ্ধে হেরে পালাবার সময় যখন তিনি সবার পিছে, তখন ফটকে ঢোকার মুখে ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে বলেছিলেন, 'সাহসী বলে শেষে ঢুকছি তা নয়, এই ঘোড়াটাই এগোতে চায় না।' "

১৪। গুরুদেব বললেন, "উদ্‌গাতা তো-এর মতন বাক্যবাগীশ হতে না-পারলে, সুং রাজ্যের কুমার চাও-এর মতন সুপুরুষ হতে না-পারলে এই যুগের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন।"

১৫। গুরুদেব বললেন, "দরজার ভিতর দিয়ে না-গিয়ে বাইরে যেতে কে পারে? যেটা ঠিক পথ সে-পথে মানুষ চলে না কেন?"

১৬। গুরুদেব বললেন, "জড় যেখানে লালিত্যকে হারিয়েছে সেখানে এসেছে বন্যতা, লালিত্য যেখানে জড়কে হারিয়েছে সেখানে এসেছে নকলনবীসের কপট সৌজন্য; যেখানে জড় আর লালিত্যের সমান সংমিশ্রণ সেখানেই পাবো ভদ্রসন্তানকে।"

১৭। গুরুদেব বললেন, "মানুষ জন্মায় সৎপথে চলার জন্যই, সেই পথ হারিয়েও যদি মানুষ বেঁচে থাকে তবে সেটা নেহাৎ ভাগ্যের কথা।"

১৮। গুরুদেব বললেন, "যে জানে সে যে ভালোবাসে তার সমান নয়, যে ভালোবাসে সে এরই মধ্যে যে আনন্দ খুঁজে পেয়েছে তার সমান নয়।"

১। চি রাজ্যের অন্তর্গত লু প্রদেশের একটি সহর।

১৯। গুরুদেব বললেন, "মধ্যস্তরের মানুষের থেকে যারা উপরে তাদের সামনে উচ্চালোচনা করা যেতে পারে ; যারা মধ্য বর্গ মানুষেরও নীচে তাদের সঙ্গে উচ্চালোচনা করাই উচিত নয়।"

২০। ফান-ছ্র জ্ঞান কি প্রশ্ন করাতে গুরুদেব বললেন, "মানুষের প্রতি তোমার যে-কর্তব্য তার পূর্ণ স্বীকৃতি আর প্রেত ও মৃতাত্মায় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তাদের কাছ থেকে দূরে থাকা, একেই জ্ঞান বলা যেতে পারে।" ধর্ম কি প্রশ্ন করাতে উত্তর দিলেন, "যে ধার্মিক সে যা দুরূহ তাকেই বিবেচনা করে প্রথমে, লাভের কথা বিবেচনা করে শেষে - ধর্ম বলতে এই বুঝি।"

২১। গুরুদেব বললেন, "জ্ঞানীর আনন্দ জলে, ধার্মিকের আনন্দ পাহাড়ে। জ্ঞানী কর্মচঞ্চল, ধার্মিক কর্মস্তব্ধ। জ্ঞানী আনন্দময়, ধার্মিক দীর্ঘায়ু।"

২২। গুরুদেব বললেন, "একটি পরিবর্তনেই ছি রাজ্য লু রাজ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে, আবার একটি পরিবর্তনের মধ্যেই লু রাজ্য সত্যের সন্ধান পেতে পারে।"

২৩। গুরুদেব বললেন, "খাঁজকাটা পানপাত্র অথচ তার খাঁজ নেই, কি আশ্চর্য খাঁজকাটা পানপাত্র! কি আশ্চর্য খাঁজকাটা পানপাত্র!"

২৪। ৎসাই-ও১ প্রশ্ন করলেন, "ধার্মিককে যদি কেউ বলে যে কূপের মধ্যে মানুষ পড়েছে তাহলে কি সে কূপের মধ্যে নামবে?" গুরুদেব বললেন, "তা কেন সে করবে? ভদ্রসন্তানকে কূপের কাছে ধ'রে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু তার ভিতরে নামানো সম্ভব নয়। তার উপর জোর খাটানো চলতে পারে, কিন্তু তাকে ঠকানো চলে না।"

২৫। গুরুদেব বললেন, "ভদ্রসন্তান গভীরভাবে নানা বিদ্যা অধ্যয়ন

১। একজন শিষ্য।

করেন ; ভদ্রতার নিয়মে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখে সত্যের পথ থেকে বিচলিত হন না।"

২৬। গুরুদেব নান-ৎসর[১] সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে ৎস-লূ ক্ষুব্ধ হন। তখন গুরুদেব শপথ করলেন, "যদি আমার মধ্যে কোনও পাপ থাকে তাহলে স্বর্গ যেন আমাকে গ্রহণ না-করে! স্বর্গ যেন আমাকে ত্যাগ করে!"

২৭। গুরুদেব বললেন, "জীবনের চির সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকাই ধর্ম! মানুষের মধ্যে বহুকাল এর প্রকাশ নেই।"

২৮। ৎস-কুং বললেন, "মানুষের মধ্যে প্রচুর দান বিতরণ ক'রে সবাইকে যিনি সাহায্য করেন তাঁর বিষয় আপনার কি মত? তাঁর মধ্যে কি ধর্ম প্রতিষ্ঠিত?"

গুরুদেব বললেন, "তাঁর মধ্যে শুধু ধর্ম কেন, তাঁর মধ্যে মহর্ষির গুণাবলিরও প্রয়োজন চাই না কি? ইয়াও ও শূন[২] ছিলেন তারই প্রত্যাশী। যিনি ধর্মে আস্থাবান তিনি নিজের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অন্যকে প্রতিষ্ঠা দেন ; নিজের উন্নতির জন্য অন্যের উন্নতিতে সাহায্য করেন। কাছে যা আছে তার উপর নির্ভর ক'রে বিচার করাকেই ধর্মের উপায় বলা যেতে পারে।"

১। রাজা ওয়েই-এর ভ্রষ্টা স্ত্রী।

২। চীন দেশের প্রাগৈতিহাসিক স্বর্ণযুগের দুই সম্রাট।

সপ্তম স্কন্ধ

১। গুরুদেব বললেন, "আমি হচ্ছি কথক, নির্মাতা আমি নই। প্রাচীনের উপর আমার বিশ্বাস আছে, আমি প্রাচীনকেই পছন্দ করি। পুরাকালের লাও-পাং[১]-এর সঙ্গে আমার তুলনা হলেও হতে পারে।"

২। গুরুদেব বললেন, "নিভৃতে জ্ঞান লাভ করা; জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ক্রমেই প্রবল হওয়া; অক্লান্তভাবে অপরকে শিক্ষা দান করা; —এর মধ্যে কোনটি আমার মধ্যে আছে।"

৩। গুরুদেব বললেন, "নিজের মধ্যে মঙ্গলের পরিচর্যা না-করা, জ্ঞানের বিশদ আলোচনা না-করা, সত্য পথ দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সেদিকে এগিয়ে না-যাওয়া; অমঙ্গলের পরিবর্তন সাধনে অক্ষমতা;—এইগুলিই হচ্ছে আমার দুঃখের কারণ।"

৪। গুরুদেব অবসর সময়ে সহজ হাসি খুশীতে থাকেন।

৫। গুরুদেব বললেন, "অতি গভীর আমার অধঃপতন! বহুদিন আমি রাজা চৌ[২]-কে স্বপ্নে দেখিনি।"

৬। গুরুদেব বললেন, "ইচ্ছাকে সত্য পথে পরিচালিত ক'রো। মহত্ত্বের উপর ভরসা রেখো। ধর্মে নির্ভরশীল হ'য়ো। শিল্পের মধ্যে প্রাণের আরাম ও আনন্দ খুঁজে নিও।"

৭। গুরুদেব বললেন, "যে আমার জন্য শুকনো মাংস নিয়ে আসে

১। তাওবাদী দর্শনের প্রবর্ত্তক লাও-ৎস অথবা ইন কিংবা শাং যুগের মহাপুরুষ পাং-শিয়েন।

২। চৌ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট উ-র কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন।

তাকে থেকে শুরু করে কাউকেই আমি শিক্ষা দিতে কখনও অস্বীকার করিনি।"

৮। গুরুদেব বললেন, "যে উৎসুক নয় তাকে আমি বুঝিয়ে দিই না। যে কথা কইতে আগ্রহান্বিত নয় তার মুখে আমি ভাষা দিই না। একটি কোণ তুলে ধরলে অপর তিনটি কোণ যে উঠিয়ে দেখে না তাকে আমি দ্বিতীয়বার শিক্ষা দিই না।"

৯। অশৌচকারীর পাশে বসে গুরুদেব কখনও পুরামাত্রায় আহার করতেন না। যেদিন তিনি চোখের জল ফেলতেন সেই দিন তিনি গান গাইতেন না।

১০। গুরুদেব ইয়েন-ইউয়ানকে বললেন, "যখন কাজের ভার পড়ে তখন তা সুসম্পন্ন করা, যখন কাজ না-থাকে তখন নিভৃতে বিশ্রাম করা,—কেবল আমি আর তুমি, এই দু'জনের দ্বারাই এইটি সম্ভব।"

ৎস-লু প্রশ্ন করলেন, "তিনটি সেনা বাহিনীর পরিচালনার ভার যদি আপনার উপর দেওয়া হয় তবে আপনি কাকে সঙ্গে নেবেন?"

গুরুদেব বললেন, "যে অস্ত্র না-নিয়েই বাঘের সামনে যায়; নৌকো না-চেপেই নদী পারাপার করে; বিনা ক্ষোভে মৃত্যুকে বরণ করে, এই ধরণের মানুষকে আমি সঙ্গে নেবো না। আমার সহকারী যে হবে সে কাজ করার সময় উদ্বিগ্ন থাকবে; সে হবে এমন লোক যে ভেবে চিন্তে উপায় ঠিক ক'রে সেই অনুযায়ী কাজ করতে ভালোবাসে।"

১১। গুরুদেব বললেন, "চাবুক হাতে সহিস হতে পারলেই যদি নিশ্চিত ধনলাভ হতো তবে সহিস হতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তা যখন নিশ্চিত নয় তখন আমার যা ভালো লাগে সেই পথেই যাবো।"

১২। উপবাস, যুদ্ধ এবং পীড়া,—এই কয়টি বিষয়ে গুরুদেব অতি সাবধান ছিলেন।

১৩। গুরুদেব যখন ছি রাজ্যে ছিলেন তখন 'শাও'[১] সঙ্গীত শুনে তিন মাস তিনি মাংসের আস্বাদ গ্রহণ করেন নি। গুরুদেব বললেন, "সঙ্গীত যে এত মহান হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না।"

১৪। রান-ইঔ প্রশ্ন করলেন, "গুরুদেব কি ওয়েই রাজের[২] পক্ষে?" ৎস-কুং বললেন, "আচ্ছা, আমি ওঁকে জিগেস করি দেখি।" ভিতরে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, "পো-ই ও শূ-ছী[৩] কি রকম মানুষ ছিলেন?" গুরুদেব বললেন, তাঁরা দুজনেই ছিলেন পুরাকালের অতি মহৎ ব্যক্তি।" "তাঁদের অসন্তুষ্ট হবার কি কোনও কারণ ছিল?" গুরুদেব আবার বললেন, "তাঁরা ধর্মের অনুসন্ধান করেছিলেন এবং তা লাভও করেছিলেন। তাঁদের অসন্তোষের তো কোনও কারণ ছিল না।" ৎস-কুং বাইরে গিয়ে বললেন, "না গুরুদেব ওঁর পক্ষে নন।"

১৫। গুরুদেব বললেন, "মোটা চালের ভাত আর জল খাওয়া হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমানো,—এতেই আমার পর্যাপ্ত আনন্দ। অসত্যের সাহায্যে যে-ধন সম্ভার লাভ করা হয় তা আমার কাছে আকাশেভাসা মেঘ।"

১৬। গুরুদেব বললেন, "আমার আয়ু যদি আরো কিছু বছর বেড়ে যায় তবে আমার পঞ্চাশ বছর ধরে ই[৪] শাস্ত্র পাঠ শেষ হবে। তাহলে হয়তো আমার প্রধান দোষগুলির ক্ষালন হতে পারে।"

১৭। গুরুদেব প্রায়শই যে-সব বিষয় আলাপ করতেন সেগুলি হ'লো কাব্য, ইতিহাস এবং ভদ্রতার নিয়মাবলী। এ-সব নিয়ে তিনি প্রায়ই আলোচনা করতেন।

১৮। শে রাজ্যের রাজা ৎস-লুকে খুং-ৎসর বিষয় প্রশ্ন করেছিলেন।

১। সম্রাট শূন এই সঙ্গীতের রচয়িতা। খৃঃ পূঃ ২২৫৫।

২। ইনি তাঁর পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন।

৩। পঞ্চম স্কন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪। ই-চিং : পুরুষ ও প্রকৃতি (ইয়াং ও ইন) এই দুইয়ের মিলনে জগতে যে নিত্য পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে সেই বিবর্তন-শাস্ত্র।

ৎস-লু উত্তর দেননি। গুরুদেব বললেন, "তুমি কেন বললে না যে তিনি একজন মানুষ যিনি আগ্রহের আতিশয্যে খেতে ভুলে যান; সেই আনন্দে ভুলে যান নিজের দুঃখ; আর বার্ধক্য যে এগিয়ে আসছে তা খেয়ালই করেন না?"

১৯। গুরুদেব বললেন, "জ্ঞান নিয়ে আমি জন্ম গ্রহণ করিনি। যা প্রাচীন তা আমার ভালো লাগে; আর সে-বিষয় আমি একনিষ্ঠ হয়ে অনুসন্ধান করি।"

২০। ভৌতিক কাণ্ড, শক্তিমত্তার কাহিনী, বিপ্লব, আর ইন্দ্রিয়াতীত জীব, এই কয়েকটি বিষয় নিয়ে গুরুদেব আলোচনা করতেন না।

২১। গুরুদেব বললেন, "আমরা তিনজনে মিলে যখন বেড়াতে যাই তখন অন্য দু'জন আমার শিক্ষকের কাজ করেন। ওঁদের গুণাবলির অনুসরণ করি; ওঁদের দোষগুলি পরিহার করে চলি।"

২২। গুরুদেব বললেন, "আমার মধ্যে যে-সব গুণ বর্তমান সেগুলি স্বর্গের দান। হোঁয়ান-থুই[১]! সে আমার কি করতে পারে?"

২৩। গুরুদেব বললেন, "আমার বন্ধুরা কি মনে করেন যে আমি কিছু লুকিয়ে রাখি? আমি কিছুই লুকিয়ে রাখি না। আমার বন্ধুদের না-দেখিয়ে আমি কোনও কাজ করি না—এই হচ্ছি আমি, ছিউ[২]।"

২৪। গুরুদেব চারটি বিষয় শিক্ষা দিতেন—সংস্কৃতি, নীতি বিদ্যা, ভক্তি ও সত্যবাদিতা।

২৫। গুরুদেব বললেন, "সাধুপুরুষ দেখা হয়তো আমার হবে না, ভদ্রপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই আমি যথেষ্ট মনে করবো। মহৎ-পুরুষ দেখা হয়তো আমার হবে না, একনিষ্ঠ পুরুষের সাক্ষাৎ পেলেই

১। সুং রাজ্যের কর্মচারী। ইনি খুং-ৎসকে হত্যা করবার চেষ্টা করেন। খৃঃ পূঃ ৪৯৫।

২। খুং-ফুৎসর অপর নাম।

যথেষ্ট মনে করবো। নেই অথচ ভাবখানা যেন আছে; শূন্য অথচ ভাবখানা যেন উপচিয়ে পড়ছে; খুবই দুর্গতি অথচ ভাবখানা যেন প্রাচুর্যের সীমা নেই;—এই অবস্থায় একনিষ্ঠতা পাওয়া দুরূহ।"

২৬। গুরুদেব মাছ ধরেন কিন্তু জাল ব্যবহার করেন না। তীর ছোঁড়েন কিন্তু যে-পাখী কুলায় এসে বসেছে তার উপর নয়।

২৭। গুরুদেব বললেন, "এমন হয়তো অনেকে আছেন যে কেন করেছেন তা না-জেনেই কাজ করেন। আমি কিন্তু সেই দলে নেই। অনেক কিছু শুনবো, যা ভালো, বেছে নিয়ে তাই অনুসরণ করবো; অনেক কিছু দেখবো আর তা মনে রাখবো—এই হচ্ছে জ্ঞান লাভের পরের অবস্থা।"

২৮। হু গ্রামের মানুষের সঙ্গে আলাপ ক'রে ফল পাওয়া শক্ত। গুরুদেব সেখানকার এক ছোকরার সঙ্গে দেখা করাতে সকলে একটু আশ্চর্য হ'লো। গুরুদেব বললেন, "আমি তাকে ভিতরে প্রবেশের অধিকার দিয়েছি, বাইরে গিয়ে সে কি করে তাতে আমার হাত নেই। তোমরা এত কঠোর কেন? কেউ যদি শুচিশুদ্ধ হয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাহলে আমি তার নির্মলতা স্বীকার করি, তাই বলে তার গতকর্মের জিম্মাদার হতে আমি পারি না।"

২৯। গুরুদেব বললেন, "ধর্ম কি এতই দূরে? আমার ধর্মে মতি হোক এই যখন আমি চাই, তখনই দেখি ধর্ম তো আমার কাছেই।"

৩০। ছেন রাজ্যের দণ্ড বিভাগের মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন, "রাজা চাও' কি সামাজিক নিয়ম মেনে চলেন?" খুং-ৎস উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই।" খুং-ৎস চলে যাবার পর উনী মন্ত্রী উ-মা-ছিকে নমস্কার ক'রে বললেন, "আমি শুনেছিলেম যে ভদ্রপুরুষ দলাদলির উর্ধ্বে, কিন্তু ভদ্রপুরুষও কি দলভুক্ত হতে পারেন? রাজা উ-পরিবারের একটি কন্যাকে বিবাহ করেছেন, উনি নিজেও ওই একই পরিবারভুক্ত;

১। লু রাজ্যের রাজা। খুং-ফুৎসকে সর্বপ্রথম ইনিই কার্যভার দেন।

সেইজন্য উনি কন্যাটির নাম দিয়েছেন উ-এর বড়-ৎস। ওঁর যদি সামাজিকতার জ্ঞান থাকে তবে কার নেই?" উ-মা-ছি এই কথা-গুলি গুরুদেবকে জানালে তিনি বললেন, "আমার ভাগ্য ভালো, আমার দোষমাত্রেই অন্যের জানা আছে।"

৩১। কেউ যদি গুরুদেবকে গান শোনায় আর ভালো গায়, তবে উনি গানটি আবার শুনবেন এবং সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইবেন।

৩২। গুরুদেব বললেন, "সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমি অন্যের তুলনায় হয়তো কম নই, কিন্তু ভদ্রপুরুষের উচিত কাজ এখনও আমার দ্বারা করা হলো না।"

৩৩। গুরুদেব বললেন, "যিনি সাধু, যিনি ধার্মিক, তাঁদের সঙ্গে কোন সাহসে আমি নিজেকে এক ভাবি? তবে সেই পর্যায়ে উঠতে শত চেষ্টা করেও আমি অপরিতৃপ্ত; অপরকে সর্বক্ষণ শিক্ষা দিয়েও আমি অশ্রান্ত;—আমার বিষয় এইটুকুই বলা যেতে পারে।"

কুং-শী-হুয়া বললেন, "আপনার কাছে এইটি আমরা শিষ্যরা শিখে উঠতে পারেনি।"

৩৪। গুরুদেব কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে ৎস-লূ প্রার্থনা করার অনুমতি চান। গুরুদেব বললেন, "সেটা কি উচিত হবে?" লূৎস-বললেন, "অবশ্যই শ্রাদ্ধবিধিতে লেখা আছে 'স্বর্গ ও মর্তের আত্মার কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে'।" গুরুদেব বললেন, "আমি, ছিউ, বহুদিন ধ'রেই প্রার্থনা করেছি।"

৩৫। গুরুদেব বললেন, "অপচয়ের থেকে আসে ঔদ্ধত্য, কৃপণতা থেকে আসে সংকীর্ণ মন। ঔদ্ধত্যের থেকে সংকীর্ণ মনই ভালো।"

৩৬। গুরুদেব বললেন, "যিনি ভদ্র পুরুষ তিনি প্রসন্ন, তিনি নির্ব্বিকার; যে ক্ষুদ্র ব্যক্তি সে প্রায়ই দুঃখ কষ্টে মুহ্যমান।"

৩৭। গুরুদেবের ব্যবহারে ছিল মনের উত্তাপ কিন্তু তবু তাঁর গাম্ভীর্য ছিল, ছিল কঠোরতা। কিন্তু তা নির্মমতায় পর্য্যবসিত হতো না, ছিল শ্রদ্ধা তবু ছিল স্বাচ্ছন্দ্য।

অষ্টম স্কন্ধ

১। গুরুদেব বললেন, "থাই-পো[1] সৎগুণের চরম স্তরে উঠেছিলেন। তিনি তিনবার রাজ্য সম্পদ ত্যাগ করেছিলেন, আর সাধারণ লোকে ভেবে পায়নি কিভাবে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাবে।"

২। গুরুদেব বললেন, "শিষ্টাচার না-জেনে সম্মান দেখাতে যাওয়া পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়, শিষ্টাচার না-জেনে সাবধান হওয়া ভয়েরই নামান্তর, শিষ্টাচার না-জেনে সাহস দেখাতে যাওয়া হচ্ছে হট্টগোলের সৃষ্টি করা, শিষ্টাচার না-জেনে সরলতা দেখানো হচ্ছে ধৃষ্টতার প্রকাশ। ভদ্র সন্তানরা যদি তাঁদের আত্মীয় স্বজনের প্রতি সম্মান দেখান তবেই জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব জেগে উঠবে, তাঁরা যদি পুরানো বন্ধুদের ত্যাগ না-করেন তবেই জনসাধারনের মনে আর হীনতা দেখা দেবে না।"

৩। ৎসং-ৎস অসুস্থ হলে তিনি তাঁর শিষ্যদের ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "আমার পা আর হাতের ঢাকা সরিয়ে দাও। কাব্যসংগ্রহে লেখা আছে—

সামনে এগোও সাবধানে
যেন রয়েছে গভীর খদ,
যেন চলেছো হেঁটে
ঠুনকো বরফেতে।

১। রাজা থাই তাঁর তৃতীয় পুত্রের হাতে রাজ্যভার তুলে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই কারণে তাঁর প্রথম পুত্র থাই-পো তাঁর অন্য ভাইয়ের সঙ্গে স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করেন! পরে এই রাজ পরিবার চৌ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

বৎসগণ! আজ অবধি এবং ভবিষ্যতে নিজেকে কি করে আঘাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবো, তা আমার জানা আছে।"

৪। ৎসং-ৎস যখন অসুস্থ তখন মং-চিং[1] তাঁর খবর নিতে এলেন। ৎসং-ৎস বললেন, পাখির মরণ যখন ঘনিয়ে আসে তখন তার ডাকের মধ্যেও ব্যথা ফুটে ওঠে, মানুষের যখন মরণ ঘনায় তখন তার মুখ দিয়ে ভালো কথাই বের হয়। ভদ্রসন্তান চরিত্রের তিনটি দিক মহামূল্যবান্ বলে মনে করেন: হিংসা ও ঔদ্ধত্য যেন তাঁদের ব্যবহার থেকে দূরে থাকে, মুখের ভাবে যেন সত্য প্রতিফলিত হয়, আর নীচতা এবং অভদ্রতা যেন তাঁদের কথাবার্ত্তার সংস্রব থেকে দূরে থাকে। মহাপূজার সরঞ্জাম রক্ষার জন্য তো আলাদা কর্মচারী রয়েছেন।"

৫। ৎসং-ৎস বললেন, "নিজে জেনেও যে জানে না তাকে প্রশ্ন করা, নিজের প্রচুর থাকা সত্ত্বেও যার যৎসামান্য আছে তাকে প্রশ্ন করা, আছে তবু যেন নেই, ভর্তি তবু যেন শূন্য, নিজের অনিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কোন রকম বাদ বিতণ্ডায় যোগ না দেওয়া, আমার এক বন্ধুর এই ছিল ব্যবহার।"

৬। ৎসং-ৎস বললেন, "যে লোকের হাতে অনাথ বালকের ভার দেওয়া যেতে পারে, যার হাতে সহস্র লি[2] ভূমির পরিচালনা ভার তুলে দেওয়া যায়, মহাসংকটে যে অবিচলিত থাকে, তিনি কি ভদ্রসন্তান? নিশ্চয়ই, তিনিই তো ভদ্রসন্তান।"

৭। ৎসং-ৎস বললেন, "বিদ্বান পুরুষের ঔদার্য্য আর সহনশক্তি না-থাকলে চলে না, গুরুভার বহন করে তাঁকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়। ধর্মরক্ষাই হচ্ছে এই গুরু দায়িত্ব; মৃত্যুই এর ছেদ টানে, তাই পথ দীর্ঘ নয় বলি কি করে?"

১। লু রাজ্যের মন্ত্রী। মং পরিবারের কর্ত্তা। ৎসং-ৎসর তিরস্কার থেকে মনে হয় ইনি ক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়েও চটাচটি করতেন।

২। প্রতিটি 'লি' হচ্ছে এক মাইলের এক তৃতীয়াংশ।

৮। গুরুদেব বললেন, "মনকে জাগায় কাব্য, ভদ্র ব্যবহার এনে দেয় প্রতিষ্ঠা, সঙ্গীত এনে দেয় পরিণতি।"

৯। গুরুদেব বললেন, "জনসাধারণকে একদিকে নিয়ে হয় তো যাওয়া যায়, কিন্তু তাদের বোঝানো যায় না।"

১০। গুরুদেব বললেন, "যে-মানুষ দুর্দান্ত অথচ দারিদ্র্যকে ঘৃণা করে, সে দুর্দমনীয় হয়ে উঠবেই। যে-মানুষের ধর্মজ্ঞান নেই তাকে যদি গভীরভাবে ঘৃণা করো তবে সেও ঠিক তাই হবে।"

১১। গুরুদেব বললেন, "চৌ রাজ্যের রাজার মতনও সুবুদ্ধি কেউ যদি হয়, তবু তার মধ্যে দম্ভ ও কার্পণ্য যদি থাকে তবে তার অতিরিক্ত গুণাগুণের দিকে দৃকপাত করার প্রয়োজন নেই।"

১২। গুরুদেব বললেন, "তিন বৎসর বিদ্যা শিক্ষা করেও উৎকর্ষ লাভ করেনি, এই ধরণের লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।"

১৩। গুরুদেব বললেন, "যে ধ্রুব বিশ্বাসে বিদ্যাকে প্রিয় করে নিয়েছে, সত্য পথের জন্য যে মৃত্যুকেও জড়িয়ে ধরে, সে যে-রাজ্যে সংকট আসন্ন সে-রাজ্যে প্রবেশ করবে না, যে-রাজ্যে বিশৃঙ্খলা বর্ত্তমান সে-রাজ্যে বাস করবে না। রাজ্য যখন সুপথে পরিচালিত হবে তখন সে নিজেকে প্রকাশ করবে, অন্যথায় নিজেকে রাখবে লুকিয়ে। দেশ যখন মঙ্গল পথে অগ্রসর হচ্ছে তখন সে দারিদ্র্য আর নীচতা দেখলে লজ্জা পাবে, আর দেশের মঙ্গল অন্তর্ধান করলে সে ধন এবং মান দেখে লজ্জিত হবে।"

১৪। গুরুদেব বললেন, "কোনও বিশেষ রাজকার্য্যে নিযুক্ত না-থাকলে সেই কার্য্যের নীতি-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়।"

১৫। গুরুদেব বললেন, "সঙ্গীতগুরু চ্ যখন প্রথম কার্য্যভার গ্রহণ করলেন তখন কুয়ান-চ্যু সঙ্গীতের শেষাংশ কি মহান হয়েই না ধ্বনিত হতো! শ্রবণ ইন্দ্রিয় উঠতো ভ'রে!"

১৬। গুরুদেব বললেন, "প্রচণ্ড অথচ কুটিল, নির্বুদ্ধি অথচ অমনো-যোগী, অকপট অথচ অবিশ্বাসী, এই ধরণের মানুষ আমার অবোধ্য।"

১৭। গুরুদেব বললেন, "শিক্ষার বিষয় বস্তুকে যেন কিছুতেই বুঝতে সক্ষম নও, এই ভাবে শিক্ষাগ্রহণ করবে, মনে যেন ভয় থাকে যে যে-শিক্ষা লাভ করলে তাও তুমি হারাতে পারো।"

১৮। গুরুদেব বললেন, "কি মহান ভাবেই না সম্রাট শূন[১] ও সম্রাট য়্যু[২] রাজ্যপরিচালনা করেছিলেন! যেন কাজটা কিছুই নয়।"

১৯। গুরুদেব বললেন, "ইয়াও[৩] সম্রাট হিসাবে কি বিশাল ছিলেন! কি মহান! স্বর্গকেই শুধু বিশাল বলা হয়, কেবলমাত্র ইয়াও ছিলেন সেই ছাঁচে গড়া! কি অসীম! মানুষ তার নামকরণেও সমর্থ নয়। কি মহান্ তাঁর কাজ, কি উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক প্রতিভা!"

২০। সম্রাট শূনের পাঁচজন মন্ত্রী ছিলেন আর রাজ্যে ছিল সুব্যবস্থা। সম্রাট উ[৪] বলেছেন "আমার দশজন দক্ষ মন্ত্রী রয়েছেন।" খুং-ৎস বললেন, "প্রতিভার অভাব, তাই না? থাং[৫] এবং য়্যু[৬] বংশের যোগাযোগ কালেই ছিল তাঁদের প্রাচুর্য্য, তবু তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন স্ত্রীলোক আর নয়জন ছিলেন পুরুষ। সাম্রাজ্যের তিন ভাগের দুই ভাগই যাঁর ছিল আর সেই নিয়ে যিনি ইন[৭] রাজবংশের সেবা করে গেছেন সেই চৌ[৮]-এর মহত্ত্বই সর্ব্বোচ্চ বলা যেতে পারে।"

২১। গুরুদেব বললেন, "আমি তো য়্যুর[৯] চরিত্রে কোনও দোষ

১। খৃঃ পূঃ ২২৫৫—২২০৫।

২। খৃঃ পূঃ ২২০৫—২১৯৬। ইনি সিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

৩। খৃঃ পূঃ ২৩৫৬—২২৫৫।

৪। খৃঃ পূঃ ১১২২—১১১৪। ইনি চৌ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

৫। সম্রাট ইয়াও। পাদটীকা ৩ দ্রষ্টব্য।

৬। সম্রাট শূনের নিজস্ব নাম। পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য।

৭। ইন অথবা শাং রাজবংশ। খৃঃ পূঃ ১৭৬৬—১১৫৪

৮। রাজা ওয়েন বা রাজা চৌ।

৯। পাদটীকা ২ দ্রষ্টব্য।

দেখতে পাই না। যৎসামান্য খাদ্য আর পানীয় তিনি নিজের জন্য রেখে মৃত আত্মাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। জামা কাপড় ছিল তাঁর অতি সাধারণ কিন্তু শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তাঁর শিরস্ত্রাণ এবং জোব্বা ছিল অতি উৎকৃষ্ট। নিজে থাকতেন ভাঙ্গা ঘরে কিন্তু নালা ও খাল খননে তাঁর সব শক্তি নিঃশেষ হতো। য়্যুর চরিত্রে কোনও দোষ তো আমি দেখতে পাই না”

নবম স্কন্ধ

১। যে সব বিষয় গুরুদেব কদাচিৎ কথা বলতেন সেগুলি হচ্ছে লাভ, অদৃষ্ট এবং ধর্ম।

২। তা-সিয়াং গ্রামের একটি লোক বললে, "খুং-ৎস তো মস্ত বড় পণ্ডিত, কিন্তু এতো লেখাপড়া শিখেও তো কোনও বিষয়ে নাম করতে পারলো না।" গুরুদেব এই কথা শুনে তাঁর শিষ্যদের বললেন, "তাহলে কোন বিষয় শিখবো? সারথীর কাজ, না তীরন্দাজের? আমার পক্ষে সারথীর কাজই ভালো।"

৩। গুরুদেব বললেন, "আচার-শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে মিহি সুতোর তৈরী টুপি পরা বিধেয়, আজকাল রেশমি টুপির চল হয়েছে সস্তা বলে, আমি জনমতই মেনে চলি। আচারশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে নীচের তলায় প্রণাম জানানো দরকার, আজকাল উপর তলায় উঠে তবে প্রণাম জানানো হচ্ছে। একটি ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক। যদিও জন-মতের বিরুদ্ধে তবু আমি নীচের তলায় প্রণাম জানাই।

৪। গুরুদেব চারটি প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত ছিলেন, পূর্বসংস্কার, অনিবার্যতা, রোখ এবং স্বার্থ।

৫। খুয়াং রাজ্যে প্রবেশ করে গুরুদেব সন্ত্রস্ত হয়ে বলেছিলেন, রাজা ওয়েন-[১]এর মৃত্যুর পর সভ্যতার সত্য আমার মধ্যে বর্তেছে। স্বর্গের যদি ইচ্ছে থাকে যে সেই সংস্কৃতির অবসান হোক, তাহলে আমার মতন নশ্বর মানুষের সেই সত্যের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা অনুচিত ছিল। যদি স্বর্গের ইচ্ছে থাকে যে

১। চৌ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট উর পিতা।

সেই সত্য লুপ্ত না হয় তবে খুয়াং রাজ্যের মানুষে আর আমার কি করবে?"

৬। এক উচ্চপদস্থ মন্ত্রী ৎস-কুংকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার গুরুদেবকে ঋষি বলে সম্বোধন করলে কি ভুল হবে? কত বিচিত্র তাঁর কর্ম ক্ষমতা!" ৎস-কুং উত্তর করলেন, "স্বর্গের কৃপায় তিনি প্রায় ঋষিতুল্য, উপরন্তু তাঁর নানা বিষয়ে দক্ষতা বর্ত্তমান।" এই আলাপের খবর শুনে গুরুদেব বললেন, "উচ্চপদস্থ মন্ত্রীটি কি আমাকে জানেন? বয়স যখন আমার অল্প ছিল তখন অবস্থা ছিল খারাপ, বাধ্য হয়ে রকমারি কাজ আমায় শিখতে হয়েছে, সেগুলি ছিল নীচু কাজ। একজন ভদ্রলোকের এতরকম কাজ জানার কি প্রয়োজন? তাঁর সে প্রয়োজন নেই।" লাও[১] বললেন, "গুরুদেব বলেন, যে সরকারী কাজ না-পাওয়ায় তাঁকে হাতের কাজ শিখতে হয়েছে।

৭। গুরুদেব বললেন, "আমি কি জ্ঞানী? আমার তো কিছুই জানা নেই। তবে যদি কোনও হীন ব্যক্তি আমাকে ফাঁকা প্রশ্ন করে তবে আমি তার প্রশ্নের তুই দিক থেকে শেষ পর্য্যন্ত আলোচনা করি।"

৮। গুরুদেব বললেন, "ফং[২] পাখি আর আসে না। নদীর ভিতর থেকে নক্সাও আর উঠে আসে না[৩]! আমার সব শেষ হয়ে গেছে।"

৯। গুরুদেব যদি অশৌচের বেশে কাউকে দেখতেন, টুপি আর জোব্বা পরা কাউকে দেখতেন, কিংবা অন্ধ কাউকে দেখতেন, তবে তারা বয়সে ছোট হলেও উঠে দাঁড়াতেন এবং তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় দ্রুত অগ্রসর হতেন।

১। শিষ্য ছিন ৎস-খাই। অপর নাম ছিন ৎস-চাং।

২। চীন দেশের পৌরাণিক পাখি। শুভ সময়ের প্রতীক।

৩। প্রাচীন চীনা সম্রাট ফু-সী, নদীর ভিতর থেকে উঠে আসা ড্রাগন মুখো এক ঘোড়ার পিঠে আঁকা নক্সা দেখেছিলেন। এটিও পৌরাণিক কাহিনী।

১০। ইয়েন-ইউয়ান দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, "উপরে তাকিয়ে দেখি যেন আরো উঁচু হয়ে উঠছে, ভিতরে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখি এ উঠছে কঠিন হয়ে, সামনের দিকে তাকাই আর হঠাৎ দেখি এ রয়েছে পিছনে! গুরুদেব যথাক্রমে নিপুণভাবে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যান। বিদ্যার সাহায্যে তিনি আমাকে বিস্তৃত করে তুলেছেন, ভদ্রতার নিয়ম দিয়ে তিনি আমাকে বেঁধেছেন, থামতে চাইলেও থামতে পারি না। আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দেখি সামনে কি যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে, যখন তার কাছে যেতে চাই তখন পথ খুঁজে পাই না।"

১১। গুরুদেব খুব অসুস্থ তাই ৎস-লু শিষ্যদের তাঁর সঙ্গে অমাত্যের মতন ব্যবহার করতে বললেন। একটু সুস্থ হলে গুরুদেব বললেন, "ইঔ বহুদিন ভাণ করেছে। মন্ত্রী আমার নেই তবু যেন আছে এইভাবে আমি কাকে ঠকাবো? স্বর্গ কি এতে ভুলবে? আর যদি মৃত্যুই হয় তবে মন্ত্রীদের চেয়ে আমার শিষ্যদের হাতে মাথা রেখে মৃত্যুই শ্রেয় নয়কি? খুব ধূম করে আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া না-হলেও আমার কি আর রাস্তার ধারে মৃত্যু হবে?"

১২। ৎস-কুং বললেন, "এইখানে একটি দামী পাথর রয়েছে, এটিকে খাপের মধ্যে যত্ন করে তুলে রাখবো না ভালো দামে বেচে দেবো?" গুরুদেব বললেন, "বেচে দাও! বেচে দাও! তবে আমি হলে ভালো দামের জন্য অপেক্ষা করবো।"

১৩। গুরুদেব নয়টি জাতের অসভ্যদের মাঝে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন[১]। কেউ বলে ওঠে, "এ কি করে সম্ভব, তারা যে নেহাৎ বর্ব্বর!" গুরুদেব বললেন, "একজন ভদ্রলোক তাদের মাঝে বাস করবেন এর মধ্যে বর্ব্বরতা কোথায়?"

১। শানতুং প্রদেশের পূর্বদিকের পাহাড়ী জাতগুলি সেই সময় হলুদ, সাদা, লাল, ইত্যাদি নয়টি ভাগে ভাগ করা ছিল।

১৪। গুরুদেব বললেন, "আমি ওয়েই থেকে লূ রাজ্যে ফিরে আসার পর সঙ্গীত শাস্ত্রের শোধন হলো। ইয়া, সুং প্রভৃতি গানগুলি যার যথা স্থান পেলো।"

১৫। গুরুদেব বললেন, "বিদেশে রাজা উজীরের কাছে কাজ করবে; বাড়িতে বাপ দাদার কাজ করবে; মৃতের প্রতি কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ না করার সাহস যেন না থাকে; সুরা পানে মত্ত হবে না;—এর মধ্যে কোনটি আমার মধ্যে আছে?"

১৬। গুরুদেব নদীর ধারে দাঁড়িয়ে বললেন, "এইভাবে বহে চলেছে, দিনে রাতে এর বিরাম নেই।"

১৭। গুরুদেব বললেন, "আমি এমন কাউকে দেখিনি যে সদ্‌গুণকে দেহলাবন্যের মতই ভালোবাসে।"

১৮। গুরুদেব বললেন, "একটা উঁচু ঢিপি তৈরী করার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আর এক ঝুড়ি মাটি ফেললে যেখানে কাজ শেষ হয়, সেইখানে যদি থেমে যাই তবে সে-থামা আমারই নিরস্ত থাকা। যদি মাঠের উপর এক ঝুড়ি মাটি ঢেলে কাজ সুরু করে অগ্রসর হই তবে সেই অগ্রসর হওয়া আমারই অগ্রগমন।"

১৯। গুরুদেব বললেন, "আমি যদি কিছু কথা কই তবে সে কখনও অন্যমনস্ক 'হয় না—হুই' ঠিক তাই ছিল।"

২০। ইয়েন-ইউয়ান সম্বন্ধে গুরুদেব বললেন, "হায়! সারাক্ষণই ও এগিয়ে চলেছিল, এ আমি লক্ষ্য করেছি, একবারও ওকে থামতে দেখিনি।

২১। গুরুদেব বললেন, "অঙ্কুরিত হয় কিন্তু ফুল ফোটে না, এও যেমন আছে আবার ফুল ফোটে কিন্তু ফল ধরে না এও আছে।"

২২। গুরুদেব বললেন, "যুবককে শ্রদ্ধা করা উচিত। ভবিষ্যতে সে যে আমাদের আজকের সমকক্ষ হবে না তা কে বলতে পারে?

১। শিষ্য ইয়েন-ইউয়ান।

চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছর বয়সেও যদি সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে না-পারে তবে তখন আর তাকে ভয়ের চোখে না-দেখলেও চলবে।"

২৩। গুরুদেব বললেন, "কঠোর আদেশ না-মানবে কে? কিন্তু তার মূল্য চরিত্র সংশোধনের জন্য। নরম সুরে বুঝিয়ে বললে কে না খুশী হয়? কিন্তু তার মূল্য হচ্ছে তার উদ্দেশ্যের মধ্যে। খুশী হয় কিন্তু উদ্দেশ্য বুঝে উঠতে পারে না, মেনে নেয় কিন্তু নিজেকে সংশোধন করে না—এই ধরনের লোককে নিয়ে আমি কিছুই করতে পারি না।

২৪। গুরুদেব বললেন, "বিশ্বাস ও নিষ্কপটতা হবে তোমার প্রাথমিক প্রত্যয়। নিজের থেকে ভিন্নমতি বন্ধু যেন তোমার না-থাকে। নিজের ভুল ভ্রান্তি সংশোধনে যেন তুমি ভয় না-পাও।"

২৫। গুরুদেব বললেন, "তিনটি সেনা বাহিনীর যিনি অধ্যক্ষ তাঁকে সরিয়ে ফেলা যেতে পারে, কিন্তু অতি নগণ্য লোকেরও মনের ইচ্ছাকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না।"

২৬। গুরুদেব বললেন, "ছেঁড়া চটের জোব্বা গায়ে দিয়ে দামী পশুলোমে সজ্জিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে লজ্জা পায় না—একমাত্র ইঔ[১] এইটি পারে!

ঘৃণা আর লোভ যার মধ্যে নেই
সে কল্যাণ কর্ম ছাড়া আর কি করতে পারে?[২]

ৎস-লু সর্বক্ষণই এই সূত্রটি গুনগুন করছেন শুনে গুরুদেব বললেন, "হ্যাঁ, এই পথ, কিন্তু মাত্র এইটিতেই কি পূর্ণ কল্যাণ?"

২৭। গুরুদেব বললেন, "শীত যখন এসে পড়ে তখন বুঝতে পারি ঝাউ আর দেওদার কেন সব শেষে তাদের পাতা ঝরায়।"

১। ৎস-লুর অপর নাম।

২। সর্ব-প্রাচীন চীনা কাব্য সংগ্রহ 'শ্রচিং' দ্রষ্টব্য। প্রথম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৮ নং কবিতা।

২৮। গুরুদেব বললেন, "যিনি জ্ঞানী তাঁর মনে সন্দেহ থাকে না, যিনি ধার্মিক তাঁর মনে উৎকণ্ঠা থাকে না, যিনি সাহসী তার মনে ভয় থাকে না।"

২৯। গুরুদেব বললেন, "এমন লোক আছেন যাঁর সঙ্গে একত্র অধ্যয়ন করা সম্ভব কিন্তু একত্র লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। আবার লক্ষ্যের দিকে একত্র হয়তো যাওয়া গেল, কিন্তু সিদ্ধান্তে হয় তো এক হওয়া গেল না। আবার সিদ্ধান্তে যদি বা মতৈক্য হলো, তবু পরিমাপে মিল হলো না।"

৩০। বদরী ফুল[১] থরথর কেঁপে চলেছে,
আমি তো তোমার কথাই ভাবছি
কিন্তু তোমার বাড়ি যে বহুদূর।"[২]

গুরুদেব বললেন, "মোটেই ওর কথা ভাবছে না, তাই যদি হবে তবে বহুদূর হয় কি করে?"

১। Prunus Japonica.

২। পুরাকালের এই কবিতাটি 'শ্রচিং'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

দশম স্কন্ধ

১। খুং-ৎস তাঁর গ্রামে সরল ও সাধারণ ভাবে থাকতেন, যেন কথাটি কইতে পারেন না। পূর্বপুরুষদের মন্দিরে অথবা সম্রাটের দরবারে তিনি অতি সূক্ষ্ম আলাপ করতেন, কিন্তু সাবধানে।

২। দরবারে নিম্নস্তরের মন্ত্রীদের সঙ্গে তিনি খোলাখুলি ভাবে কথা বলতেন, উচ্চস্তরের মন্ত্রীদের সঙ্গে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে আলাপ করতেন। সম্রাটের উপস্থিতিতে তিনি শ্রদ্ধা হেতু অসোয়াস্তি বোধ করতেন, কিন্তু গম্ভীর ভাবে থাকতেন।

৩। সম্রাট যখন অতিথি-পরিচর্যার কাজে তাঁকে ডেকে পাঠালেন তখন তাঁর মুখের ভাবে হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলো, পা দুটি যেন হেলে পড়লো। তাঁর বামে ও দক্ষিণে যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের নমস্কার করে, নিজের জোব্বার ঝুল সামনে পিছনে সমান রেখে, কনুই দুটি পাখির ডানার মতন উঠিয়ে তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন। অতিথি বিদায় হলে তিনি সম্রাটকে জানাতেন, "অতিথি আর ফিরে চাইছেন না।"

৪। প্রাসাদের প্রথম ফটক দিয়ে প্রবেশের সময় তিনি শরীর নত করে প্রবেশ করতেন যেন প্রবেশ দ্বার যথেষ্ট উঁচু নয়। ফটকের মাঝখানে তিনি দাঁড়াতেন না, দেহলি মাড়াতেন না। সিংহাসনের সামনে দিয়ে চলে যাবার সময় তাঁর মুখের ভাবের হঠাৎ পরিবর্তন ঘটতো, পা দুটি যেন হেলে পড়তো, তখন নিশ্বাস রোধ করে যেন তিনি কথা কইতেন। দরবার কক্ষে প্রবেশের সময় তিনি কাপড় তুলে ধরতেন, শরীর নত করতেন, এমন ভাবে শ্বাস রোধ করতেন যে মনে হতো তাঁর নিশ্বাস ফেলবার যেন সাহসই নেই। বাইরে নেমে আসার সময়, সিঁড়ির প্রথম ধাপে নামতেই তাঁর মুখের উৎকণ্ঠার ভাব চলে যেতো আর তার স্থানে দেখা দিতো একটি

নিশ্চিন্তের আভাস। সিঁড়ির নীচে নেমে কনুই দুটি পাখির ডানার মতন উঠিয়ে তিনি দ্রুত নিজের জায়গায় ফিরে যেতেন, আবার প্রকাশ পেতো শ্রদ্ধা হেতু অসোয়াস্তির ভাব।

৫। রাজদণ্ড হাতে এগোবার সময় তাঁর শরীর ঝুঁকে পড়তো, যেন কতো ভারী জিনিষই না তিনি বহন করছেন। কোমর হেলিয়ে নমস্কার করতে যতটা উঁচুতে ধরা দরকার তার বেশী উঁচুতে তিনি হাত দুটি ধরতেন না, আবার কাউকে কিছু দিতে হলে যতটা নীচুতে ধরা দরকার তার বেশী নীচুতেও নয়। মুখে ভয়ের ভাব ফুটে উঠতো, মাটিতে পা টেনে টেনে হাঁটতেন যেন কিসে বাধা পাচ্ছেন। সম্রাটের উপহারগুলি এগিয়ে দেবার সময় তাঁর মুখে ভাবের কোনও বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পেতো না। সম্রাটের সঙ্গে নিজে যখন তিনি সাক্ষাৎ করতেন তখন তাঁকে খুবই প্রফুল্ল দেখাতো।

৬। ভদ্রলোক[১] পোষাকের উপর লালচে বেগুনী রঙের কোনও অলঙ্কার ব্যবহার করতেন না। ভিতরের জামা-কাপড়েও তিনি লাল রং পরিহার করে চলতেন। গ্রীষ্মকালে তিনি পাতলা বা মোটা পিরান গায়ে দিতেন কিন্তু ভিতরে আর একটি বেনিয়ান থাকতো। ভেড়ার লোমের জামার উপর তিনি কালো কাপড় পরতেন, হরিণের লোমের উপর পরতেন সাদা, শৃগালের লোমের উপর পরতেন হলুদ। তাঁর ভিতরকার লোমের জামা ছিল লম্বা এবং ডান হাতার ঝুল ছিল ছোট। রাতে বিছানায় যে জামাটি পরে তিনি নিদ্রা দিতেন সেটিতে শরীরের অর্দ্ধেক ঢাকা পড়তো। নিজের বাড়িতে তিনি শৃগাল বা ভামের লোমের তৈরী মোটা জামা পরতেন। অশৌচান্তে তিনি কোমরবন্দে যাবতীয় অলঙ্কার ব্যবহার করতেন। দরবারের পোষাক ভিন্ন অন্যান্য কাপড় তৈরীর সময় তিনি কম কাপড় ব্যবহার করতেন। শোক-প্রকাশ করতে যাবার সময় তিনি ভেড়ার লোমের তৈরী জামা

১। খুং-ৎস।

বা কাল রং-এর টুপি পরতেন না। মাসের প্রথমদিন তিনি দরবারী পোষাকে সজ্জিত হয়ে দরবারে উপস্থিত হতেন।

৭। উপবাসের সময় তিনি ধবধবে সূতীর কাপড় পরা প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন, নিজের খাবারের অদল-বদল করতেন, এবং ঘরের যেখানে তিনি আসন নিতে অভ্যস্ত সেই স্থানটি ছেড়ে অন্য জায়গায় বসার ব্যবস্থা করতেন।

৮। পরিষ্কার চালের ভাত খেতে তাঁর আপত্তি ছিল না, কুচি কুচি মাংস খুব সূক্ষ্ম হলেও তাঁর আপত্তি হতো না। টকে যাওয়া ভাত, বাসি মাছ আর পচা মাংস, এইসব তিনি মুখে দিতেন না। যে খাবার রং বদলেছে, দুর্গন্ধ, অপক্ক বা সময়োচিত নয় তা তিনি খেতেন না। যে মাংস সঠিকভাবে কর্তন করা হয়নি বা যে মাংসে দরকারী জারক রস দেওয়া হয়নি সে মাংস তিনি খেতেন না। যথেষ্ট মাংস থাকা সত্ত্বেও যতখানি ভাত নেবেন সেই অনুপাতে তিনি মাংস নিতেন, তবে সুরার বেলায় তাঁর কোনও পরিমাণ ছিল না, তবু সুরা পান করে তিনি সম্বিৎ হারাতেন না। হাটে কেনা সুরা বা শুকনো মাংস তিনি পরিহার করে চলতেন। খাবার সময় আদা না হলে তাঁর চলতো না। তিনি বেশী খেতেন না। রাজবাড়ির বলির মাংস তিনি সেইদিনই ব্যবহার করে ফেলতেন, আর নিজের বাড়িতে যে বলি হতো তার মাংস তিন দিনের বেশী রাখতেন না। যদি তিন দিনের বেশী রাখা হতো তবে তা আর খাওয়া হতো না। খাবার সময় তিনি কথা কইতেন না, বিছানায় শুয়ে তিনি কথা কইতেন না। যদি কেবল মোটা চাল আর সব্জীর ঝোলও হয় তবু তাই তিনি ভক্তিভরে উৎসর্গ করতেন।

৯। আসন যদি ঠিকভাবে পাতা না থাকতো তো তার উপর তিনি বসতেন না।

১০। গ্রামে সবাই যখন সুরাপানে মত্ত তখন যাঁরা লাঠি হাতে হাঁটেন তাঁরা চলে গেলেই উনিও তাঁদের পরে উঠে পড়তেন। গ্রামের লোকেরা বাড়ির মধ্যে যখন ভূতপ্রেত তাড়াবার ব্যবস্থা করতো তখন

উনি দরবারী পোষাকে পূব দিকের ফটকে যাবার সিঁড়ির উপর গিয়ে দাঁড়াতেন।

১১। অন্য রাজ্যে খবর নিতে পাঠাবার সময় তিনি দু'বার নমস্কার করতেন আর পত্রবাহককে সঙ্গে করে এগিয়ে দিতেন। খাং তাঁকে ঔষধ উপহার পাঠালে তিনি নমস্কার করে তা গ্রহণ করে বললেন, "এই ঔষধ আমার অজানা, এইটি খাবার সাহস আমার নেই।"

১২। আড়গড়া ভস্মসাৎ হলে দরবার থেকে ফিরে এসে উনি জিগেস করলেন, "কোনও লোক জখম হয়নি তো ?" ঘোড়ার খবর মোটেই নিলেন না।

১৩। রাজা তাঁকে মাংসের খাবার উপহার পাঠালে তিনি নিজের আসনটি ঠিক মতন পেতে সেই খাবার প্রথমে একটু মুখে দিতেন। রাজা যখন টাটকা মাংস পাঠাতেন তখন তিনি সেটিকে রান্না করে উৎসর্গ করতেন। যদি জীবন্ত জন্তু পাঠাতেন তো তিনি সেটিকে পুষতেন। যখন রাজার সঙ্গে তিনি আহারে বসতেন তখন রাজা কেবলমাত্র উৎসর্গ করতেন, প্রথমে চেখে দেখতেন উনি নিজে। অসুস্থ অবস্থায় রাজা যদি তাঁকে দেখতে আসতেন তখন তিনি পূব দিকে মাথা করে শুতেন, তাঁর দরবারী পোষাক দিয়ে শরীর ঢেকে তার উপর তাঁর কোমরবন্দ পেতে দেওয়া হতো। রাজার আহ্বান এলে তিনি গাড়ি যোতার অপেক্ষা করতেন না, তৎক্ষণাৎ রওনা হতেন।

১৪। মহামন্দিরে প্রবেশের পর তিনি খুঁটিনাটি সব কিছু সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন।

১৫। যে-বন্ধু আশ্রয়হীন, আপনার বলতে যার কেউ নেই, সে মৃত হলে উনি বলতেন, "শেষকৃত্য আমিই করবো।" বন্ধু যদি গাড়ি-ঘোড়াও উপহার দিতেন তবু উনি নমস্কার করতেন না, কেবল মাত্র উৎসর্গীকৃত মাংস উপহার পেলে নমস্কার করতেন।

১৬। বিছানায় তিনি মৃতের ন্যায় শুয়ে থাকতেন না, আর

নিজের বাড়িতে তিনি অতি ভদ্র ভাব করতেন না। অশৌচের পোষাকে নিজের পরিচিত কাউকে দেখলেও তাঁর ভাবের পরিবর্ত্তন হতো। নিজে সাধারণ কাপড়ে থাকলেও উনি যদি কাউকে পোষাকী টুপিতে দেখতেন বা অন্ধের সম্মুখীন হতেন তবে ওঁর মুখ শ্রদ্ধায় গম্ভীর হয়ে উঠতো। অশৌচকারীকে দেখলে তিনি গাড়ির হাতলের উপর ঝুঁকে নমস্কার করতেন, জনসংখ্যার হিসাব নিয়ে যে যাচ্ছে তাকে দেখলেও উনি তাই করতেন। সামনে প্রচুর খাদ্যসম্ভার ধরে দিলে তাঁর ভাব বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পেতো ও উনি উঠে যেতেন। হঠাৎ বজ্রপাত বা তুরন্ত ঝড়েও তাঁর ভাবের পরিবর্ত্তন হতো।

১৭। গাড়িতে ওঠার সময় তিনি রজ্জু ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। গাড়ির মধ্যে তিনি মাথা ঘুরিয়ে দেখতেন না, দ্রুত কথা কইতেন না, বা আঙ্গুল দেখাতেন না।

১৮। মানুষের মুখ দেখেই সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেলো, তারপর ঘুরে ঘুরে উড়ে আবার বসলো। গুরুদেব বললেন, "পাহাড়ের উপর বনমুর্গী, ঠিক সময়েই এসেছে, ঠিক সময়েই এসেছে।" ৎস-লু ওর দিকে এগিয়ে গেলে সে তিনবার আঘ্রাণ নিয়ে উড়ে গেলো।

একাদশ স্কন্ধ

১। গুরুদেব বললেন, "আমাদের পূর্বপুরুষদের আচার এবং সঙ্গীতের জ্ঞান ছিল অতি সামান্য, এই রকম বলা হয়ে থাকে, আর আজকালকার লোকেরা নাকি এই দুই বিষয়ে অতি ভদ্র। আমার নিজের যখন ওই দুটি বিষয় ব্যবহার করতে হয় তখন আমি পূর্বপুরুষদের পন্থাই অবলম্বন করে চলি।"

২। গুরুদেব বললেন, "ছেন বা ৎসাই রাজ্যে যারা আমার সঙ্গে ছিল তারা আর আমার দরজায় ভিড় করে নেই। ইয়েন-ইউয়ান, মিন ৎস-ছিয়েন, রান পো-নিউ আর চুং-কুং, এঁদের ছিল মহত্ত্ব ও কর্মনিষ্ঠা, ৎসাই-ও আর ৎস-কুং ছিলেন বক্তা, রাজকার্য্যের জন্য ছিলেন রান-ইঔ আর চি-লু, ৎস-ইউ আর ৎস-সিয়া ছিলেন সংস্কৃতির বাহক।"

৩। গুরুদেব বললেন, "হুই[১]-এর কাছে আমি কোনও সাহায্য পাই না, আমি যা কিছু বলি তাতেই তার আনন্দ।"

৪। গুরুদেব বললেন, "মিন ৎস-ছিয়েনের পিতামাতার প্রতি ভক্তি অসামান্য! তার বিষয় তার পিতামাতা ও ভাইরা যা বলেন অন্য লোকে সেখানে কোনও খুঁত খুঁজে পায় না।"

৫। নান-ইউং প্রতিদিন তিনবার করে 'সাদা পাথরের রাজদণ্ড'[২]

১। শিষ্য ইয়েন-ইউয়ান।

২। 'শু-চিং'। তৃতীয় খণ্ড: তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ২নং কবিতা দ্রষ্টব্য। ছত্রটি হচ্ছে:

"সাদা পাথরের রাজদণ্ডে দাগ ঘষলে চলে যায়
কথার মধ্যে দোষ হলে আর কিছু করার থাকেনা।"

কবিতাটি আবৃত্তি করে। খুং-ৎস তাঁর বড় ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে ওর বিবাহ দেন।

৬। চি-খাং প্রশ্ন করলেন যে ওঁর শিষ্যদের মধ্যে কে বিদ্যানুরাগী। খুং-ৎস উত্তর করলেন, "ইয়েন-হুই, সে ছিল বিদ্যানুরাগী। দুঃখের বিষয় তার সময় ছিল অল্প, সে মারা গেল। এখন আর কেউ নেই।"

৭। ইয়েন-ইউয়ানের মৃত্যু হলে ইয়েন-লু[১] গুরুদেবের কাছে তাঁর গাড়ীটি ভিক্ষা করেন যা বেচে তিনি ছেলের জন্য একটি বহিঃশবাধার তৈরী করাতে পারেন। গুরুদেব বললেন, "গুণ থাকুক বা নাই থাকুক প্রত্যেকে নিজের ছেলেকে নিজের বলেই ডাকে। লির[২] যখন মৃত্যু হলো তার একটি শবাধারই ছিল, বহিঃশবাধার ছিল না। বহিঃশবাধার প্রস্তুত করাতে গিয়ে আমি পায়ে হাঁটতে রাজী নই। বড় বড় মন্ত্রীদের পশ্চাতে আমি গিয়েছি তাই পায়ে হেঁটে যাওয়াটা এখন আমার পক্ষে শোভা পায় না।"

৮। ইয়েন-ইউয়ানের মৃত্যু হলে গুরুদেব বললেন, "হায়, হায়, স্বর্গ আমায় ধ্বংস করলো! স্বর্গ আমায় ধ্বংস করলো!"

৯। ইয়েন-ইউয়ানের মৃত্যুতে গুরুদেব কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, সঙ্গে যে-শিষ্যরা ছিলেন তাঁরা বললেন, "গুরুদেব আপনি বড় বেশী শোক প্রকাশ করছেন।" গুরুদেব বললেন, "খুব বেশী শোক? এই মানুষটির জন্যও যদি গভীর শোক না পাই তবে কার জন্যে পাবো?"

১০। ইয়েন-ইউয়ানের মৃত্যু হলে শিষ্যরা খুব ধুম করে তাঁর কবর দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গুরুদেব বললেন, "সেটা উচিত হবে না।" শিষ্যরা তবু খুব ঘটা করে তাঁর কবর দিলেন। গুরুদেব বললেন, "হুই আমাকে তার পিতার তুল্য জ্ঞান করতো, আমিই তার

১। ইয়েন-ইউয়ানের পিতা।

২। খুং-ৎসর পুত্র।

সঙ্গে নিজের ছেলের মতন ব্যবহার করিনি। সে দোষ আমার নয়। সে দোষ আমার যারা শিষ্য তাদের।"

১১। চি-লু[1] মৃত আত্মার জন্য কিভাবে কাজ করতে হয় প্রশ্ন করলে গুরুদেব বললেন, "জীবিত মানুষের কাজেই যদি তুমি না লাগো তবে আত্মার কাজে লাগবে কি করে?" মৃত্যুর বিষয় প্রশ্ন করলে গুরুদেব বললেন, "প্রাণকেই যখন জানলে না মৃত্যুকে আর জানবে কি করে?"

১২। শিষ্য মিন বিনয়নম্র হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, ৎস-লুর মুখে ছিল বীরত্বব্যঞ্জক ভাব, রান-ইঔ আর ৎস-কুং এর ছিল একটি সহজ উদারভাব। গুরুদেব খুব খুশী হয়ে উঠে বললেন, "ওই যে ইউ[2] ওর সহজ মৃত্যু হবে না।"

১৩। লু রাজ্যের কেউ কেউ দীর্ঘ কোষাগারটি ভেঙ্গে নতুন করে তৈরী করছে। মিন ৎস-ছিয়েন বললেন, "পুরোনো বাড়িটাই মেরামত করে নিলে কি চলতো না? ভেঙ্গে নতুন করার কি প্রয়োজন?" গুরুদেব বললেন, "এই লোকটি কথা বলে কম, কিন্তু যখন বলে তখন তা একেবারে আপ্তবাক্য।"

১৪। গুরুদেব বললেন, "আমার দরজার কাছে ইউ[2]-এর সং[3] কেন বাজবে?" শিষ্যরা যখন ৎস-লুকে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করলো তখন গুরুদেব বললেন, "ইউ দরবার কক্ষে প্রবেশ করেছে, এখনও অন্তপুরে প্রবেশ করেনি।"

১৫। ৎস-কুং প্রশ্ন করলেন, "শ্র[4] আর শাং[5]-এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ

১। এঁর অপর নাম ৎস-লু।

২। ৎস-লু।

৩। তারের বাদ্যযন্ত্র।

৪। শিষ্য ৎস-চাং।

৫। শিষ্য ৎস-সিয়া।

কে ?” গুরুদেব বললেন, “শ্র যায় ছাড়িয়ে আর শাং পৌঁছতে পারে না।” “তবে তো শ্রকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়।” গুরুদেব বললেন, “ছাড়িয়ে যাওয়া না-পৌঁছতে পারার মতই দোষের।”

১৬। চি পরিবারের কর্ত্তা চৌ-নবাবের চেয়েও ধনী হয়ে উঠেছে, তবু ছিউ[১] তার হয়ে কর আদায় ক'রে তাঁর ধন সম্ভার বাড়াচ্ছে। গুরুদেব বললেন, “ও আমার শিষ্য নয়, ঢাক পিটিয়ে ওকে আক্রমণ কর।”

১৭। ছায়[২] হচ্ছে সরল প্রকৃতির, শান[৩] হচ্ছে বোকা, শ্র[৪] হচ্ছে স্পষ্ট, আর ইউ[৫] হচ্ছে রুক্ষ।

১৮। গুরুদেব বললেন, “ওই যে হুই ও প্রায় বোধিলাভ করেছে, প্রায়ই সে অভাবের মধ্যে দিন কাটায়। ৎস[৬] ভাগ্য মানে না, নিজের ধন নিজেই বাড়িয়ে চলেছে, তবু তার মতামত প্রায়শই ঠিক হয়।”

১৯। ৎস-চাং প্রশ্ন করলেন যে মহৎ লোকের পথটি কি ? গুরুদেব বললেন, “সে অন্যের পায়ে পায়ে যায় না আর অন্তপুরে প্রবেশ করে না।”

২০। গুরুদেব বললেন, “কারুর আলাপের গুরুত্ব দেখেই কি তাকে মহৎ বলা যায়, সে ভদ্র হতেও পারে আবার মহত্বের ভাণও করতে পারে।”

২১। ৎস-লু প্রশ্ন করলেন যে যা শুনবো তা কি তৎক্ষণাৎ

১। শিষ্য য়ান-ইঊ।

২। শিষ্য কাও-ছায়।

৩। শিষ্য ৎসং-ৎস।

৪। শিষ্য ৎস-চাং।

৫। শিষ্য ৎস-লু।

৬। শিষ্য ৎস-কুং।

করবো ? গুরুদেব বললেন "তোমার বাবা-দাদারা রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই যা শুনবে তৎক্ষণাৎ তা কেন করবে।" রান-ইঔ ওই একই প্রশ্ন করাতে গুরুদেব বললেন, "যা শুনবে তৎক্ষণাৎ তাই করবে।" কুং-শী হুয়া বললেন, "ইউ[১] যা শুনবে তৎক্ষণাৎ তাই করবে কি না প্রশ্ন করাতে আপনি তাকে বাবা-দাদাদের পরামর্শ নিতে বললেন। ছিউ[২] যা শুনবে তৎক্ষণাৎ তাই করবে কিনা প্রশ্ন করাতে আপনি বললেন যা শুনবে তৎক্ষণাৎ তাই করবে। আমার মনে সন্দেহ জাগছে তাই সাহস করে আপনাকে বুঝিয়ে দিতে বলছি।" গুরুদেব বললেন, "ছিউ পিছিয়ে থাকে তাই তাকে এগোতে বললুম, ইউ দুজনের মতন শক্তি ধরে তাই তাকে পিছিয়ে দিলুম।"

২২। গুরুদেব খুয়াং রাজ্যে এসে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন আর ইয়েন-ইউয়ান পিছিয়ে পড়লেন। গুরুদেব বললেন, "আমি ভেবে-ছিলুম তুমি মারা পড়েছো!" তিনি উত্তর দিলেন, "আপনি জীবিত থাকতে হুই[৩] কোন সাহসে মারা যাবে।"

২৩। চি-ৎস রান[৪] প্রশ্ন করলেন যে চুং-ইউ[৫] আর রান-ছিউ[৬] কে মহামন্ত্রী বলা চলে কিনা। গুরুদেব বললেন, "আমি ভেবেছিলুম তুমি আশ্চর্য কিছু প্রশ্ন করবে তা না তুমি ইউ আর ছিউ এর বিষয় কথা তুললে। সেই হচ্ছে মহামন্ত্রী যে সত্য পথে থেকে রাজসেবা করে, আর যখন পারে না তখন অবসর গ্রহণ করে। ইউ আর ছিউ, এরা তো সাধারণ মন্ত্রী।" "তাহলে প্রভুর কথা ওরা নিশ্চয়ই মেনে

১। শিষ্য ৎস-লু।

২। শিষ্য রান-ইঔ।

৩। শিষ্য ইয়েন-ইউয়ান।

৪। চি পরিবারের কর্ত্তা চি-হুয়ানের ছোট ভাই

৫। শিষ্য ৎস-লু।

৬। শিষ্য রান-ইঔ।

চলবে ?" গুরুদেব বললেন, "পিতৃহত্যা বা রাজহত্যার ব্যাপারে ওরা প্রভুর কথা মানবে না।"

২৪। ৎস-লু, ৎস-কাওকে পি-এলাকার রাজ্যপাল করিয়ে দিলেন। গুরুদেব বললেন, "তুমি একজনের ছেলের ক্ষতি করছো।" ৎস-লু বললেন, "মানুষও রয়েছে আবার শস্য দেবতারাও রয়েছেন। আগে বই পড়লে তবেই বিদ্বান্ বলে পরিচিত হওয়া যাবে তাই বা কেন ?" গুরুদেব বললেন, "এইজন্যই বাক্‌পটু লোকদের আমি ঘৃণা করি।"

২৫। ৎস-লু, ৎসং-সী,[১] রান-ইউ ও কুং-শী হুয়া বসে ছিলেন। গুরুদেব বললেন, "আমি তোমাদের থেকে দু একদিনের বড় হতে পারি কিন্তু সেই নিয়ে চিন্তা ক'রো না ; তোমরা প্রত্যহই ভাবছো 'আমাদের কেউ চিনলো না।' যদি তোমাদের নামই হয় তাহলে কি করবে ?"

ৎস-লু তাড়াতাড়ি বললেন, "দশ হাজার রথের দেশ অন্য দুই বিরাট দেশের মধ্যে পড়ে যদি ধ্বংস হ'তে বসে, যদি সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যদি দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়, সেই রকম দেশেরও পরিচালনা ভার যদি আমি পাই তবে তিন বছরের মধ্যে সেই রাজ্যের লোকদের আমি সাহসী করে তুলবো, তারা তাদের লক্ষ্য ফিরে পাবে।" গুরুদেব মৃদু হাস্য করলেন।

"ছিউ[২] তুমি কি করবে ?"

"ষাট সত্তর লি[৩] বা পঞ্চাশ ষাট লি লম্বা দেশের পরিচালনা ভার আমি যদি পাই তবে তিন বছরের মধ্যে আমি সে-দেশের লোকের মধ্যে প্রাচুর্য্য আনিয়ে দেবো। তবে শিষ্টাচার, সঙ্গীত এই সব শেখবার জন্য তাদের ভদ্রসন্তানের আবির্ভাব অপেক্ষা করতে হবে।"

১। শিষ্য ৎসং-ৎসর পিতা।

২। শিষ্য রান-ইউ।

৩। মাইলের $\frac{1}{3}$ ভাগ।

"তোমার কি ইচ্ছা ছু[১] ?"

"এই সব বিষয়ে আমার কোনও দক্ষতা আছে এ আমি বলতে পারি না, তবে শেখবার ইচ্ছা আছে। পূর্বপুরুষের মন্দিরে কিংবা সম্রাটের সঙ্গে রাজাদের সাক্ষাৎকারের সময় কালো জোব্বা আর টুপি মাথায় দিয়ে ক্ষুদ্র কোনও কাজ করতে পারলেই আমি খুশী।"

"তিয়েন[২] তোমার ইচ্ছা কি ?"

তিয়েন তাঁর তারের যন্ত্রটি বাজাতে বাজাতে থামলেন, যন্ত্রটি তখনও রণিত হচ্ছে, যন্ত্রটি সরিয়ে রেখে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই তিনজনের থেকে আমার ইচ্ছা ভিন্ন রকমের!" গুরুদেব বললেন, "তাতে কি দোষ, প্রত্যেকেই তো মনের কথা খুলে বলেছে।"

"বসন্তকালের এই শেষ সময়ে, সময়োচিত পোষাকে সজ্জিত হয়ে পাঁচ ছয় জন বড় ছেলে আর ছয় সাত জন ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আমি ই নদীতে গা ধুতে যাবো, বৃষ্টি-বেদীর উপর হাওয়া খেয়ে গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরবো।"

গুরুদেব দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, "আমি তিয়েনের ইচ্ছাই অনুমোদন করি।" অন্য তিনজনে উঠে গেলে ৎসং-সী পিছনে থেকে গেলেন। উনি প্রশ্ন করলেন, "এই তিনজন যা বললেন সে বিষয় আপনার মত কি ?" গুরুদেব বললেন, "ওরা নিজেদের মনের কথাই বলেছে।"

"আপনি ইউ[৩]-এর কথা শুনে কেন মৃদু হাসলেন ?"

গুরুদেব বললেন, "রাজ্য পরিচালনার জন্য ভদ্রতার প্রয়োজন, ওর কথার মধ্যে সেইটির অভাব ছিল সেই কারণে আমি হেসেছিলেম।"

"আচ্ছা ছিউ কি নিজের জন্য একটি রাজ্যের কথাই বলছিলো না ?"

১। শিষ্য কুং-শী হুয়া।

২। শিষ্য ৎসং-সী।

৩। শিষ্য ৎস-লু।

"যে এলাকা ষাট সত্তর বা পঞ্চাশ ষাট লি লম্বা সে এলাকা রাজ্য নয় এ রকম কোথাও দেখেছো ?"

"আর ছ্রও তো নিজের জন্য একটি রাজ্যের কথাই বললো না ?"

"বড় বড় রাজারাজড়া ছাড়া পূর্বপুরুষদের মন্দিরে বা সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় আর কেই বা থাকে ? সেখানে ছ্র যদি ক্ষুদ্র কোনও কাজ করে তবে বৃহৎ কাজটি কার দ্বারা সম্পাদিত হবে ?"

দ্বাদশ স্কন্ধ

১। ইয়েন-ইউয়ান প্রশ্ন করলেন, "ধর্ম কি ?" গুরুদেব বললেন, "স্বার্থের দমন করে সদাচারে ফিরে আসাই হচ্ছে ধর্ম। একদিনের জন্যও যদি স্বার্থ দমন করে সদাচারে মতি ফিরে আসে তবেই আকাশের নীচে ধর্মের রাজত্ব আবার দেখা দেবে। ধর্মের উৎপত্তি কি নিজের ভিতরে না কি অন্যের কাছে ?"

ইয়েন-ইউয়ান বললেন, "দয়া করে এর নিদর্শন কি আমাকে বলুন।" গুরুদেব বললেন, "সদাচারের বিপরীত লক্ষ্য করো না, সদাচারের বিপরীত শ্রবণ করো না, সদাচারের বিপরীত কথা বলো না, সদাচারের বিপরীত কাজ করো না।" ইয়েন-ইউয়ান বললেন, "যদিচ আমি বুদ্ধিমান নই তবু এই উপদেশ অনুযায়ী আমি নিজেকে পরিচালনা করবো।"

২। চুং-কুং প্রশ্ন করলেন, "ধর্ম কি ?" গুরুদেব বললেন, "বিদেশে গিয়ে মহামান্য অতিথির সঙ্গে দেখা হয়েছে এই রকম ব্যবহার করবে; মানুষকে কাজে লাগাবে যেন এক বিরাট যজ্ঞে তুমি অংশ গ্রহণ করছো, নিজের উপর যা প্রযোজ্য নয় অন্যের উপর সেইটি আরোপ করো না; দেশের মধ্যে তোমার বিরুদ্ধে কোনও কথা যেন শোনা না যায়, তোমার পরিবারের মধ্যেও তোমার বিরুদ্ধে কোনও কথা যেন শোনা না যায়।" চুং-কুং বললেন, "যদিও আমি বুদ্ধিমান নই তবু এই উপদেশ অনুযায়ী আমি নিজেকে পরিচালনা করবো।"

৩। স-মা নিউ[১] প্রশ্ন করলেন, "ধর্ম কি ?" গুরুদেব বললেন, "যিনি ধার্মিক তিনি সাবধান হয়ে কথা বলেন।"

১। শিষ্য ৎস-নিউ।

"সাবধান হয়ে কথা বলা! সেই কি তবে ধর্ম?" গুরুদেব বললেন, "যে কাজ সম্পাদন করা কঠিন সে বিষয় সাবধানে কথা না বললেই নয়।"

৪। স-মা নিউ প্রশ্ন করলেন, "ভদ্র মানুষ বলতে কি বোঝায়?" গুরুদেব বললেন, "যিনি ভদ্র তিনি উৎকণ্ঠিত হন না, ভয় পান না।"

"উৎকণ্ঠিত না হওয়া! ভয় না পাওয়া! এই কি তবে ভদ্র মানুষের লক্ষণ?" গুরুদেব বললেন, "পরীক্ষা করে যদি দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি পাওয়া না যায় তবে উৎকণ্ঠা বা ভয়ের কারণ কি থাকতে পারে?"

৫। স-মা নিউ উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, "সকলেরই ভাই আছে শুধু আমারই নেই।" ৎস-সিয়া বললেন, "আমি শুনেছি যে জন্ম-মৃত্যু নিয়তি নির্দিষ্ট। যিনি ভদ্র তাঁর নিজের ব্যবহারে শ্রদ্ধার যেন অভাব না ঘটে, অপরের প্রতি তিনি সম্মান দেখাবেন এবং নিজে হবেন নিষ্ঠাচারী। এই চার সমুদ্রের মধ্যে সবাই তো তাঁর ভাই, তবে আর ভাই নেই বলে দুঃখ কেন?"

৬। ৎস-চাং প্রশ্ন করলেন, "অন্তর্দৃষ্টি কি?" গুরুদেব বললেন, "যে কুৎসা মনের মধ্যে ক্রমে থিতিয়ে বসে, যে কথা মনে হয় শরীরে বিঁধে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, এ সব কিছুই যে উপেক্ষা করতে সক্ষম, তারই আছে অন্তর্দৃষ্টি। হ্যাঁ, ঠিকই! মনের মধ্যে থিতিয়ে পড়া কুৎসা, শরীরে বিঁধে ক্ষত সৃষ্টি করা কথা, এ সবই যে উপেক্ষা করতে পারে, তারই আছে দূরদৃষ্টি।"

৭। ৎস-কুং প্রশ্ন করলেন, "রাজ্য পরিচালনা বলতে কি বোঝায়?" গুরুদেব বললেন, "যথেষ্ট খাদ্য, যথেষ্ট রণসম্ভার, এবং বিশ্বাসী জনমণ্ডলী।"

ৎস-কুং বললেন, "একটিকে যদি এর ভিতর থেকে বাধ্য হয়ে বাদ দিতে হয় তবে তিনটির মধ্যে কোনটি ছাড়া যায়?

গুরুদেব বললেন, "রণসম্ভার।"

ৎস-কুং বললেন, "একটিকে যদি আবার বাধ্য হয়ে বাদ দিতে হয় তবে দুটির মধ্যে কোনটি ছাড়া যায় ?"

গুরুদেব বললেন, "খাদ্য বাদ দাও। পুরাকাল থেকেই মানুষের মৃত্যু হচ্ছে কিন্তু বিশ্বাস ব্যতীত মানুষ খাড়া থাকতেই পারে না।"

৮। চি ৎস-ছং[১] বললেন, "ভদ্র মানুষের কাছে তার নিজস্ব স্বভাবটুকু পেলেই যথেষ্ট হলো তার উপর বাইরের ভব্যতার অলঙ্কারের কি প্রয়োজন ?"

ৎস-কুং বললেন, "হায় ! মহাশয়, আপনার কথা শুনে বুঝছি আপনি সজ্জন ! কিন্তু চার ঘোড়ার রথ ও জিহ্বাকে ছুটে ধরতে অক্ষম ! অলঙ্কারই স্বভাব, আবার স্বভাবই অলঙ্কার। বাঘ বা চিতার লোম-ছাড়ানো চামড়া কুকুর ভেড়ার লোম-ছাড়ানো চামড়ারই সমান।"

রাজা আয় প্রশ্ন করলেন ইঔ-রোকে[২], "এবার দুর্বৎসর, খরচের টাকা নেই, এখন উপায় কি ?" ইঔ-রো উত্তর দিলেন, "ভাগে চাষ করেন না কেন ?" রাজা বললেন, "দু ভাগেই আমার কম পড়ে, একভাগে আর কি হবে ?" ইঔ-রো বললেন, "জনসাধারণের যখন প্রচুর আছে তখন রাজার কম থাকে কি করে ? আর জনসাধারণের যখন প্রচুর নেই তখন রাজারই বা প্রচুর থাকবে কি করে ?"

১০। ৎস-চাং প্রশ্ন করলেন যে কি করে মহত্ত্বকে উঠিয়ে ধরা যায় আর মায়ার স্বরূপটি চেনা যায়। গুরুদেব বললেন, "ভক্তি আর বিশ্বাসে অটল থেকে সত্যের দিকে এগিয়ে গেলেই মহত্ত্বকে তুলে ধরা হয়। যাকে ভালবাসি তার জীবন আমার চাই আবার যখন তাকে ঘৃণা করি তখন চাই তার মৃত্যু। একই সঙ্গে জীবন আর মৃত্যু দুইই চাই। এ সবই হচ্ছে মায়া।"

১। ওয়েই রাজ্যের একজন মন্ত্রী।

২। খুং ফু-ৎসর শিষ্য।

'ধনী হয়ে উঠতে তুমি পারবে না,
কেবল মাত্র একটি ভুলই করলে'[১]

১১। ছি রাজ্যের রাজা চিং রাজ্য পরিচালনা বিষয়ে খুং-ৎসকে প্রশ্ন করলেন।

খুং-ৎস বললেন, "রাজ্যে রাজা যখন রাজার মতন থাকেন, মন্ত্রী যখন মন্ত্রীর মতন থাকেন, পিতা যখন পিতার মতন থাকেন আর পুত্র যখন পুত্রের মতন থাকেন, রাজ্য পরিচালনা তখনই হচ্ছে বলা চলে।" রাজা বললেন, "ঠিক! রাজা যদি রাজার মতন না হয়, মন্ত্রী যদি মন্ত্রীর মতন না হয়, পিতা যদি পিতার মতন না হয় আর পুত্র যদি পুত্রের মতন না হয়, তবে শস্য থাকা সত্ত্বেও কি আমি খেতে পাবো?"

১২। গুরুদেব বললেন, "অর্ধেক কথায় মামলার নিষ্পত্তি, এ কেবল ইউ[২]-এর দ্বারাই সম্ভব।" ৎস-লু কথার খেলাপ কখনো করেন নি।

১৩। গুরুদেব বললেন, "মামলা শুনবার সময় আমার সঙ্গে অন্যের কোনও পার্থক্য নেই। যা দরকার সেটা হচ্ছে মামলা না করা।"

১৪। ৎস-চাং রাজ্য পরিচালনা বিষয় প্রশ্ন করলেন। গুরুদেব বললেন, "শ্রমকাতর না হয়ে মনের সামনে কাজটিকে রেখে একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করে যাওয়া।"

১৫। গুরুদেব বললেন, "গম্ভীরভাবে নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করে, ভদ্রতার নিয়মে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখে সত্যের পথে অবিচল থাকা যায়।"[৩]

১। 'শ্র-চিং' বা প্রাচীন চীনা কাব্যসংগ্রহ থেকে উদ্ধৃতি। ১৮৮নং কবিতা।

২। শিষ্য ৎস-লু।

৩। ষষ্ঠ স্কন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৬। গুরুদেব বললেন, "যিনি ভদ্র সন্তান তিনি মানুষের মধ্যে যা উত্তম তারই উন্নতি সাধন করেন, তার অধম দিকটির উন্নতি সাধন করেন না। ক্ষুদ্র মানুষে করে ঠিক এর উল্টোটি।"

১৭। চি-খাং রাজ্য-পরিচালনা বিষয়ে খুং-ৎসকে প্রশ্ন করলেন। খুং-ৎস বললেন, "দেশ পরিচালনা করা হচ্ছে সংশোধন করা। আপনি যদি ঠিক পথে ওদের নিয়ে যান তবে কার সাহস হবে নিজেকে সংশোধন না করা?"

১৮। চি-খাং ডাকাতের উপদ্রবে জ্বালাতন হয়ে খুং-ৎসর পরামর্শ চাইলেন। খুং-ৎস বললেন, "আপনি যদি নিজে নির্লোভ হন তবে পুরস্কার ঘোষণা করলেও কেউ চুরি করবে না।"

১৯। চি-খাং রাজ্য-পরিচালনা বিষয়ে খুং-ৎসকে প্রশ্ন করার সময় শুধোলেন, "ভালোর জন্য মন্দর হত্যা বিষয়ে আপনার মতামত কি? খুং-ৎস বললেন, "রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে আপনি হত্যার আশ্রয় কেন গ্রহণ করবেন? যা মহৎ সে দিকেই যদি আপনার ঝোঁক থাকে তবে জনসাধারণও মহৎ হয়ে উঠবে, রাজার চরিত্র হচ্ছে হাওয়া আর জনসাধারণের চরিত্র হচ্ছে ঘাস, ঘাসের উপর দিয়ে হাওয়া যখন বয়ে যায় তখন ঘাসকে মাথা নিচু করতেই হয়।"

২০। ৎস-চাং প্রশ্ন করলেন, "বিখ্যাত একজন পণ্ডিতের কি ধরনের হওয়া উচিত?" গুরুদেব বললেন, "বিখ্যাত বলতে তুমি কি বোঝ?" ৎস-চাং বললেন, "সমস্ত দেশে যাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে।" গুরুদেব বললেন, "সেটা হচ্ছে প্রসিদ্ধি, খ্যাতি নয়। যিনি সত্যই খ্যাতনামা তিনি দৃঢ়মতি, সরল, আর যা সত্য তাই তাঁর প্রিয়। তিনি মানুষের কথা পরীক্ষা করে দেখেন, তার মুখের ভাব লক্ষ্য করেন। অপরের কাছে নিজেকে নম্র করে রাখতে তিনি উন্মুখ। এই মানুষই দেশে এবং তার পরিবারবর্গের মধ্যে খ্যাতিলাভ করবে। যে প্রসিদ্ধি লাভ করে তার বাইরে একটা সৎভাব থাকলেও কাজে সে বিপরীত

অথচ মনে তার কোন দ্বিধা থাকে না। এই মানুষ দেশে এবং তার পরিবারবর্গের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করবে।"

২১। ফান-ছ্র বৃষ্টি-বেদীর নীচে গুরুদেবের সঙ্গে বেড়াবার সময় বললেন, "সাহস করে একটা প্রশ্ন করতে চাই, মহত্ত্বকে কি করে তুলে ধরা যায়, কু-অভ্যাসের সংশোধন কি ভাবে করা যায় আর মায়ার স্বরূপটি কি প্রকারে জানা যায়।" গুরুদেব বললেন, "উত্তম প্রশ্ন! আগে কাজ পরে লাভ তবেই না মহত্ত্বকে তুলে ধরা যায়? নিজের মধ্যে যে পাপ তার উপর আগে আঘাত হানো, অন্যের পাপের উপর নয়, তবেই না কু-অভ্যাসের সংশোধন হবে? এক দিনের রাগে নিজের এবং পরিবারবর্গের জীবন বিপন্ন করাটা কি মায়া নয়?"

২২। ফান-ছ্র প্রশ্ন করলেন, "ধর্ম কি?" গুরুদেব বললেন, "মানব-প্রেম।" "জ্ঞান কি?" গুরুদেব বললেন, "মানব-পরিচিতি।" ফান-ছ্র ঠিক বুঝতে পারলেন না। গুরুদেব বললেন, "যা সোজা সেটিকে তুলে ধর, যা বক্র তাকে সরিয়ে রাখো, তবেই বক্র সোজা হয়ে যাবে।"

ফান-ছ সরে এলেন, পরে ৎস-সিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়াতে বললেন, "একটু আগে আমাব সঙ্গে গুরুদেবের কথা হচ্ছিল, জ্ঞান কি প্রশ্ন করাতে তিনি বললেন, 'যা সোজা সেটিকে তুলে ধর, যা বক্র তাকে সরিয়ে রাখো, তবেই বক্র সোজা হয়ে যাবে।' তাঁর কথার অর্থ কি?" ৎস-সিয়া বললেন, "কি বিরাট কথা! শূন[১] যখন রাজত্ব করতেন তখন সবার মধ্য থেকে তিনি কাও-ইয়াওকে বেছে তুলে ধরেছিলেন, তখন অধার্মিকরা দূর হয়ে গিয়েছিল। থাং[২] যখন রাজত্ব করতেন তখন সবার মধ্য থেকে তিনি ই-ইনকে বেছে তুলে ধরেছিলেন, তখনও অধার্মিকরা দূর হয়ে গিয়েছিল।"

১। চীন দেশের বহু প্রাচীন যুগের একজন সম্রাট।

২। শাং অথবা ইন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

২৩। ৎস-কুং বন্ধুত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। গুরুদেব বললেন, "মনে বিশ্বাস রেখে তাকে বুঝিও, নিপুণভাবে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাও, যদি দেখ তা সম্ভব নয় তবে থেমে যাও। নিজেকে কলঙ্কিত করো না।"

২৪। ৎসং-ৎস বললেন, "ভদ্রলোকে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তাঁর বন্ধুদের লাভ করেন, আর তাঁদের বন্ধুত্বের ভিতর দিয়ে নিজের ধর্ম রক্ষা করে চলেন।"

ত্রয়োদশ স্কন্ধ

১। ৎস-লু রাজ্য পরিচালনা বিষয়ে প্রশ্ন করাতে গুরুদেব বললেন, "সবার সামনে এগিয়ে যাও, তাদের জন্য পরিশ্রম করো।" আরও জানতে চাইলে, বললেন, "হাল ছেড়ে দিও না।"

২। চি পরিবারের প্রধান মন্ত্রী চুং-কুং রাজ্য পরিচালনা বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। গুরুদেব বললেন, "প্রথমে সরকারী কর্মীদের কাজ করতে দাও, সামান্য ভুলচুক উপেক্ষা করো, যে উপযুক্ত, যার দক্ষতা আছে তাকে তুলে ধরো।"

"উপযুক্ত, দক্ষ লোককে জানবো কি করে যে তুলে ধরবো ?"

"যাদের জানো তাদেরই তুলে ধরো, যাদের বিষয় জানো না তাদের কি আর অন্যে সরিয়ে রাখবে ?"

৩। ৎস-লু বললেন, "ওয়েই-রাজ আপনার সাহায্যে রাজ্য পরিচালনা করবেন বলে অপেক্ষা করছেন। আপনি প্রথমে কি করতে চান ?"

"তাই যদি হয় তবে প্রথমেই চাই নামের সংশোধন।"

ৎস-লু বললেন, "তাই নাকি ? আপনি তো দেখছি লক্ষ্য থেকে বহুদূর ! কেন এই সংশোধন ?" গুরুদেব বললেন, "ইউ তুমি বড়ই অভব্য, ভদ্রলোকে যে বিষয় কিছু জানে না সে বিষয় সাবধানে, বুঝে কথা বলে। নাম যদি ঠিক না হয় তাহলে ভাষা হবে বেখাপ্পা, ভাষা যদি বেখাপ্পা হয় তবে কোনও কাজই শেষ করা যাবে না। কাজ যদি শেষ না করা যায় তবে ভদ্রতা আর সঙ্গীতের প্রসার হবে না, ভদ্রতা আর সঙ্গীতের প্রসার যদি না হয় তবে দণ্ডবিধানে ভুল থেকে যাবে, দণ্ডবিধানে যদি ভুল হয় তবে সাধারণ লোকের হাত পা নড়াবার স্থান হবে না। অতএব একজন ভদ্রমানুষ তার কথার

মধ্যে অবশ্যই নামের ব্যবহার করবেন, আর কথায় যা বলবেন কাজেও তাই করবেন। ভদ্রলোক কখনও অসাবধানে কথা বলেন না।"

৪। ফান-ছ্র অনুরোধ করলেন চাষের কাজ শিখবেন, গুরুদেব বললেন, "এবিষয়ে বুড়ো চাষীর তুলনায় আমি কিছুই নয়।" ফল আর সজীর বাগান করা শিখতে চাইলে গুরুদেব বললেন, "এ বিষয়ে বুড়ো মালীর তুলনায় আমি কিছুই জানি না।"

ফান-ছ্র চলে যেতে গুরুদেব বললেন, "ফান-ছ্র বড়ই ক্ষুদ্র। যাঁরা উচুতে তাঁরা যদি ভদ্রতা পছন্দ করেন তবে সাধারণ মানুষে অশ্রদ্ধা করতে সাহস করবে না, যাঁরা উঁচুতে তাঁরা যদি সাধুতা পছন্দ করেন তবে সাধারণ মানুষে উদ্ধত হতে সাহস করবে না, যাঁরা উঁচুতে তাঁরা যদি বিশ্বাস পছন্দ করেন তবে সাধারণ মানুষে অবিশ্বাসী হতে সাহস করবে না। এই যদি ঘটে তাহলে পিঠে শিশুদের জড়িয়ে নিয়ে ওর কাছে সবাই চারিধার থেকে এসে উপস্থিত হবে; চাষের কাজ জেনে ওর কি হবে?"

৫। গুরুদেব বললেন, "কেউ যদি তিনশো কবিতা কণ্ঠস্থ করে কিন্তু তার হাতে যখন রাজ্যভার দেওয়া হয় তখন যদি সে কি করবে ভেবে না পায়, পৃথিবীর চারদিকে তাকে যদি পাঠানো হয় আর তখন যদি সে নিজের থেকে কথার উত্তর না দিতে পারে তবে তার জ্ঞান যতই গভীর হোক না কেন তার আর মূল্য কি?"

৬। গুরুদেব বললেন, "যে মানুষ জীবনে সত্যনিষ্ঠ সে হুকুম দেবার আগেই সবাই তার অনুগত হয়, আর সে নিজে যদি নিষ্ঠাচারী না হয় তবে হুকুম দিয়েও সে কাজ চালাতে পারবে না।"

৭। গুরুদেব বললেন, "লু আর ওয়েই-রাজ ভাইয়ের মতন।"

৮। গুরুদেব ওয়েই রাজাদের বংশধর চিং সম্বন্ধে বললেন যে তিনি সংসার ব্যবস্থায় পাকা ছিলেন। যখন তাঁর অবস্থা ফিরতে সুরু করলো তখন তিনি বললেন 'এই যথেষ্ট', হাতে যখন কিছু

জমলো তখন তিনি বললেন 'এই তো প্রচুর', যখন তিনি ধনী হয়ে উঠলেন তখন তিনি বললেন, 'এই তো চমৎকার'।"

৯। গুরুদেব যখন ওয়েই রাজ্যে গেলেন তখন রান-ইঔ ছিলেন সারথী। গুরুদেব বললেন, "কত লোক!" ইঔ বললেন, "লোক সংখ্যা যখন বেড়েছে তখন এরপর এদের জন্য আর কি করা যায়?" উত্তর হলো, "ধনী করে তোলো।"

"ধনী হয়ে উঠলে তারপর কি কর্তব্য?" "শিক্ষা দান করো।"

১০। গুরুদেব বললেন, "আমাকে যদি কেউ কাজে লাগায় তো বারো মাসের মধ্যে আমি অনেক কিছু করতে পারবো, তিন বছরের মধ্যে সব কাজ সমাপ্ত করে দেবো।"

১১। গুরুদেব বললেন, "দেশ যদি একশো বছর মহৎ লোকদের দ্বারা পরিচালিত হয় তবে হিংস্রতা চলে যাবে, মৃত্যুদণ্ড উঠে যাবে। এই কথাটি খুবই সত্য।"

১২। গুরুদেব বললেন, "যদি একজন সম্রাটপ্রবর আসেনও তবু ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হতে একটি জন্ম চলে যাবে।"

১৩। গুরুদেব বললেন, "যে নিজেকে পরিচালনা করতে পারে তার পক্ষে দেশ শাসন আর শক্ত কি? সে যদি নিজেকে শুধরোতে না পারে তবে আর অপরকে সে শুধরোবে কি করে?"

১৪। রান-ইঔ দরবার থেকে ফিরলে গুরুদেব বললেন, "এত দেরী কেন?" তিনি উত্তর করলেন, "রাজ্য সংক্রান্ত কাজ ছিল।" গুরুদেব বললেন, "পারিবারিক কাজ ছিল বল, রাজ্য সংক্রান্ত কোনও কাজ থাকলে যদিচ আমি এখন সরকারী কাজ করিনা, তবু আমার কানে সেটা আসতো।"

১৫। রাজা তিং প্রশ্ন করলেন যে এমন কি কোন একটি কথা আছে যার দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলা যেতে পারে? খুং-ৎস বললেন, "এক কথায় তা হবার নয়, তবে কথায় বলে 'রাজা হওয়া শক্ত কিন্তু মন্ত্রী হওয়াও সহজ নয়।' রাজা হওয়া কত শক্ত

এই কথাটি রাজা যদি মনে রাখেন তবে এই একটি বাক্য থেকেই কি দেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে পারে না ?"

"আর এমন কি একটি কথা আছে যার জন্য দেশ উৎসন্নে যেতে পারে ?"

খুং-ৎস উত্তর করলেন, "এক কথায় তা হবার নয়, তবে কথায় বলে, 'রাজা হওয়ার সুখ আর কিছু নয় কেবল আমার কথার উপর আর কেউ কথা বলতে পারবে না।' রাজার কথা যদি উচিত কথা হয় তবে তার বিরুদ্ধে কেউ যদি কথা না বলে সেটা ভালোই, কিন্তু কথাটি যদি অনুচিত হয় আর তার বিরুদ্ধে কেউ যদি কথা না বলে তবে এই একটি বাক্য থেকেই দেশের সর্বনাশ হতে পারে না কি ?"

১৬। শে প্রদেশের রাজা প্রশ্ন করলেন, "রাজ্য শাসন বলতে কি বোঝায় ?" গুরুদেব বললেন, "যারা কাছে আছে তাদের হবে আনন্দ আর যারা দূরে আছে তারা আসবে কাছে।"

১৭। ৎস-সিয়া, চ্যু-ফুর নগরপাল, রাজ্য শাসনের বিষয় প্রশ্ন করলেন। গুরুদেব বললেন, "তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে যেয়ো না, ছোটখাটো সুবিধার দিকে নজর দিও না। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে গেলে সে কাজ ভালোভাবে হয় না, ছোটখাটো সুবিধার দিকে নজর রাখলে বড় কাজ শেষ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।"

১৮। শে প্রদেশের রাজা খুং-ৎসকে বললেন, "আমার সঙ্গে এমন লোক আছেন যাঁদের সাধু বলা যেতে পারে। ওঁদের পিতাও যদি ভেড়া চুরি করেন তবে পুত্র হয়েও ওঁরা বিরুদ্ধ সাক্ষী দেবেন।"

খুং-ৎস বললেন, "আমাদের লোকেদের সাধুতা কিন্তু অন্যধরনের, পিতা পুত্রের দোষ গোপন করেন আর পুত্র পিতার দোষ গোপন করেন। একেই বলে সাধুতা।"

১৯। ফান-ছ্র ধর্ম কি প্রশ্ন করলেন। গুরুদেব বললেন, "বাস-স্থানে নম্র ব্যবহার, কার্যকালে মনোযোগ, মানুষের সঙ্গে অকপট

ব্যবহার, এমন কি অসভ্য জাতির মানুষের সঙ্গেও, এইগুলি পরিহার করা চলবে না।"

২০। ৎস-কুং প্রশ্ন করলেন যে ভালো রাজকর্মচারী হতে হলে একজনের কি গুণ থাকা দরকার? গুরুদেব বললেন, "যে নিজের কাজ সম্বন্ধে নির্লজ্জ নয়, যেখানেই তাকে পাঠানো হোক না কেন সে রাজ-আজ্ঞার অবমাননা কখনই করে না, তাকেই রাজকর্মচারী বলা যেতে পারে।"

"এর পরের ধাপের লোকটি কি রকম হবে?"

"যাকে তার আত্মীয়স্বজন পিতৃভক্ত বলে, যাকে তার গ্রামের লোক আর প্রতিবেশীরা ভাইয়ের মতন দেখে।"

"তার পরের ধাপের লোকটি কি রকম হবে?"

"যে নিজের কথা রাখে আর নিজের কাজটি ঠিক করে যায়, এক-রোখা ক্ষুদ্র মানুষ, এদেরই পরের ধাপের বলা যেতে পারে।"

"আজ যারা রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছে তারা কি রকম?"

গুরুদেব বললেন, "ওরা কি মানুষ, ওরা তো সব হাতা আর বালতি, ওদের আবার ধর্তব্যের মধ্যে নিতে হবে না কি?"

২১। গুরুদেব বললেন, "মধ্যগামী কাউকে পাইনা যার কাছে আমি আমার উপদেশ দিয়ে যেতে পারি। আমাকে হয় উচ্চাভিলাষী আর নয় তো অতি সাবধানীদের নিয়ে থাকতে হয়। যে উচ্চাভিলাষী সে এগিয়ে গিয়ে ঠিক জিনিষটি ধরে আর যে অতি সাবধানী সে আবার অনেক কিছুই করতে অস্বীকার করে।"

২২। গুরুদেব বললেন, "দক্ষিণ দেশের লোকেরা বলে 'অস্থিরমতি মানুষে ওঝা বা চিকিৎসক হতে পারে না,' চমৎকার কথা!"

'যে নিজের সাধুতা সম্বন্ধে স্থির সঙ্কল্প নয় সে কলঙ্কের ভাগী হবে।' গুরুদেব বললেন, "ভবিষ্যৎ-গণনা না করার জন্যই এই সব হয়ে থাকে।"

২৩। গুরুদেব বললেন, "ভদ্র মানুষের মধ্যে একতা আছে কিন্তু তাঁরা সবাই এক নন, ক্ষুদ্র মানুষ মাত্রেই এক কিন্তু তাদের মধ্যে একতা নেই।"

২৪। ৎস-কুং প্রশ্ন করলেন, "যাকে তার প্রতিবেশীরা সবাই ভালোবাসে তার সম্বন্ধে আপনার কি মত?"

গুরুদেব বললেন, "এই কারণেই বলতে পারি না যে সে লোক ভালো।"

"আর তাকে যদি প্রতিবেশীরা সবাই ঘৃণা করে, তা হলে?"

গুরুদেব বললেন, "সেই কারণেই বলতে পারি না যে সে লোক খারাপ। এর থেকে সৎ প্রতিবেশীরা যদি তাকে ভালোবাসে আর অসৎ প্রতিবেশীরা যদি তাকে ঘৃণা করে সেইটাই শ্রেয়ঃ।"

২৫। গুরুদেব বললেন, "ভদ্রলোকের কাজ করে দেওয়া সহজ কিন্তু তাঁকে খুশী করা শক্ত। অসৎ উপায়ে তাঁকে খুশী করতে গেলে তিনি খুশী হবেন না। তিনি মানুষকে তার সাধ্যমত কাজে লাগান। ক্ষুদ্র মানুষের কাজ করে দেওয়া শক্ত কিন্তু তাকে খুশী করা সহজ। অসৎ উপায়েও তাঁকে খুশী করা যেতে পারে। মানুষকে কাজে লাগিয়ে সে সব কাজেই তার পূর্ণ দক্ষতা আশা করে।"

২৬। গুরুদেব বললেন, "ভদ্র মানুষের গাম্ভীর্য্য আছে কিন্তু গর্বিত ভাব নেই, ক্ষুদ্র মানুষের গর্ব আছে কিন্তু গাম্ভীর্য্য নেই।"

২৭। গুরুদেব বললেন, "যে দৃঢ়, সাহসী, নিরভিমানী, সুস্থির, সেই ধর্মের কাছে এগোতে পেরেছে।"

২৮। ৎস-লু প্রশ্ন করলেন, "একজন লোককে বিদ্বান কখন বলা যেতে পারে?" গুরুদেব বললেন, "সে যখন একাগ্র ও উৎসাহী হবে এবং পরিতৃপ্ত বোধ করবে; বন্ধুদের মাঝে হবে একাগ্র ও উৎসাহী, ভাইদের মাঝে থাকবে পরিতৃপ্ত।"

২৯। গুরুদেব বললেন, "একজন সাধুলোক যদি সাত বৎসর শিক্ষা দেয় তবেই জনসাধারণকে যুদ্ধে পাঠানো চলতে পারে।"

৩০। গুরুদেব বললেন, "অশিক্ষিত লোক নিয়ে যুদ্ধে যাওয়া মানেই তাদের হারানো।"

চতুর্দ্দশ স্কন্ধ

১। সিয়েন[১] প্রশ্ন করলেন, "লজ্জা কি?"

গুরুদেব বললেন, "দেশ যখন সুপথে তখন বেতন গ্রহণ করা আবার দেশ যখন বিপথে তখনও বেতন গ্রহণ করা—এইটাই হচ্ছে লজ্জা।"

২। "শ্রেষ্ঠত্ব লাভের লালসা, গর্ব্বিতভাব, ঈর্ষা আর লোভ এদের যদি দমন করা যায় তবেই কি ধার্মিক হয়ে উঠা যায়?"

গুরুদেব বললেন, "এইটিকে একটি দুরূহ কাজের সম্পাদন বলা চলতে পারে। ধর্ম বলা চলে কি না তা আমার জানা নেই।"

৩। গুরুদেব বললেন, "যে বিদ্বান ব্যক্তি আরামপ্রিয় সে বিদ্বান নামের উপযুক্ত নয়।"

৪। গুরুদেব বললেন, "দেশ যখন সুপথে পরিচালিত তখন কথায় ও কাজে নির্ভীক হবে, দেশ যখন বিপথে চলে তখন কাজে নির্ভীক আর কথায় সংযমী হবে।"

৫। গুরুদেব বললেন, "সাধুব্যক্তি নিশ্চয়ই কথা কইবেন, তবে বাক্যবাগীশমাত্রেই সাধু নয়। ধার্মিক যে সে সাহসী হবেই তবে সাহসীমাত্রেই ধার্মিক নাও হতে পারে।"

৬। খুং-ৎসর কাছে নান-কুং কুও বললেন, "ধনুর্বিদ্যায় ঈ ছিলেন অদ্বিতীয়, আও ডাঙার উপরও নৌকা চালাতে পারতেন কিন্তু এঁদের কারুরই সহজ-মৃত্যু হয়নি। য়ু্য আর চি নিজেরা মাটিতে চাষ করেছিলেন আর পরে হয়েছিলেন জগতের অধীশ্বর।" গুরুদেব কোনও উত্তর দেন নি। নান-কুং কুও চলে গেলে গুরুদেব বললেন, "একেই বলে ভদ্র! মহত্ত্বের প্রতি কি প্রগাঢ় অনুরাগ!"

১। শিষ্য ইউয়ান-স।

৭। গুরুদেব বললেন, "ভদ্রমানুষ অথচ ধার্মিক নয় হয়তো বা আছে, কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষ অথচ ধার্মিক এ কখনও হতে পারে না।"

৮। গুরুদেব বললেন, "দাবিহীন প্রেম কি সম্ভব? উপদেশ বিনা ভক্তি কি সম্ভব?"

৯। গুরুদেব বললেন, "রাজ-আজ্ঞা প্রচারের আগে পি-শেন তার একটা খসড়া প্রস্তুত করতেন, শ্র-শূ তার উপর আলোচনা করতেন, বিদেশ-মন্ত্রী ৎস-য়্যু সেটিকে সুন্দর করে তুলতেন, তুং-লির ৎস-ছান লালিত্য আরোপ করে সেটিকে শেষ করতেন।"

১০। কেউ একজন ৎস-ছানের কথা প্রশ্ন করাতে গুরুদেব বললেন, "তিনি দয়ালু ছিলেন।" ৎস-সির কথা প্রশ্ন করাতে বললেন, "ওই লোকটা! ওই লোকটা!" কোয়ান-চুং এর কথা প্রশ্ন করাতে বললেন; "পো বংশের কর্ত্তার হাত থেকে তিন শত পরিবারের বসতি ফিয়েন শহরটি কেড়ে নিয়ে তাঁর হাতে সমর্পণ করা হয় আর পো জীবনের শেষ দিন অবধি বিনা ক্ষোভে মোটা চালের ভাত খেয়ে কাটিয়ে দেন।"

১১। গুরুদেব বললেন, "ক্ষুব্ধ না হয়ে দারিদ্র্য বরণ করা বড়ই কঠিন, ধনী অথচ গর্বিত নয় এ বরং সহজ।"

১২। গুরুদেব বললেন, "মং কুং-ছো, চাও এবং ওয়েই পরিবারের প্রধান উপদেষ্টা পদের সুযোগ্য ব্যক্তি, কিন্তু থং বা সিয়ে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হবার যোগ্যতা তাঁর নেই।"

১৩। ৎস-লু প্রশ্ন করলেন, "পূর্ণ-মানব বলতে কি বোঝায়?" গুরুদেব বললেন, "এমন যদি কেউ আসে যে ৎসাং উ-চুং এর মতন জ্ঞানী, কুং-ছোর মতন নির্লোভ, পিয়েন সহরের চোয়াং-এর মতন বীর, রান-ছিউ এর মতন সর্বগুণসমন্বিত, তার উপর যদি ভব্যতা এবং সঙ্গীতে পারদর্শিতা থাকে তবে সেই রকম লোককে পূর্ণ-মানব বলা যায়।" আবার বললেন, "কিন্তু আজ আর পূর্ণ-মানবের এই সবের প্রয়োজন কি? যে লাভ সত্ত্বেও ন্যায়ের কথা চিন্তা করে, যে বিপদ জেনেও

নিজের জীবন উৎসর্গ করে, পুরাতন হলেও নিজের সাধারণ জীবন যাত্রার অঙ্গীকার যে বিস্মৃত হয় না—তাকেই পূর্ণ-মানব বলা চলে।"

১৪। গুরুদেব কুংমিং-চিয়াকে কুংশু-ওয়েনের কথা প্রশ্ন করে বললেন "তোমার গুরু না কি কথা বলেন না, হাসেন না, কোন কিছু গ্রহণও করেন না ?"

কুংমিং-চিয়া উত্তর দিলেন, "যে বলেছে সে অত্যুক্তি করেছে। গুরুদেব যখন সময় হয় তখন কথা বলেন, তাই তাঁর কথা শুনে ক্লান্তি আসে না, আনন্দিত হলে তবে তিনি হাসেন, তাই তাঁর হাসি ক্লান্তি আনে না, ন্যায়মত তিনি গ্রহণও করেন তাই তাঁর গ্রহণ ক্লান্তি আনে না।"

গুরুদেব বললেন, "হতে পারে, কিন্তু সত্যই কি তাই ?"

১৫। গুরুদেব বললেন, "ৎসাং উ-চুং যখন ফাং সহর দখলে রেখে লুকে বংশের উত্তরাধিকারী নিয়োগের জন্য বললেন, তখন যদিও রাজার উপর জুলুম করছেন না বলতে পারেন তবু সে কথায় আমার বিশ্বাস হয় না।"

১৬। গুরুদেব বললেন, "চিন রাজ্যের রাজা ওয়েন ছিলেন শঠ এবং কুটিল, ছি রাজ্যের রাজা হোয়ান কুটিল ছিলেন না, শঠও ছিলেন না।"

১৭। ৎস-লু বললেন, "রাজা হোয়ান যখন তাঁর ভাই চিউকে হত্যা করালেন তখন শাও-হু তাঁর সঙ্গে প্রাণ দিলেন, কিন্তু কোয়ান-চুং নয়, এইটিকে কি অধর্ম বলা যায় না ?"

গুরুদেব বললেন, "রাজা হোয়ান বিনা অস্ত্রে, বিনা রথে, রাজন্য বর্গের সমন্বয় করিয়েছিলেন,—এ সবই ঘটেছিল কোয়ান-চুং এর শক্তির দ্বারা। ধর্ম এর অধিক আর কি করতে পারে ?"

১৮। ৎস-কুং বললেন, "কোয়ান-চুং এর ধর্মভাবের অভাব ছিল। রাজা হোয়ান যখন ভাই চিউকে হত্যা করালেন তখন তিনি মৃত্যু বরণ তো করলেনই না উপরন্তু মন্ত্রী হতে রাজী হলেন।"

গুরুদেব বললেন, "কোয়ান-চুং রাজা হোয়ানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তিনি রাজন্যবর্গের দমন করে দেশে মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করলেন। আজ অবধি জনসাধারণ তাঁর কল্যাণ কর্মের ফল ভোগ করছে। কোয়ান-চুং না এলে আজ অবধি আমাদের মাথার চুল পিঠের উপর ছড়ানো থাকতো, জামার বন্ধনী থাকতো বাম দিকে। তাঁর কাছে কি নগণ্য স্ত্রী পুরুষের ক্ষুদ্র অনুরাগ আশা করা যায়, যারা সবার অজান্তে নদী নালায় ডুবে আত্মহত্যা করে?"

১৯। মন্ত্রী সিয়েন ছিলেন কুং-শু ওয়েনের সচিব, তিনি ওয়েনের সঙ্গে এক সাথে রাজার দরবারে গিয়েছিলেন। গুরুদেব এই কথা শুনে বললেন, "ওঁর 'ওয়েন'[১] নাম সার্থক।"

২০। গুরুদেব ওয়েই রাজ্যের বিপথগামী রাজা লিং-এর কথা বলছিলেন, এমন সময় খাং-ৎস বললেন, "তাই যদি হবে তবে তাঁর পতন হচ্ছে না কেন?" গুরুদেব বললেন, "যাঁর হয়ে চুং-শু য়্যু অতিথি পরিচর্য্যা করেন, উদগাতা তো যাঁর বংশ-দেউলের ভার নিয়েছেন, ওয়াং-শুন চিয়ার হাতে যাঁর সৈন্য সামন্ত, এই সব রাজ কর্মচারী থাকতে তাঁর আর কি প্রকারে পতন হ'তে পারে?"

২১। গুরুদেব বললেন, "যে নির্লজ্জের মতন কথা বলে তার পক্ষে কথা রাখা শক্ত হবে।"

২২। ছেন-ছং রাজা চিয়েনকে হত্যা করলেন। খুং-ৎস স্নান সেরে দরবারে গিয়ে রাজা আয়কে বললেন, "ছেন-হং[২] তাঁর প্রভুকে হত্যা করেছেন, তাঁর শাস্তির বিধান করুন।" রাজা বললেন, "তিন বংশের কর্তাদের খবরটা দাওগে।" খুং-ৎস বললেন, "মহামন্ত্রীদের অনুগমন করি তাই এই খবরটা না জানাবার সাহস আমার নেই আর রাজা বলেন কিনা তিন বংশের কর্তাদের খবরটা দাও!" তিন

১। সংস্কৃতি সম্পন্ন।
২। ছেন-ছং এর অপর নাম।

বংশের কর্তাদের তিনি খবরটা দিলেন। কিন্তু বৃথা। খুং-ৎস বললেন, "মহামন্ত্রীদের অনুগমন করি তাই এই খবরটা না জানাবার সাহস আমার নেই।"

২৩। ৎস-লু প্রশ্ন করলেন, "রাজার সেবা কিভাবে করা যায়?" গুরুদেব বললেন, "তাঁকে প্রতারণা করবে না তবে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবে।"

২৪। গুরুদেব বললেন, "ভদ্র মানুষের উর্দ্ধগতি আর ক্ষুদ্র মানুষের অধোগতি।"

২৫। গুরুদেব বললেন, "পুরাকালে মানুষ নিজের উন্নতির জন্য বিদ্যার্জন করতো, আধুনিক বিদ্যার্জন হচ্ছে লোক দেখানো।"

২৬। ছু পো-য়্যু খুং-ৎসর কাছে একটি দূত পাঠিয়েছিলেন। খুং-ৎস তাকে পাশে বসিয়ে প্রশ্ন করলেন, "তোমার প্রভু এখন কি কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন?" তিনি উত্তর করলেন, "প্রভু তাঁর দোষগুলি কমাতে ইচ্ছা করেন কিন্তু পারেন না।" দূত প্রস্থান করলে গুরুদেব বললেন, "দূত বটে! একেই বলি দূত!"

২৭। গুরুদেব বললেন, "কোনও বিশেষ রাজকার্য্যে নিযুক্ত না থাকলে সেই কার্য্যের নীতি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়।"

২৮। ৎসং-ৎস বললেন, "ভদ্র মানুষ চিন্তাকালে তাঁর পদমর্যাদা লঙ্ঘন করেন না।"

২৯। গুরুদেব বললেন, "ভদ্র মানুষ কথা কইতে লজ্জা পান কিন্তু কাজে সব কিছু ছাড়িয়ে যান।"

৩০। গুরুদেব বললেন, "ভদ্র মানুষের তিনটি রাস্তা, আমি তাদের সমকক্ষ নই। ধার্মিক, তাই তিনি দুঃখ-মুক্ত; জ্ঞানী, তাই তিনি নিঃসন্দেহ; সাহসী, তাই নির্ভয়।" ৎস-কুং বললেন, "আপনি নিজেই শুধু এই কথা বলেন।"

৩১। ৎস-কুং পরস্পরের মধ্যে তুলনা করছিলেন। গুরুদেব

বললেন, "ৎস তো প্রায় মহাপুরুষ হয়ে উঠেছে দেখছি! এই সব করার সময় আমার নেই।"

৩২। গুরুদেব বললেন, "মানুষ আমাকে চিনলো না বলে আমি ক্ষুণ্ণ হবো না, নিজের অকর্মণ্যতায় ক্ষুব্ধ হবো।"

৩৩। গুরুদেব বললেন, "যে প্রতারণার চেষ্টাকে আগে থেকে বুঝতে পারে না, লোকে যে তাকে অবিশ্বাস করতে পারে এ যে মনে করতে পারে না, তবু কার্য্যকালে সহজেই যার এই সব ধারনাই হতে পারে সে সত্যই খাঁটি লোক নয় কি?"

৩৪। ওয়েই-শং মৌ খুং-ৎস কে প্রশ্ন করলেন, "ছিউ, তুমি কি করে এক বাসা থেকে অন্য বাসায় ঘুরে বেড়াও? তুমি বাক্যে খুব পটু বলেই এইটা সম্ভব, তাই না?" খুং-ৎস বললেন, "নিজেকে বাকপটু বলার ধৃষ্টতা আমার নেই তবে একগুঁয়েমি আমি বরদাস্ত করি না।"

৩৫। গুরুদেব বললেন, "তুরঙ্গের সমাদর তার শক্তির জন্য নয়, তার সমাদর তেজের জন্য?"

৩৬। কেউ একজন বললেন, "অনিষ্টের প্রতিদানে দয়া বিতরণ ক'রো এই বিষয়ে আপনার কি মত?" গুরুদেব বললেন, "তাই যদি হয় তাহলে ইষ্টের প্রতিদানে কি দেবে? অনিষ্টের প্রতিদানে দাও ন্যায় বিচার, কল্যাণের প্রতিদান কল্যাণ।"

৩৭। গুরুদেব বললেন, "হায়! আমাকে কেউ চিনলো না।" ৎস-কুং বললেন, "আপনাকে কেউ চিনলো না, এমন কথা আপনি কেন বলছেন?" গুরুদেব বললেন, "স্বর্গের বিরুদ্ধে আমার ক্ষোভ নেই, মানুষের বিরুদ্ধেও না, আমি নীচের থেকে শিক্ষা ক'রে উপরকে ভেদ করি, স্বর্গ কিন্তু আমাকে ঠিকই চেনে।"

৩৮। রাজার পিতৃব্য লিয়াও, চি-সূনের[১] কাছে ৎস-লুর নামে

১। চি-পরিবারের কর্তা, যাঁর কাজে ৎস-লু নিযুক্ত ছিলেন।

দোষারোপ করেন। ৎস-ফু চিং-পো বললেন, "আমার প্রভুর মন রাজার পিতৃব্য লিয়াও বিষিয়ে তুলেছেন। তবু লিয়াও-এর মৃতদেহকে বাজারের মাঝে টাঙ্গিয়ে রাখবার ক্ষমতা আমার আছে।"

গুরুদেব বললেন, "আমার মতামতের অগ্রগতি যদি হয় তবে তা ভাগ্য নির্দ্ধারিত, আমার মতামতের যদি পতন হয় তবে তাও ভাগ্য নির্দ্ধারিত। এই ভাগ্য নিয়ন্ত্রনের ব্যাপারে রাজার পিতৃব্য লিয়াও আর কি করতে পারেন ?"

৩৯। গুরুদেব বললেন, "গুণী মানুষ সংসার ত্যাগ করেন, কেউ আবার দেশত্যাগ করেন। কেউ মুখ দেখে চলে যান, কেউ চলে যান কথা শুনে।"

৪০। গুরুদেব বললেন, "সাতজন এইরূপ কাজ করেছেন।"

৪১। ৎস-লু যখন শ্র-তোরনে রাত্রিবাস করেন সেই সময় তোরন রক্ষক তাঁকে প্রশ্ন করলো, "আপনি কোথা থেকে আসছেন ?" ৎস-লু বললেন, "আমি শ্রীযুক্ত খুং-এর কাছ থেকে আসছি।" সে বললে, "ও, সেই ভদ্রলোক যিনি সব কিছু বৃথা জেনেও কাজ না করে থাকতে পারেন না ?"

৪২। গুরুদেব ওয়েই রাজত্বে পাথরের ফলকগুলি বাজাচ্ছিলেন। একজন ঝাঁকা-মুটে তাঁর দরজার সামনে দিয়ে যেতে যেতে বললো, "পাথরের ফলকগুলি যে বাজাচ্ছে তার হৃদয় কানায় কানায় ভর্ত্তি।" কিন্তু খানিক পর আবার বললো, "ছি! ছি! ওই টুং টাং শব্দে কি একগুঁয়ে জিদই না প্রকাশ পাচ্ছে! কেউ যদি তোমাকে পাত্তা না দেয় তবে আশা ত্যাগ করাই ভালো;

'গভীর জল কাপড় পরেই পার হও,
অল্প জলে কাপড় তুলে এগোও'।"

গুরুদেব বললেন, "কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! ওর পক্ষে কিছুই শক্ত নয়।"

৪৩। ৎস-চাং বললেন, "বইএতে লেখা আছে যে কাও-ৎস্যুং[১] তাঁর বিলাপ-কুটীরে[২] তিন বৎসর কথা বলেন নি। এইটির কি অর্থ?" গুরুদেব বললেন, "শুধু কাও-ৎস্যুং কেন? পুরাকালে সবাই তাই করতেন। সম্রাটের মৃত্যু হলে, রাজকর্মচারীরা যে যার কাজ করে যেতেন এবং তিন বৎসর প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশ মান্য করে চলতেন।"

৪৪। গুরুদেব বললেন, "মাথার উপর যাঁরা আছেন তাঁরা যখন ভদ্রতার নিয়মগুলি মেনে চলেন তখন জনসাধারণকে দিয়ে সহজেই কাজ করিয়ে নেওয়া যায়।"

৪৫। ৎস-লু প্রশ্ন করলেন, "ভদ্রমানুষ বলতে কি বোঝায়?"

গুরুদেব বললেন, "শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজের উন্নতিসাধন।"

"এই কি সব?"

উত্তর হলো, "নিজের উন্নয়নেই পরের শান্তি।"

"সেইটাই কি সব?

উত্তর হলো, "নিজের উন্নতির ভিতর দিয়ে জনসাধারণকে আরাম দেওয়া। নিজের উন্নয়নে জনসাধারণের আরাম—এরজন্য ইয়াও ও শূন[৩] দুজনেই প্রত্যাশী ছিলেন।"

৪৬। ইউয়ান-রাং উপু হয়ে বসে গুরুদেবের অপেক্ষা করছিলেন। গুরুদেব বললেন, "বাল্যে অশিষ্টতা, বড় হয়ে মনে করে রাখার মতন কাজ না করা, আর তারপর বৃদ্ধকাল অবধি বেঁচে থাকা মহা অনিষ্টের কারণ।" এই বলে তিনি ওর পায়ের হাড়ে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন।

১। ইন বংশের একজন সম্রাট।

২। গুরুজন গত হলে সম্রাট তাঁর রাজপ্রসাদ ছেড়ে এই কুটীরে গিয়ে কয়েক বৎসর বাস করতেন।

৩। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪৭। ছুয়ে গ্রামের একটি ছেলেকে যখন চিঠি বিলি করার কাজে নিযুক্ত করা হলো তখন কেউ প্রশ্ন করলেন, "ছেলেটি কি খুব উন্নতি করেছে ?"

গুরুদেব বললেন, "আমি লক্ষ্য করেছি যে ছেলেটি বড়দের জায়গায় বসে, বড়দের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে হাঁটে। সে উন্নতি চায় না, সে চায় তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠতে।"

পঞ্চদশ স্কন্ধ

১। ওয়েই রাজ্যের রাজা লিং খুং-ৎসকে ব্যূহ রচনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। খুং-ৎস বললেন, "কোষাকুষির বিষয় আমার কিছুটা জানা আছে কিন্তু যুদ্ধবিদ্যা আমি শিক্ষা করিনি।" পরের দিন তিনি রওনা হয়ে গেলেন। ছেন রাজত্বে এসে খাবারে টান পড়লো, সহ-যাত্রীর দল অসুস্থ হয়ে আর উঠতে পারেন না। ৎস-লু বিরক্ত হয়ে বললেন, "ভদ্রমানুষকেও কি কষ্ট পেতে হয়?" গুরুদেব বললেন, "ভদ্রমানুষকে অবশ্যই কষ্ট পেতে হতে পারে, তবে যে মানুষ ক্ষুদ্র সে কষ্টে পড়লে অত্যধিক দুরাচারী হয়ে পড়ে।"

২। গুরুদেব বললেন, "ৎস[১] তুমি হয়তো ভাবছো যে আমি অনেক কিছু শিখে সেইটিকে মনে করে রেখে দি।"

"হ্যাঁ, তাই নয় কি?"

"তা নয়, আমি সব কিছুই একই সূত্রে গেঁথে রাখি।"

৩। গুরুদেব বললেন, "ইউ,[২] মহত্ত্বকে চিনেছে এমন লোক খুব কমই আছে জেনো।"

৪। গুরুদেব বললেন, "ব্যস্ত না হয়ে দেশ পরিচালনার ব্যাপারে সম্রাট শূনকেই কি আদর্শ ধরা যায় না? তিনি কি করেছিলেন? শুধু গম্ভীরভাবে দক্ষিণদিকে মুখ করে সিংহাসনে বসেছিলেন।"

৫। ৎস-চাং প্রশ্ন করলেন মানুষের সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে। গুরুদেব বললেন, "কথায় হবে নির্ভরশীল এবং সত্যবাদী, কাজে হবে ভদ্র এবং সাবধানী—এইভাবে দক্ষিণ ও

১। শিষ্য ৎস-কুং।

২। শিষ্য ৎস-লু।

উত্তরের অসভ্য জাতিদের সঙ্গে ব্যবহার করবে। তুমি কথায় যদি নির্ভরশীল ও সত্যবাদী না হও, কাজে যদি ভদ্র এবং সাবধানী না হও তবে কি মনে কর প্রতিবেশীদের কাছেই খাতির পাবে? যখন দাঁড়িয়ে উঠবে তখন যেন তোমার চোখের সামনে এই কথাগুলি থাকে, গাড়িতে যখন বসবে তখন গাড়ির জোয়ালের উপর এগুলি যেন লেখা থাকে। তবেই ভবিষ্যতে এগুলিকে কাজে লাগাতে পারবে।"

ৎস-চাং তাঁর কোমরবন্দের উপর কথাগুলি লিখে রাখলেন।

৬। গুরুদেব বললেন, "ঐতিহাসিক য়্যু ছিলেন একেবারে ঋজু। দেশে যখন সত্য প্রতিষ্ঠিত তখন তিনি ছিলেন শরের মতন, দেশে যখন সত্যের অভাব তখনও তিনি ছিলেন শরেরই মতন। ভদ্র-সন্তান ছিলেন ছু পো-য়্যু। দেশে যখন সত্য প্রতিষ্ঠিত তখন তিনি রাজকর্মচারী, দেশে যখন সত্যের অভাব তখন তিনি নিজেকে চিন্তার মধ্যে গুটিয়ে নিতেন।

৭। গুরুদেব বললেন, "যে মানুষের সঙ্গে কথা বলা উচিত তার সঙ্গে কথা না বলা হচ্ছে মানুষটিকে ভুল বোঝা। যে মানুষের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয় তার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে আমাদের নিজের কথাকে ভুল বোঝা। জ্ঞানী যে সে মানুষ বা কথা কোনটিকেই ভুল বোঝে না।"

৮। গুরুদেব বললেন, "নিষ্ঠাবান পণ্ডিত বা মহান্ ব্যক্তি নিজেদের মহত্ত্বের হানি করে জীবনধারণ করতে চাইবেন না। মহত্ত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা এমন কি শরীরপাতও করবেন।"

৯। ৎস-কুং ধর্মাভ্যাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। গুরুদেব বললেন, "যে কারিগর পাকা কাজ করতে চায় তাকে আগে তার যন্ত্রে শান দিয়ে নিতে হবে। কোন দেশে বাস করার সময় সেই দেশে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রীর নীচে কাজ করবে, ধার্মিক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সুহৃদ্ হবে।"

১০। ইয়েন-ইউয়ান প্রশ্ন করলেন কি ভাবে রাজত্ব পরিচালনা করা উচিত। গুরুদেব বললেন, "শিয়া সম্রাটদের প্রবর্ত্তিত ঋতু মেনে চলো। ইন সম্রাটদের রথ চালাও। চৌ সম্রাটদের মুকুট মাথায় দাও। শাও-সঙ্গীত আর নৃত্য অনুমোদন করো। চাং দেশের গান বর্জ্জন করো, বাক্যবাগীশের কাছ থেকে দূরে থেকো। চাং দেশের গান অপবিত্র আর বাক্যবাগীশরা হচ্ছে সাংঘাতিক লোক।"

১১। গুরুদেব বললেন, "দূরের জিনিষের কথা না ভাবলে, কষ্ট আসে কাছে এগিয়ে।"

১২। গুরুদেব বললেন, "সব শেষ! মহত্বকে রূপলাবণ্যের সমান ভালবাসতে তো কাউকে দেখছি না।"

১৩। গুরুদেব বললেন, "ৎসাং ওয়েন-চুং কি কারচুপি করে নিজের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না? তিনি লিউ-শিয়ার হুইয়ের[১] গুণপনা জানতেন তবু তার পাশে এসে দাঁড়ান নি।"

১৪। গুরুদেব বললেন, "নিজের কাছ থেকে বেশী নিয়ে পরের কাছ থেকে সামান্য চেয়ে মানুষ ঘৃণার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারে।"

১৫। গুরুদেব বললেন, "যে মানুষ 'আমার এই বিষয়ে কি চিন্তা করা উচিত, কি ভাবা উচিত' এই ধরনের কথা বলে না তাকে দিয়ে আমি কিছুই করতে পারি না।"

১৬। গুরুদেব বললেন, "যখন একদল মানুষ সারাদিন একসঙ্গে থাকা সত্ত্বেও সাধুতার বিষয় আলোচনা করে না, কেবল ছোটখাটো চালাকী খাটায়, তখন তাদের অবস্থা বড়ই কঠিন।"

১৭। গুরুদেব বললেন, "যিনি ভদ্র সন্তান তিনি সব কিছুতে সাধুতাকেই মূল বলে গণ্য করেন। শিষ্টাচারের মধ্যে তিনি এর

১। লু রাজ্যের রাজকর্মচারী। একমাত্র মং-ৎসর বই থেকে এঁর চরিত্র সম্বন্ধে সামান্য কিছু জানা যায়।

অভ্যাস করেন। নম্রতার মধ্যে এর প্রকাশ করেন। বিশ্বাস দিয়ে একে সম্পূর্ণ করেন। একেই বলি ভদ্রসন্তান।"

১৮। গুরুদেব বললেন, "ভদ্রসন্তান নিজের কাজে অক্ষমতা প্রকাশ পেলে দুঃখিত হন। অন্যে যদি তাঁকে না চেনে তাতে তিনি দুঃখিত হন না।"

১৯। গুরুদেব বললেন, "তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নাম আর কেউ করবেন না এ জানলে ভদ্রসন্তান দুঃখিত হন।"

২০। গুরুদেব বললেন, "ভদ্রসন্তান যা সন্ধান করেন তা তাঁর নিজের মধ্যেই পান, সাধারণে যা সন্ধান করে তা থাকে অন্যের মধ্যে।"

২১। গুরুদেব বললেন, "ভদ্রসন্তান শক্ত থাকেন কিন্তু কলহে লিপ্ত হন না। সমাজ ভালোবাসেন কিন্তু দল পাকান না।"

২২। গুরুদেব বললেন, "ভদ্রসন্তান কেবলমাত্র কথা শুনে কাউকে তুলে ধরেন না, আবার মানুষটির জন্য তার কথা ঠেলে রাখেন না।"

২৩। ৎস-কুং প্রশ্ন করলেন, "যা সারাজীবন মেনে চলা যায় এমন কোন একটি কথা কি আছে?" গুরুদেব বললেন, "ব্যতিহার কথাটি কি তাই নয়? নিজের জন্য যেটি চাও না অন্যের উপর সেটি আরোপ করো না।"

২৪। গুরুদেব বললেন, "মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সময় আমি কার নিন্দা করি? কার প্রশংসা করি? প্রশংসা যার করি তাকে পরীক্ষা করে তারপর করি। এই মানুষগুলির জন্যই তিনটি বংশের সম্রাটরা ঠিক রাস্তায় চলেছিলেন।"

২৫। গুরুদেব বললেন, "আমার যৌবনেও দেখেছি ঐতিহাসিক তাঁর লেখায় ফাঁক রেখে যাচ্ছেন; যে লোকের ঘোড়া আছে সে অন্যকে চড়তে দিয়ে যাচ্ছে; আজ আর সে রকমটি হবার নয়।"

২৬। গুরুদেব বললেন, "চতুর বাক্যে মহত্ত্ব বেসামাল হয়ে পড়ে, ছোটখাটো ব্যাপারে অসহিষ্ণুতা বৃহৎ কাজ উলটপালট করে দেয়।"

২৭। গুরুদেব বললেন, "জনতা যদি কাউকে ঘৃণা করে তবে সে বিষয় অনুসন্ধান করা দরকার। জনতা যদি কাউকে ভালোবাসে তবে সে বিষয়েও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।"

২৮। গুরুদেব বললেন, "মানুষ সত্যের বিস্তার করতে পারে, সত্য মানুষকে বিস্তার করে না।"

২৯। গুরুদেব বললেন, "দোষ থাকা সত্ত্বেও তাকে না শুধরানোই হচ্ছে দোষনীয়।"

৩০। গুরুদেব বললেন, "সারাদিন আমি না খেয়ে রয়েছি, সারা-রাত আমি না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি—কেবল ভেবেছি। সবই বৃথা। শিক্ষার কাছে কিছুই লাগে না।"

৩১। গুরুদেব বললেন, "ভদ্রসন্তান চান যা সত্য তাই, খাদ্য তাঁর লক্ষ্য নয়। চাষ করা সত্ত্বেও ক্ষুধার্ত থাকতে পারো। জ্ঞান লাভ ও তাই, মাহিনা তুমি পেতে পারো। ভদ্রসন্তানের দুঃখ হয় সত্য পথটি না পেলে, দারিদ্র্যে তাঁর দুঃখ নেই।"

৩২। গুরুদেব বললেন, "জ্ঞান দিয়ে যা পাওয়া গেল, ধর্ম দিয়ে তাকে ধরে রাখতে না পারলে, পাওয়া সত্ত্বেও তাকে হারাতে হবে। জ্ঞান দিয়ে লাভ করে, ধর্ম দিয়ে ধরে রেখে, গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে যদি তা পরিচালনা না করা হয় তবে সাধারণের শ্রদ্ধা হারাতে হবে। জ্ঞান দিয়ে লাভ করে, ধর্ম দিয়ে ধরে রেখে, গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে পরিচালনা করেও যদি ব্যবহারে শিষ্টাচারের অভাব থাকে তাহলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা যাবে না।"

৩৩। গুরুদেব বললেন, "ভদ্রসন্তানের ছোটখাটো ব্যাপার জানা থাকে না, তবে বড় কাজের ভার তাঁকে দেওয়া যেতে পারে। ক্ষুদ্র মানুষের হাতে বড় কাজের ভার তুলে দেওয়া যায় না তবে ছোটখাটো ব্যাপার তার জানা থাকতে পারে।"

৩৪। গুরুদেব বললেন, "জল এবং আগুনের চেয়ে জনসাধারণের কাছে ধর্ম অনেক বড়, মানুষকে জল আর আগুনের উপর দিয়ে

চলতে গিয়ে মরতে দেখেছি, কিন্তু ধর্মের পথে চলতে গিয়ে কাউকে মরতে দেখিনি।"

৩৫। গুরুদেব বললেন, "ধর্ম পালন করতে হবে নিজেকে, গুরুকে দিয়ে নয়।"

৩৬। গুরুদেব বললেন, "ভদ্রসন্তানের বিশ্বাসে দৃঢ়তা বর্তমান, নেহাৎ হেলাফেলা বিশ্বাস সেটা নয়।"

৩৭। গুরুদেব বললেন, "সম্রাটের যে কর্মচারী সে শ্রদ্ধার সঙ্গে কাজ করে যাবে, খাদ্যের কথা উঠবে পরে।"

৩৮। গুরুদেব বললেন, "শিক্ষাদানের সময় শ্রেণী বিচার চলবে না।"

৩৯। গুরুদেব বললেন, "ভিন্ন পথের লোকের সঙ্গে জল্পনা করা চলেনা।"

৪০। গুরুদেব বললেন, "অর্থ প্রকাশই হচ্ছে ভাষার সার্থকতা।"

৪১। সঙ্গীতগুরু মিয়েন দেখা করতে এলে সিঁড়ির কাছে এসে গুরুদেব বললেন, "এইখানে সিঁড়ির ধাপ।" মাদুরের কাছে এসে গুরুদেব বললেন, "এইখানে মাদুর পাতা আছে।" সবাই আসন গ্রহণ করলে গুরুদেব বললেন, "এই ভদ্রলোকেরা এখানে উপস্থিত।"

সঙ্গীতগুরু মিয়েন বিদায় নিলে ৎস-চাং প্রশ্ন করলেন, "সঙ্গীত-গুরুর সঙ্গে কথা বলার কি এই রীতি?"

গুরুদেব বললেন, "নিশ্চয়ই, অন্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এই হচ্ছে নিয়ম।

ষোড়শ স্কন্ধ

১। চি পরিবারের কর্তা চোয়ান-য়্যুর[১] উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। রান-ইঔ এবং চি-লু খুং-ৎসর সঙ্গে দেখা করে বললেন, "চি পরিবারের কর্তা চোয়ান-য়্যুর উপর আক্রমণ করতে প্রস্তুত হচ্ছেন।"

খুং-ৎস বললেন, "ছিউ[২] এ দোষ কি তোমার নয়? পুরাকালের সম্রাটরা চোয়ান-য়্যুকে পূর্ব-মংএর অধিপতি করে গেছেন, তাছাড়া আমাদের রাজ্যের মধ্যে সে দেশ অবস্থিত, আমাদের দেশের সে একজন রাজকর্মচারী, তার উপর আক্রমণ চলে কি করে?"

রান-ইঔ বললেন, "আমাদের প্রভু তো দেখছি তাই চান, আমরা তাঁর দুই মন্ত্রী কিন্তু এর বিরুদ্ধে।"

খুং-ৎস বললেন, "ছিউ, চৌ-রেন বলেছেন 'শক্তি থাকলে নিজের স্থান অধিকার করো, নয়তো স্থির থাকো।' যে বিপদের সময় ভার না নেয়, পড়ে গেলে তুলে না ধরে তার সাহচর্য বা সাহায্যের কি প্রয়োজন?' তাছাড়া তুমি ভুল বলছো। বাঘ কিংবা গণ্ডারনী যদি খাঁচার বাইরে আসে, কচ্ছপের খোলা বা দামী পাথর যদি তার খাপের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়—তবে দোষ কার?" রান-ইঔ বললেন, "কিন্তু এখন চোয়ান-য়্যু শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তাছাড়া ওই দেশ পি সহরের একেবারে কাছে, এখন যদি এই দেশ দখল করে না রাখা হয় তবে ওই স্থান ভবিষ্যতে আমাদের পুত্রপৌত্রদের কষ্টের কারণ হবে।"

১। লু রাজ্যের মধ্যে একটি সামন্ত রাজ্য।

২। রান-ইঔ।

খুং-ৎস বললেন, "ছিউ, ভদ্রসন্তান 'আমার চাই' এই কথার বদলে তাঁর প্রয়োজনের তাগিদ নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে ঘৃণা বোধ করেন। আমি শুনেছি যে, দেশের রাজা আর পরিবারের কর্তা, এঁরা সংখ্যাল্প-তার জন্য উদ্বিগ্ন হন না, এঁরা কষ্ট পান অসাম্য ঘটলে। অর্থাভাবে এঁরা কষ্ট পান না, এঁরা কষ্ট পান অশান্তিতে। সবাই যদি সমান পায় তবে কেউ আর গরীব থাকে না। একতা থাকলে সংখ্যাল্পতা থাকে না। শান্তি থাকলে ওলটপালটের ভয় থাকে না। অতএব দূরদেশের মানুষ যদি বশে আসতে না চায় তবে জ্ঞানচর্চার সাহায্যে মহত্ত্বের প্রকাশ দেখিয়ে তাদের কাছে টানতে হবে, কাছে এনে তাদের শান্তিতে থাকতে দিতে হবে। এখন যখন দূরের মানুষ বশে আসছে না, তোমরা দুজন কর্মচারী তোমার প্রভুর সাহায্যে তাদের কাছে টানতেও পারছো না, দেশ ভাগ হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তোমরা সেটাও রোধ করতে পারছো না আর তবু তোমরা দেশের মধ্যে ঢাল তলোয়ার ঘোরাচ্ছো! আমার মনে হচ্ছে চি পরিবারের পৌত্রদের কষ্ট চোয়ান-য়্যুতে নেই, আছে তোমাদের দরবারের পর্দার আড়ালে।"

২। খুং-ৎস বললেন, "রাজ্য যখন সত্যপথে পরিচালিত হয়, তখন শিষ্টাচার, সঙ্গীত, শত্রুদমন এই সবই স্বর্গপুত্র সম্রাটের কাছ থেকে পাওয়া যায়। রাজ্য যখন সত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট তখন শিষ্টাচার, সঙ্গীত, শত্রুদমন এইসব রাজকুমারদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। রাজকুমারদের দ্বারা পরিচালিত হলে এই সবই দশ পুরুষের বেশী থাকে না। যদি বড় বড় মন্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত হয় তবে পাঁচ পুরুষের বেশী থাকে না। যদি করদ রাজ্যের মন্ত্রীদের হাতে পরি-চালনার এইসব ভার যায় তবে তিন পুরুষের বেশী থাকে না। রাজ্যে যখন সত্য প্রতিষ্ঠিত তখন রাজকার্য্য পরিচালনার ভার বড় বড় মন্ত্রীদের হাতে থাকে না। রাজ্যে যখন সত্য প্রতিষ্ঠিত তখন জন-সাধারণের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় না।"

৩। খুং-ৎস বললেন, "গত পাঁচ পুরুষ ধরে দেশের টাকা রাজাদের বাড়ির বাইরে চলে গেছে। চার পুরুষ ধরে দেশ পরিচালনা করছেন বড় বড় মন্ত্রীরা। অতএব তিন হোয়ানের পুত্রপৌত্রদের অবস্থা অনেক খারাপ।"

৪। খুং-ৎস বললেন, "তিন রকমের বন্ধুত্ব হচ্ছে প্রকৃষ্ট, আবার তিন রকমের বন্ধুত্ব হচ্ছে নিকৃষ্ট। দৃঢ়মতি, বিশ্বাসী, এবং যে অনেক কিছু দেখেছে শুনেছে, এরাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট বন্ধু। চাটুকার, স্তুতিবাদী, এবং মনভোলানো কথা যারা বলে সেই সব বন্ধু হচ্ছে নিকৃষ্ট।"

৫। খুং-ৎস বললেন, "তিনটি প্রকৃষ্ট জিনিষ আছে যাতে মানুষ আনন্দ পায়, আবার তিনটি নিকৃষ্ট জিনিষ আছে যাতে মানুষ আনন্দ পায়। প্রকৃষ্ট আনন্দের মধ্যে আছে, শিষ্টাচার এবং সঙ্গীতের নিয়মাবলী পালন, মানুষের মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা নিয়ে আলোচনা, বহু মহৎ ব্যক্তিকে বন্ধুভাবে পাওয়া। নিকৃষ্ট আনন্দের মধ্যে আছে, অতি-আড়ম্বর, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ এবং ভোজ-বিলাস।"

৬। খুং-ৎস বললেন, "উচ্চবংশীয় মহান ব্যক্তির সামনে দাঁড়ালে তিন রকম ভুল হতে পারে। অসময়ে কথা কওয়া, যাকে বলা হয় ধৃষ্টতা। সময়ে কথা না কওয়া, যাকে বলা হয় গোপনতা এবং মুখের ভাব না দেখে কথা কওয়া, যাকে বলা যায় অন্ধতা।"

৭। খুং-ৎস বললেন, "ভদ্রসন্তানকে তিনটি বিষয় সাবধান হতে হবে। অল্প বয়সে শারীরিক শক্তি যখন স্থৈর্য লাভ করেনি, তখন কামাতুরতা থেকে সাবধান। পূর্ণ বয়সে শারীরিক শক্তি যখন পূর্ণতা লাভ করেছে, তখন ঝগড়া-মারামারি থেকে সাবধান। বৃদ্ধ বয়সে যখন শক্তি হ্রাস পেয়ে আসবে তখন গৃধ্নুতা থেকে সাবধান।

৮। খুং-ৎস বললেন, "ভদ্রসন্তানের তিনটি বিষয় ভয় আছে, ভগবানের নির্দেশ, মহান ব্যক্তি, আর সাধুদের বাক্য। ক্ষুদ্র মানুষে

ভগবানের নির্দেশের বিষয় অজ্ঞ তাই তাতে ভয় পায় না, ব্যক্তিদের প্রতি তার শ্রদ্ধার অভাব থাকে, আর সাধুদের বাক্য নিয়ে সে তামাসা করে।”

৯। খুং-ৎস বললেন, “সর্বশ্রেষ্ঠ মানবরা জ্ঞান নিয়েই ভূমিষ্ঠ হন। যারা শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে তারা হচ্ছে পরের ধাপ। যারা অতি কষ্টে শিক্ষা লাভ করে তারা হচ্ছে তৃতীয় ধাপ। যারা বহু কষ্টস্বীকার করা সত্ত্বেও শিক্ষালাভে অক্ষম তারা হচ্ছে সর্বনিম্ন স্তরের মানুষ।”

১০। খুং-ৎস বললেন, “ভদ্র সন্তানের নয়টি উদ্দেশ্য থাকে। পরিস্কার ভাবে লক্ষ্য করা, যা শোনা যায় সেটিকে বোঝা, ব্যবহারের সময় সহৃদয়তা, চালচলনে গাম্ভীর্য্য, কথার মধ্যে বিশ্বাস, কাজের উপর শ্রদ্ধা, সন্দেহ হলে প্রশ্ন করা, ক্রোধ হলে তার কঠিন ফলাফলের কথা চিন্তা করা, আর লাভের সময় সত্য চিন্তা করা।”

১১। খুং-ৎস বললেন, “শুভচিন্তার কাছে যেন আর কিছুতেই যাওয়া যায় না, অশুভ চিন্তা যেন ফুটন্ত জলে হাত ডোবানো। এই ধরণের মানুষ আমি দেখেছি, আমি এই ধরণের কথা শুনেছি। নিজেদের লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে নিরালায় বাস, আর সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য সত্য আচরণ—এই ধরণের কথা শুনেছি বটে কিন্তু মানুষ দেখিনি।”

১২। ছি রাজ্যের রাজা চিং-এর এক হাজার চারঘোড়ার দল ছিল, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে সাধারণ লোকে তাঁর মধ্যে এমন কোনও মহত্ত্ব খুঁজে পায়নি যে তাঁর গুণগান করবে। পো-ই[১] ও শূ-ছী[১] ক্ষিদের জ্বালায় শোও-ইয়াং পাহাড়ের তলায় দেহত্যাগ করেন, আর জনসাধারণে আজ অবধি তাঁদের জয়গান করে আসছে। এর থেকেই তো সব বোঝা গেল।”

১। পঞ্চম স্কন্ধের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৩। ছেন-খাং[২] পো-য়্যুকে[৩] প্রশ্ন করলেন, "আমাদের সঙ্গে ছাড়া গুরুদেবের কাছ থেকে আলাদা কিছু কি আপনি শুনেছেন ?"

"না, তবে একদিন উনি একলা দাঁড়িয়েছিলেন, আমি দ্রুত ঘরের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছিলুম, উনি ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন কাব্যসংগ্রহ পড়েছি কিনা ? আমি বললুম, 'না পড়িনি'। উনি বললেন কাব্যসংগ্রহ না পড়লে তোমার সঙ্গে আলাপ করা চলবে না। আমি চলে এলুম, তারপর থেকে কাব্যসংগ্রহ পড়ছি। আর একদিন সেই একই ভাবে তিনি একলা দাঁড়িয়েছিলেন। আমি দ্রুত ঘরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলুম, উনি জিগেস করলেন শিষ্টাচার শিখেছি কি না ? আমি বললুম 'না শিখিনি।' উনি বললেন শিষ্টাচার না শিখলে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আমি চলে এলুম, তারপর থেকে শিষ্টাচার শিখছি। এই দুটি জিনিষ আমি ওঁর কাছে শুনেছি।"

ছেন-খাং খুশী মনে ফিরে এসে বললেন, "আমি একটি প্রশ্ন করলুম আর শুনলুম তিনটি জিনিষ। কাব্যসংগ্রহের বিষয় শুনলুম, শিষ্টাচারের বিষয় শুনলুম, আর জানলুম যে ভদ্র সন্তান তাঁর পুত্রের থেকেও নিজের দূরত্ব রেখে চলেন।"

১৪। রাজা তাঁর স্ত্রীকে 'রাণী' বলে ডাকেন, আর স্ত্রী নিজেকে বলেন 'সেবিকা', রাজ্যের জনসাধারণ তাঁকে 'রাজরাণী' বলে ডাকে, বিদেশীদের কাছে বলে 'আমাদের রাণী', বিদেশীরাও তাঁকে 'রাজরাণী' বলে।

২। শিষ্য ৎস-ছিন।

৩। খুং-ৎসর পুত্র।

সপ্তদশ স্কন্ধ

১। ইয়াং-হো[1] খুং-ৎসর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে খুং-ৎস তা অগ্রাহ্য করেন। তখন উনি খুং-ৎসকে একটি শূকর শাবক উপহার দেন। ইয়াং-হোর অনুপস্থিতিতে খুং-ৎস তাঁর বাড়িতে ভদ্রতা রক্ষা করতে যান। রাস্তায় তাঁদের দেখা হয়ে যায়।

উনি খুং-ৎসকে বলেন, "আসুন আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। আচ্ছা, রত্নটিকে বুকে ধরে দেশকে উচ্ছন্নের পথে এগিয়ে দেওয়া কি ধর্ম?"

"না, মোটেই নয়।"

"কাজকে যে ভালোবাসে সে যদি বারবার কাজের সুযোগ হারায় তাকে কি বুদ্ধিমান বলা চলে?"

"না, মোটেই নয়।"

"দিন চলে যাচ্ছে, মাস চলে যাচ্ছে, বছর আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে না।" খুং-ৎস বললেন, "ঠিকই, আমাকে এইবার একটা কাজ নিতে হয়।"

২। গুরুদেব বললেন, "প্রকৃতিগতভাবে সব মানুষই প্রায় এক, কিন্তু কাজের দ্বারাই তাদের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়।"

৩। গুরুদেব বললেন, "অতি জ্ঞানী এবং অতি মূর্খ, এদের মধ্যে পরিবর্তন হয়না।"

৪। গুরুদেব উ-ছং[2]-এ এসে গান আর বাজনার শব্দ শুনতে

১। চি রাজ্যের পরাক্রান্তশালী দুষ্ট মন্ত্রী।

২। শানতুং প্রদেশের পি জিলার একটি ছোট সহর। খুং-ৎসর শিষ্য ৎস-ইঔ ছিলেন এই সহরের নগরপাল।

পেলেন। গুরুদেব খুসী হয়ে হেসে বললেন, "মোষবলির খড়্গা দিয়ে মুরগী কাটা কেন?" ৎস-ইঔ উত্তর দিলেন, "গুরুদেব আপনাকে আমি আগে বলতে শুনেছি, 'ভদ্রসন্তান সত্যপথে গিয়ে মানুষদের ভালোবাসেন, আর সাধারণ মানুষে যখন সত্যপথে চলে তখন তাদের পরিচালনা করা হয় সহজ।' গুরুদেব বললেন, "শিষ্যগণ, ইয়েন[১] ঠিকই বলেছে, খেলার ছলে এ কথা আমি বলেছিলুম বটে।"

৫। কুং-শান ফু-রাও জোর করে পি দখল করে গুরুদেবকে ডেকে পাঠালেন, ওঁর দেখা করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ৎস-লু্ বিরক্ত হয়ে বললেন, "আপনার যাওয়া হতেই পারে না। কুং-শানের সঙ্গে আপনি দেখা করতে যাবেন কেন?" গুরুদেব বললেন, "ইনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তা কি অকারণে? কেউ যদি আমাকে কাজে লাগায় তবে আমি পূর্ব-চৌ[২] কি গড়ে তুলতে পারি না?"

৬। ৎস-চাং খুং-ৎসকে প্রশ্ন করলেন ধর্ম কি? খুং-ৎস বললেন, "আকাশের নীচে পাঁচটি বিষয় অভ্যাস করাই হচ্ছে ধর্ম।"

"সেগুলি কি?"

"শ্রদ্ধা, ক্ষমা, বিশ্বাস, একাগ্রতা এবং দয়া। যাঁর শ্রদ্ধা আছে তিনি কখনও অপমানিত হন না। যিনি ক্ষমা করেন তিনি সকলকে জয় করেন। যাঁরা বিশ্বাস রক্ষা করেন মানুষ তাঁদেরই উপর আস্থা রাখে। একাগ্রতা আনে সফলতা। দয়া আনে অপরকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা।"

৭। পি-শী নিমন্ত্রণ করলে গুরুদেবের ইচ্ছা ছিল তিনি যান। ৎস-লু্ বললেন, "গুরুদেব, আপনাকে আমি আগে বলতে শুনেছি 'যে মানুষ নিজে অসৎ আচরণ করেছে, ভদ্রসন্তান তার সঙ্গে মিশবে

১। ৎস-ইঔ এর অপর নাম।

২। পশ্চিম চীনের চৌ রাজ্যের মতন।

না।' পি-শী জোর করে চুং-মৌ দখলে এনেছেন, তাঁর সঙ্গে আপনি কি হিসাবে দেখা করবেন?" গুরুদেব বললেন, "হ্যাঁ, এ কথা আমি বলেছি। তবে এও তো বলা হয় যে, যে জিনিষ সত্যই শক্ত তাকে ঘষলেও পাতলা করা যায় না, যে জিনিষ সত্যই সাদা তাকে কালো কাদায় ডুবিয়েও কালো করা যায় না। আমি কি একটা তিত লাউ না কি যে কোন কিছু না খেয়ে শূন্যে ঝুলে থাকবো?"

৮। গুরুদেব বললেন, "ইউ,[১] ছয়টি কথা আর তার ছয়টি আবরণের বিষয় তুমি শুনেছ কি?"

"না শুনি নি।"

"বসো,তোমাকে বলি। ধর্মকে ভালোবাসা অথচ শিক্ষাকে অপছন্দ করা এই আবরণ না সরিয়ে দিলে আসে মূর্খতা। জ্ঞানকে ভালোবাসা অথচ শিক্ষাকে অপছন্দ করা, এই আবরণ না সরিয়ে দিলে আসে স্পর্ধা। বিশ্বাসকে ভালোবাসা অথচ শিক্ষাকে অপছন্দ করা, এই আবরণ না সরিয়ে দিলে আসে নিষ্ঠুরতা। সত্যকে ভালোবাসা অথচ শিক্ষাকে অপছন্দ করা, এই আবরণ না সরিয়ে দিলে আসে ধৃষ্টতা। সাহসকে ভালোবাসা অথচ শিক্ষাকে অপছন্দ করা, এই আবরণ না সরিয়ে দিলে আসে বিপ্লব। কঠোরতাকে ভালোবাসা অথচ শিক্ষাকে অপছন্দ করা, এই আবরণ না সরিয়ে দিলে আসে উন্মত্ততা।"

৯। গুরুদেব বললেন, "বাছারা, তোমরা কাব্যসংগ্রহ অধ্যয়ন করো না কেন? কাব্য মনকে তোলে জাগিয়ে, চোখ দেয় ফুটিয়ে, সমাজে শেখায় মিশতে, মনের ক্ষোভ শেখায় দমন করতে। ঘরের কাজের মধ্যে শেখায় পিতার সেবা, আর বাইরের কাজের মধ্যে শেখায় রাজার সেবা, শেখায় পাখী, পশু, আর গাছপালার নাম।"

১। শিষ্য ৎস-লু।

১০। গুরুদেব পো-য়্যুকে বললেন, "তুমি চৌ-নান[১] আর শাও-নান[১] অধ্যয়ন কি শেষ করেছো? যে চৌ-নান আর শাও-নান অধ্যয়ন করেনি সে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো মানুষের মতন নয় কি?"

১১। গুরুদেব বললেন, "লোকে বলে 'শিষ্টাচার! শিষ্টাচার!' শিষ্টাচার কি শুধুই মণিমাণিক্য আর রেশমী কাপড়? লোকে বলে 'সঙ্গীত! সঙ্গীত!' সঙ্গীত কি শুধুই ঘণ্টা আর ঢাকের বাদ্য?"

১২। গুরুদেব বললেন, "বাইরে কঠোরভাব আর ভিতরে যে নরম সে ক্ষুদ্র মানুষেরই মতন নয় কি? যেন দেওয়ালে সিঁদকাটা চোর!"

১৩। গুরুদেব বললেন, "গ্রামের সৎ লোকেই গুণাপহারী হয়ে থাকে।"

১৪। গুরুদেব বললেন, "সত্যকে জানার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ধারে সেই সত্যের ব্যাখ্যা হচ্ছে আমাদের মহত্বের ক্ষয়।"

১৫। গুরুদেব বললেন, "নিম্নস্তরের সহকর্মীর সঙ্গে সম্রাটের সেবা করা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়! যখন থাকে না তখন সে কি করে পাবে কেবল তারই চিন্তা করে। আর যখন পায় তখন সে কি করে না হারায় কেবল তারই চিন্তা করে। যদি দেখে হারাতে বসেছে তবে সে করতে না পারে এমন কাজ নেই।"

১৬। গুরুদেব বললেন, "পুরাকালে মানুষের তিনটি দোষ ছিল, এখনকার দিনে সেগুলি আর হয়তো নেই। আগেকার কালে নিষ্ঠুর লোকে ছোটখাটো ব্যাপার গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতো না আর আজকাল নিষ্ঠুর লোকে যথেচ্ছাচার করছে। আগেকার কালে কঠোরতার মধ্যে ছিল গাম্ভীর্য্য আর আজকাল কঠোরতা হচ্ছে রাগ আর অত্যাচার। আগেকার কালে বোকারা ছিল সরল আর আজকালকার বোকারা হচ্ছে পাকা শঠ।"

১। কাব্য-সংগ্রহের প্রথম দুটি অংশ।

১৭। গুরুদেব বললেন, "ধর্মের সহিত চতুর কথা আর ছলনাময়ী রূপ সাধারণত অল্পই দেখা যায়।"

১৮। গুরুদেব বললেন, "বেগনী রং লালের আসন দখল করছে দেখলে আমার ঘৃণা হয়। চং-এর শব্দ ইয়ার সঙ্গীত লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে শুনলে আমার ঘৃণা হয়। যে চতুর কথায় রাজ্য আর পরিবার উচ্ছন্নে যাচ্ছে সে-কথা কানে এলে আমার ঘৃণা হয়।"

১৯। গুরুদেব বললেন, "আমার ইচ্ছা হয় চুপ করে থাকি।"

ৎস-কুং বললেন, "গুরুদেব, আপনি যদি চুপ করে থাকেন তবে আমরা, আপনার শিষ্যরা, কি লিখে রাখবো?"

গুরুদেব বললেন, "স্বর্গ কি কথা বলে? চার ঋতু ঠিকই সময় মতো যায় আসে, সব কিছুরই জন্ম হচ্ছে, তবু স্বর্গ কি কথা বলে?"

২০। জু-পেই[1] খুং-ৎসর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। অসুস্থতার অজুহাতে খুং-ৎস দেখা করতে অস্বীকার করেন। সংবাদবাহক যখন দরজার বাইরে গেছে তখন উনি ছিন বাজিয়ে গান গাইতে লাগলেন যাতে করে সে যেন শুনতে পায়।

২১। ৎসাই-ও[2] তিন বছরের অশৌচের বিষয় প্রশ্ন করে বললেন যে এক বছরই যথেষ্ট।

"তিন বছর ধরে ভদ্রসন্তান যদি শিষ্টাচারের নিয়মাবলী পালন না করেন তবে সেগুলি নিশ্চয়ই নষ্ট হয়ে যাবে; তিন বছর ধরে তিনি যদি সঙ্গীতচর্চা না করেন তবে সঙ্গীতের ক্ষতি হবেই। পুরানো শস্য শেষ হয়, নতুন ফসল উঠে; যে কাঠের গায়ে ফুটো করে আগুন পাই, এ সবই এক বছরের মধ্যে শেষ হয়।"

গুরুদেব বললেন, "আতপ চাল খেয়ে আর রেশমি কাপড় পরে কি তুমি শান্তি পাবে?"

১। ইনি কোন এক সময় অল্পকালের জন্যে খুং-ৎসর কাছে শিক্ষালাভ করেন।

২। একজন শিষ্য।

"পাবো।"

"যদি শান্তি পাও তো তাই করো। ভদ্রসন্তানের অশৌচকালে অন্ন মুখে মিষ্টি লাগে না, সঙ্গীত শুনে তিনি আনন্দ পান না, নিজের গৃহে তিনি আরাম পান না। অতএব তিনি এই সমস্তই বর্জন করেন। তবে তুমি যদি এইসবের মধ্যেই শান্তি পাও তাহলে এরা থাক।"

ৎসাই-ও চলে গেলে গুরুদেব বললেন, "য়্যুর[১] মধ্যে ধর্মের অভাব রয়েছে। শিশু তিন বছরের আগে পিতামাতার কোলছাড়া হয় না। তিন বছরের অশৌচ সারা দেশ পালন করছে। য়্যু কি তিন বছর ধরে পিতামাতার স্নেহ লাভ করেছিলো?"

২২। গুরুদেব বললেন, "সারাদিন শুধু পেট পুরে খাবে আর মন দিয়ে কিছু করবে না, সে মানুষকে শুধরানো বড়ই কঠিন! জুয়া বা দাবাও তো খেলতে পারে! সেও বরং ভালো।"

২৩। ৎস-লু বললেন, "ভদ্রসন্তান কি সাহসকে সম্মান দেন?"

গুরুদেব বললেন, "ভদ্রসন্তান সত্যকে দেন সবচেয়ে উচ্চ স্থান। যে ভদ্রসন্তান সত্যপন্থী নন অথচ সাহসী তিনি হয়ে উঠেন বিদ্রোহী। যে ক্ষুদ্র লোক সত্যপন্থী নয় অথচ সাহসী সে হয়ে উঠে ডাকাত।"

২৪। ৎস-কুং বললেন, "ভদ্রসন্তান কি ঘৃণা করেন?"

গুরুদেব বললেন, "করেন বৈ কি! মানুষের নিন্দা প্রচার করতে তিনি ঘৃণা বোধ করেন; নিম্নস্তরের মানুষ যখন উচ্চস্তরের পুরুষকে গালি দেয় তখনও তিনি ঘৃণা বোধ করেন; যে সাহসিকতার পিছনে শিষ্টাচার নেই তাও তিনি ঘৃণা করেন; যে গোঁয়ার একরোখা, সাহস ছাড়া আর কিছুই বোঝে না তিনি তাকেও ঘৃণা করেন। ৎস তুমিও কি ঘৃণা করো?"

"যারা গুপ্তচর বৃত্তিকে জ্ঞান আহরণ করা ভাবে আমি তাদের ঘৃণা

১। শিষ্য ৎসাই-ও।

করি ; যারা হঠকারিতাকে সহজ ভাবে আমি তাদের ঘৃণা করি ; যারা গুপ্ত কথা প্রকাশ ক'রে ভাবে তারা সাধু আমি তাদেরও ঘৃণা করি।"

২৫। গুরুদেব বললেন, "কেবলমাত্র মেয়েদের আর চাকরদের লালন করাই হচ্ছে শক্ত। যদি তাদের প্রশ্রয় দাও তাহলে তারা আর বশে থাকবে না, আর যদি তাদের দূরে ঠেলে রাখো তাহলে তারা অসন্তুষ্ট হবে।"

২৬। গুরুদেব বললেন, "চল্লিশ বছর বয়সে যদি কেউ ঘৃণার পাত্ররূপে বিবেচিত হয় তবে সে বরাবর তাই থাকবে।"

অষ্টাদশ স্কন্ধ

১। ওয়েই-এর রাজা[১] নির্বাসনে গেলেন, চির রাজা[১] দাসত্ব বরণ করলেন, পি-কান[১] উপরোধ করতে গিয়ে নিহত হলেন। খুং-ৎস বললেন, "ইন রাজবংশে এই তিনজন ধার্মিক পুরুষ ছিলেন।"

২। লিউ-শিয়ার হুইকে তিনবার ফৌজদারী আদালতের বিচার-পতির পদ থেকে অপসারিত করা হয়। কেউ তাঁকে প্রশ্ন করে, "আপনি চলে গেলেই তো পারেন?" উনি বললেন, "সত্য পথে থেকে আমি যদি মানুষের কাজে লাগি তবে কোথায় গেলে আমি তিনবার বরখাস্ত হবো না বলতে পারো? আর যদি আমি অসৎ পথে থেকেই মানুষের কাজে লাগি তবে আর নিজের পিতামাতার দেশ কেন ছেড়ে যাই?"

৩। খুং-ৎসর সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করা যায় ছির রাজা চিং সেই বিষয়ে বললেন, "চি পরিবারের কর্তাকে আমি যেভাবে খাতির করি ওঁকে সেভাবে খাতির করতে আমি অক্ষম। চি পরিবারের কর্তা আর মং পরিবারের কর্তা, এই দুজনকে যে খাতির দেখানো হয় তার মাঝামাঝি ওঁকে খাতির করা যেতে পারে। তাছাড়া আমার বয়স হয়েছে, ওঁকে দিয়ে আমার কোনও কাজ হবে না।" খুং-ৎস চলে গেলেন।

৪। ছি রাজ্যের অধিবাসীরা চি-হোয়ানকে[২] একদল নর্তকী উপহার পাঠালে উনি তাদের নিয়ে তিন দিন রাজকার্য ভুলে রইলেন। খুং-ৎস চলে গেলেন।

১। এঁরা তিনজনেই ইন বংশের শেষ সম্রাট নিষ্ঠুর চাও-এর আত্মীয়। সম্রাট চাও-এর আদেশেই এঁদের এই অবস্থা ঘটেছিল।

২। লু রাজ্যের রাজা, যাঁর কাছে খুং-ৎস কাজ করছিলেন।

৫। ছু রাজ্যের পাগলা চিয়ে-য়ু্য খুং-ৎসর পাশ দিয়ে যেতে যেতে গান গেয়ে উঠলো :

ফং[১] পাখি! ও ফং পাখি!
তোমার শ্রেষ্ঠত্বের পতন ঘটেছে!
যা গেছে তা নিয়ে হা হুতাশ বৃথা!
এখন ভবিষ্যতের কথা ভাবো।
এইসব ছেড়ে দাও! এইসব ছেড়ে দাও!
আজ যে রাজকার্যে যোগ দেবে
তার সর্বনাশ অবধারিত।

খুং-ৎস নেমে এসে ওর সঙ্গে কথা কইতে চাইলেন, ও কিন্তু তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল, কথা বলা আর হলো না।

৬। ছাং-চ্যু আর চিয়ে-নি একসঙ্গে চাষ করছিলেন। খুং-ৎস সেইখান দিয়ে যাবার সময় ৎস-লুকে পাঠালেন খেয়ার খোঁজ নিতে। ছাং-চ্যু বললেন, "গাড়ির লাগাম ধরে আছেন উনি কে?" ৎস-লু বললেন, "উনি হচ্ছেন খুং-ছিউ।"

"লু রাজ্যের বাসিন্দা খুং-ছিউ না কি?"

"হ্যাঁ।"

"তবে তো উনি খেয়ার খবর জানেন।"

চিয়ে-নির কাছে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, "আপনি কে?"

"আমার নাম চুং-ইউ।"

"লু রাজ্যের বাসিন্দা খুং-ছিউ এর শিষ্য?"

"হ্যাঁ।"

"রাজ্যে বড় বড় ঢেউ উঠেছে, এর মধ্যে পরিবর্ত্তন আনা কার সাধ্য? যে কেবল এ মানুষ আর সে মানুষকে ত্যাগ করে বেড়ায় তার শিষ্য না হয়ে যারা এই জগতকে একেবারে ত্যাগ করেছে

১। ফং পাখি দেশের মঙ্গলের প্রতীক। এখানে খুং-ৎসকেই ফং বলা হচ্ছে।

তাদেরই শিষ্য হও না কেন ?" এই বলে তিনি বীজের উপর মাটি চাপা দিতে লাগলেন, আর থামলেন না।

ৎস-লু গুরুদেবকে গিয়ে এই কথা বলাতে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "পশু পক্ষীর সঙ্গে মেশা সম্ভবপর নয়, মানুষ ছাড়া আর কার সঙ্গে মিশবো ? আর রাজ্যে যদি সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আর আমার পরিবর্ত্তন আনয়নের প্রয়োজন কি ?"

৭। ৎস-লু গুরুদেবের সঙ্গে যেতে যেতে যখন পিছিয়ে পড়েছিলেন, রাস্তায় বাঁশের ডগায় চুপড়ি কাঁধে এক বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো।

ৎস-লু তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "গুরুদেবকে দেখেছেন ?"

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, "তোমার চার অঙ্গ পরিশ্রমে অভ্যস্ত নয়, তুমি পাঁচটি শস্যের তফাৎ জানো না, তোমার আবার গুরু কে ?" এই বলে লাঠিটা মাটিতে পুঁতে তিনি আগাছা তুলতে শুরু করলেন। ৎস-লু দুই হাত বুকের উপর জড়ো করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ৎস-লু সেই রাতটা বৃদ্ধের বাড়িতেই কাটালেন। মুর্গী কেটে, বাজরা রেঁধে খাইয়ে, বৃদ্ধ তাঁর দুই ছেলের সঙ্গে ৎস-লুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরের দিন ৎস-লু রওনা হয়ে গুরুদেবকে খবরটা দিলেন। গুরুদেব বললেন, "উনি একজন সন্ন্যাসী, তারপর ৎস-লুকে আবার পাঠালেন ওঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য, কিন্তু সেখানে পোঁছে ৎস-লু দেখেন তিনি চলে গেছেন।

ৎস-লু তখন বললেন, "রাজকার্য্যে নিযুক্ত না-হওয়া উচিত নয়। বড় ছোটর সম্পর্ক যদি অবহেলা না করি তবে সম্রাট আর মন্ত্রীদের সম্পর্কে উনি অবহেলা দেখান কি প্রকারে ? নিজের শরীর শুদ্ধ রাখতে গিয়ে উনি বিরাট কর্ত্তব্যের মধ্যে গোলমাল এনে ফেলেছেন। যিনি ভদ্রসন্তান তিনি রাজকার্য্যে যোগ দিয়ে উচিত কাজ করে চলেন, যদিও মনে মনে জানেন যে সত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।"

৮। যে মহাপুরুষরা পৃথিবীর হুল্লোড়ের থেকে নিজেদের সরিয়ে

নিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন পো-ই, শূ-ছী, য়্যু-চুং, ই-ই, চু-চাং, লিউ-শিয়ার হুই, এবং শাও-লিয়েন। গুরুদেব বললেন, "নিজেদের ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি না দিয়ে, নিজেদের শরীর যাঁরা কলঙ্কিত করতে চাননি তাঁরা হচ্ছেন পো-ই ও শূ-ছী। লিউ-শিয়ার হুই এবং শাও-লিয়েন নিজেদের ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিয়ে শরীর কলঙ্কিত করেছিলেন বটে কিন্তু তাঁদের কথার মধ্যে ছিল যুক্তি আর তাঁদের কাজের ফল দেখতে সবাই উদ্‌গ্রীব থাকতেন। এঁদের বিষয় এইটুকুই বলা চলে। য়্যু-চুং আর ই-ইর বিষয় বলা যায় যে তাঁরা নিজেদের নিভৃতে লুকিয়ে রেখে বাণী প্রচার করেছেন। তাঁদের শরীর ছিল শুদ্ধ আর তাঁরা ছিলেন সুবিধাবাদী। আমি এঁদের সবার থেকে পৃথক, 'করতেই হবে' আর 'কিছুতেই করবে না' এর দুটোই আমার অজানা।"

৯। সঙ্গীতগুরু চ্‌ চলে গেলেন ছি রাজ্যে। দ্বিতীয় ভোজের সঙ্গীত পরিচালক কান চলে গেলেন ছু রাজ্যে। তৃতীয় ভোজের সঙ্গীত পরিচালক লিয়াও চলে গেলেন ৎসাই রাজ্যে। চতুর্থ ভোজের সঙ্গীত পরিচালক চ্যুয়ে চলে গেলেন ছিন রাজ্যে। দামামা-বাজিয়ে ফাংশু চলে গেলেন নদীর ধারে। ডমরু বাজিয়ে উ চলে গেলেন হান নদীর পারে। সঙ্গীতাচার্য্য ইয়াং আর পাথরের-ফলক-বাজিয়ে সিয়াং চলে গেলেন সমুদ্রের ধারে।

১০। চৌ-এর রাজা লুর রাজাকে[১] বললেন, "রাজন্যবর্গ তাঁদের আত্মীয়দের পরিত্যাগ করেন না, প্রধান মন্ত্রীদের খেদ করতে সুযোগ দেন না যে তাঁদের কাজের অভাব, গুরুতর কোনও কারণ না থাকলে পুরাতন পরিবারের কাউকে তিনি কর্মচ্যুত করেন না, এক মানুষের মধ্যে সর্বগুণের সমন্বয় তিনি চান না।"

১১। চৌ রাজ্যে আটজন রাজকর্মচারী ছিলেন, পো-তা, পো-কুয়ো, চুং-তু, চুং-হু, শু-ইয়ে, শু-সিয়া, এবং চি-সুই ও চি-কুয়া।

১। চৌ-রাজের পুত্র।

ঊনবিংশ স্কন্ধ

১। ৎস-চাং বললেন, “বিদ্বান যে সে বিপদের সম্মুখীন হলে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়। লাভের সুযোগ এলে সে ভাবে সৎপন্থার কথা। পূজার সময় তার মনে শ্রদ্ধার ভাবের উদয় হয় আর অশৌচকালে মনে আসে দুঃখের ভাব। এঁকেই আমরা মানুষ বলে স্বীকার করি!”

২। ৎস-চাং বললেন, “স্বকীয় গুণে অধিষ্ঠিত থেকেও যে সেই গুণের ব্যাপ্তি ইচ্ছা করে না, সত্য পথে বিশ্বাস থাকা সত্বেও যার মনে দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাব, সে আছে কি নেই তাতে কি যায় আসে?”

৩। ৎস-সিয়ার শিষ্যরা ৎস-চাংকে বন্ধুত্বের বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করাতে ৎস-চাং বললেন, “এই বিষয় ৎস-সিয়া কি বলেন?” শিষ্যরা বললেন, “ৎস-সিয়া বলেন—যার সঙ্গে আলাপ করলে তোমার সুবিধা হবে তার সঙ্গে আলাপ করো, যার সঙ্গে মিশলে তোমার সুবিধা হবে না তাকে সরিয়ে দাও।” ৎস-চাং বললেন, “আমি কিন্তু অন্য রকম শিখেছি। ভদ্রসন্তান গুণীর সম্মান দেন আর সাধারণের সঙ্গে মানিয়ে চলেন। যে ভালো তিনি তার গুণগান করেন, যে অকর্মণ্য তিনি তার প্রতি দয়া করেন। আমার এমন কি মহা গুণ আছে যে মানুষের মধ্যে এমন লোকও থাকতে পারে যাকে আমার সহ্য হয় না? আমার কি কোনও গুণই নেই যে লোকে আমায় ঠেলে সরিয়ে দেবে? আমি কেন অন্যকে সরিয়ে রাখবো?”

৪। ৎস-সিয়া বললেন, “ক্ষুদ্র পথেও লক্ষ্য করার মতন কিছু থাকতে পারে কিন্তু সেই পথে বেশী দূর অগ্রসর হলে কাদার মধ্যে আটকে যাবার সম্ভাবনা আছে। অতএব ভদ্রসন্তান সে পথে চলেন না।”

৫। ৎস-সিয়া বললেন, "যে মানুষ প্রতিদিন কেবল নিজের অভাবটুকুই মনে করে রাখে আর প্রতি মাসে তার লাভটুকু ভুলে যায়, সেই হচ্ছে জ্ঞানপিপাসু।"

৬। ৎস-সিয়া বললেন, "জ্ঞানের পরিধি বিস্তার আর ধ্রুব লক্ষ্য, সূক্ষ্ম প্রশ্ন আর মনের বিশ্লেষণ, এর মধ্যেই ধর্ম নিহিত।"

৭। ৎস-সিয়া বললেন, "কারিগর কাজ শেখে কারখানাতে আর ভদ্রসন্তান জ্ঞানের ভিতর দিয়ে সত্যে উপনীত হন।"

৮। ৎস-সিয়া বললেন, "ক্ষুদ্র মানুষ নিজের দোষ ঢাকবেই।"

৯। ৎস-সিয়া বললেন, "ভদ্রসন্তানের মধ্যে তিনটি পরিবর্ত্তন হয়। দূর থেকে তাঁকে কঠোর বলে মনে হয়। কাছে গেলে মনে হয় শান্ত আর কথা যখন তিনি বলেন তখন তাঁর ভাষা হয় সংযমী।"

১০। ৎস-সিয়া বললেন, "ভদ্রসন্তান সাধারণের বিশ্বাস লাভ করার পরে তবে তাদের উপর কাজের বোঝা চাপান। বিশ্বাস লাভ না করলে তারা ভাববে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। নিজের উপর অন্যের বিশ্বাস জন্মালে তবে তিনি ধমক দেন, বিশ্বাসের অভাব হলে মনে হবে গালি দেওয়া হচ্ছে।"

১১। ৎস-সিয়া বললেন, "মহৎ সত্যের চৌকাঠ না-ডিঙ্গোলেই চলবে, ছোট খাটো সত্যের উপর দিয়ে গমনাগমন চলতে পারে।"

১২। ৎস-ইঔ বললেন, "ৎস-সিয়ার শিষ্যরা জল ছিটোতে, ঝাঁট দিতে, উত্তর করতে, জবাব দিতে, এগোতে, পিছোতে, এই সব বিষয়েই দক্ষ। কিন্তু এই সবই অকিঞ্চিৎকর, মুখ্য জ্ঞানই তাদের নেই, অতএব তাদের শিক্ষা যথেষ্ঠ হয়েছে তা বলি কি করে?"

এই কথা শুনে ৎস-সিয়া বললেন, "হায়রে! ইয়েন-ইঔ[1] ভুল করেছেন। ভদ্রসন্তানের বিদ্যায় মুখ্য শিক্ষাটি দিয়ে, গৌণ শিক্ষা দেবার সময় কি আমি শিথিলতা দেখাতে পারি? গাছপালার মতই

১। ৎস-ইঔ।

নানাভাগে ভাগ করে নিতে হবে। ভদ্রসন্তানের বিদ্যায় মিথ্যা দোষারোপের স্থান থাকবে নাকি? একমাত্র মহাজ্ঞানীর পক্ষেই সুরুর সঙ্গে শেষকে এক করে দেখা সম্ভব।”

১৩। ৎস-সিয়া বললেন, “রাজ-কর্মচারী তাঁর কাজের পর উদ্‌বৃত্ত শক্তিটুকু বিদ্যা আহরণে নিয়োগ করবেন। বিদ্যার্থী তাঁর উদ্‌বৃত্ত শক্তিটুকু রাজকার্য্যে নিয়োগ করবেন।”

১৪। ৎস-ইঔ বললেন, “মরণাশৌচ পালনে চরম দুঃখ লাভের পর নিবৃত্ত হবে।”

১৫। ৎস-ইঔ বললেন, “আমার বন্ধু চাং[১] কঠিন কাজ শেষ করতে সক্ষম কিন্তু তবু তিনি ধর্মে উপনীত হতে পারেন নি।”

১৬। ৎসং-ৎস বললেন, “কি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চাং-এর ব্যবহার! তাঁর সহযোগে ধর্মপালন বড়ই কঠিন।”

১৭। ৎসং-ৎস বললেন, “আমি গুরুদেবকে বলতে শুনেছি—‘মানুষের ভিতর কি আছে, সেটি সে প্রকাশ করে না। কিন্তু পিতামাতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের সময় সেইটি ধরা পড়ে যায়’।”

১৮। ৎসং-ৎস বললেন, “আমি গুরুদেবকে বলতে শুনেছি—‘অন্যসব বিষয়ে আমরা মং-চুয়াং-এর মতন সুপুত্র হতে পারি, কিন্তু পিতার মন্ত্রীদের না সরিয়ে বা পিতার রাজ্য ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করে তিনি যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন তার সমকক্ষ হওয়া অতি দুরূহ’।”

১৯। মং পরিবারের কর্ত্তা ইয়াং-ফুকে[২] ফৌজদারী বিচারকের পদ দেওয়াতে তিনি ৎসং-ৎসর সঙ্গে এই বিষয় পরামর্শ করতে গেলেন। ৎসং-ৎস বললেন, “মাথার উপরে যাঁরা রয়েছেন তারাই সত্যপথ থেকে বিচ্যুত, জনসাধারণের মন বহুদিন হলো বিক্ষিপ্ত। যদি

১। ৎস-চাং।

২। ৎসং-ৎসর শিষ্য।

কখনও দোষী কে তা সত্যই নির্দ্ধারণ করতে পারো তবে তাকে দয়া দেখিও, উল্লসিত হয়ে উঠো না।"

২০। ৎস-কুং বললেন, "চৌ[১]-এর দুষ্কর্ম যতটা বলা হয় ততটা নয়। তাই ভদ্রসন্তান যেখানে জগতের সমস্ত পাপ এসে জড়ো হয় সেই নিম্নস্তরে থাকতে ঘৃণা বোধ করেন।"

২১। ৎস-কুং বললেন, "ভদ্র সন্তানের দোষ চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণের মতন। তাঁর দোষ সকলেই দেখতে পায়। তিনি যখন সেই দোষ কাটিয়ে উঠেন তখন সকলেই তাঁকে সাধুবাদ দেয়।"

২২। ওয়েই রাজ্যের কুং-সুন ছাও ৎস-কুংকে প্রশ্ন করলেন, "চুং-নি[২] কোথা থেকে বিদ্যার্জন করলেন?"

ৎস-কুং বললেন, "ওয়েন[৩] ও উর[৪] প্রদর্শিত পন্থা এখনও ধুলায় মিশিয়ে যায় নি। মানুষের মধ্যে এখনও সে পথ বর্তমান। তার যা কিছু বৃহৎ তা রয়েছে সাধু পুরুষদের মধ্যে, তার যা কিছু ক্ষুদ্র তা রয়েছে অসাধুদের মধ্যে। অতএব ওয়েন ও উর পথে চলে না এমন মানুষ নেই। গুরুদেবের এইটি না শিখে উপায় কি ছিল? সাধারণ শিক্ষকের প্রয়োজন তাই তাঁর হয়নি।"

২৩। শু-সুন উ-শু[৫] দরবারে গিয়ে রাজাদের কাছে বললেন, "চুং-নির চেয়ে ৎস-কুং মহৎ।"

ৎস-কুংকে এই কথাটি জানালেন ৎস-ফু চিং-পো। ৎস-কুং বললেন, "আমি একটি বাড়ি আর তার প্রাচীরের উপমা দিতে পারি। আমার বাড়ির প্রাচীর কাঁধ অবধি উঁচু, উঁকি দিলে বাড়ির ভিতরকার দামী

১। শাং বংশের শেষ রাজা।

২। খুং-ৎস।

৩। চৌ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা উর পিতা।

৪। চৌ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

৫। মং পরিবারের কর্তা।

জিনিষ সবই দেখা যায়। গুরুদেবের বাড়ির প্রাচীর বহু উঁচু, ফটক খুঁজে যদি প্রবেশ করা না যায় তবে তাঁর স্বজন-মন্দিরের সৌন্দর্য্য বা শত কর্মচারীর শোভা কিছুই দেখা সম্ভব নয়। সে ফটকে এসে খুব অল্প লোকেই পোঁছতে পারে অতএব প্রভু যা বলেছেন তা কি ওঁর কাছে আশা করা যায় না?"

২৪। শু-সুন উ-শু চুং-নিকে গালি দিলে ৎস-কুং বললেন, "এইসব বৃথা। চুং-নিকে গালি দিয়ে কোনও লাভ নেই। অন্য সকলের মহত্ব ছোট ঢিপির মতন, উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাওয়া যায়। চুং-নি সূর্য্য চন্দ্রের মতন, তাঁকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া যায় না। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইলেও সূর্য্য বা চন্দ্রের ক্ষতি উনি করবেন কি করে? এতে করে শুধু প্রমাণ হয় যে নিজের ক্ষমতার পরিধি সম্বন্ধে উনি অজ্ঞান।"

২৫। ছেন ৎস-ছিন১ ৎস-কুংকে বললেন, "আপনি বিনয়ী। চুং-নিকে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা যায় কি প্রকারে?"

ৎস-কুং বললেন, "একটি কথায় ভদ্র সন্তান তাঁর জ্ঞান প্রকাশ করেন, একটি কথায় আবার তাঁর অজ্ঞানতাও প্রকাশ করেন। অতএব আমাদের বাক্য বিষয় সাবধান হতে হবে। গুরুদেবের সমান কেউ হতে পারবেন না যেমন সিঁড়ি দিয়ে স্বর্গে কেউ উঠতে সক্ষম নয়। গুরুদেব যদি দেশের ভার বা পরিবারের ভার নিতেন তাহলে এই বাক্য সত্য হতো যে 'তিনি যাদের পথ দেখাবেন তারা তাঁর পশ্চাতে আসবে। তিনি শান্তি আনয়ন করবেন আর সবাই এসে সমবেত হবে। তিনি আলোড়ন আনবেন আর সকলে মিশে যাবে। জীবনে সম্মান পেয়ে মরণে তিনি সকলকে বিষণ্ণ করে যাবেন।' তাঁর তুল্য আর কে হতে পারে?"

১। খুং-ৎসর শিষ্য

বিংশ স্কন্ধ

১। ইয়াও বললেন, "হে শুন্! স্বর্গ-নিয়ন্ত্রিত উত্তরাধিকার এখন তোমার স্কন্ধে ন্যস্ত। পরম বিশ্বাসে মধ্য পথ অবলম্বন করে থাকবে। চতুঃসমুদ্রের মাঝে যদি দুরবস্থা ও অভাব প্রকাশ পায় তবে স্বর্গীয় দাক্ষিণ্য চিরতরে শেষ হবে।"

শুন্ পরে য়্যুকে এই একই আদেশ দিয়ে যান।

থাং বললেন, "আমি, ক্ষুদ্র শিশু লি, সাহসভরে এই কালো জন্তুটিকে বলি দিচ্ছি। হে সর্বাধিপতি ভগবান সাহসভরে তোমাকে আমি জানাচ্ছি যে পাপীকে ক্ষমা করতে আমার সাহসে কুলোয় না, আর তোমার অনুচরদের আমি অন্ধকারে ফেলে রাখি না। হে ভগবান, তাদের পরীক্ষা তোমারই মনের মধ্যে। আমার শরীরে যদি পাপ থাকে তবে তার জন্য সর্বদিকের মানুষ দায়ী নয়, সর্বদিকের মানুষ যদি পাপে লিপ্ত হয় তবে সেই পাপ যেন আমারই উপর বর্তায়।"

চৌ প্রভূত দান করলেন, সাধু ব্যক্তিরা ধনী হয়ে উঠলেন। 'নিকট আত্মীয় থাকা সত্ত্বেও ধর্মপ্রাণ পুরুষের সঙ্গে তাঁদের তুলনা হয় না। জনসাধারণে কেবল আমার একলার উপরই দোষারোপ করছে'[১] ওজন এবং মাপ এই দুটির বিষয় তিনি সাবধান হলেন, নিয়ম কানুন বিচার করে দেখলেন, যে সব রাজকর্মচারীদে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের ফিরিয়ে আনলেন, চারিদিকে সুব্যবস্থা প্রচলিত হলো। যে রাজ্যের পতন হয়েছিল সেই রাজ্য আবার গড়ে উঠলো, যে সব

১। সম্রাট উর (চৌ) উক্তি। নিষ্ঠুর সম্রাট চৌ-সিনকে দ্রুত সিংহাসনচ্যুত না-করার জন্য জনসাধারণে তাঁর উপর দোষারোপ করেছিল।

পরিবারের উত্তরাধিকার-সূত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো তিনি আবার তা ফিরিয়ে আনলেন। যে সব সাধু ব্যক্তিরা নিভৃতে বসবাস করছিলেন তাঁদের তিনি তুলে ধরলেন। সারারাজ্যে মানুষের মন তাঁর দিকে ফিরলো। তিনি জনসাধারণের খাদ্য, শোকাচার ও পূজার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। তিনি উদারতা দিয়ে সকলকে জয় করলেন, একাগ্রতা দিয়ে মানুষের বিশ্বাস লাভ করলেন, কর্মের ভিতর তিনি পেলেন সিদ্ধি, তাঁর বিচারে সবাই আনন্দিত হয়ে উঠলো।

২। ৎস-চাং খুং-ৎসকে প্রশ্ন করলেন, "রাজ্য পরিচালনা ঠিক কি ভাবে করা যায়?" গুরুদেব বললেন, "যিনি পঞ্চ সুন্দরকে সম্মান দেখিয়ে চারটি পাপ ত্যাগ করবেন তিনিই রাজ্য পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন।"

ৎস-চাং বললেন, "পঞ্চ সুন্দর বলতে কি বোঝায়?" গুরুদেব বললেন, "ভদ্র সন্তান দয়ালু হবেন কিন্তু অমিতব্যায়ী হবেন না, কাজের ভার দেবেন কিন্তু দেখবেন যে মানুষ যেন তাতে করে বিরক্ত না হয়ে ওঠে, তাঁর ইচ্ছা লোভে পরিণত হবে না, গাম্ভীর্য্য দাম্ভিকতায় পরিণত হবে না, তাঁর প্রতাপ কখনও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে না।"

ৎস-চাং বললেন, "অমিতব্যয়ী না হয়ে দয়ালু বলতে কি বোঝায়?" গুরুদেব বললেন, "যে সব জিনিষ থেকে জনসাধারণ স্বভাবতই লাভ করে সেই সব জিনিষে লাভের অঙ্ক যদি বাড়ানো হয় তবেই তো অমিতব্যয়ী না হয়ে দয়ালু হওয়া যায় না কি? শক্তি বুঝে কাজের ভার দিলে কে বিরক্ত হতে পারে? ধর্মকে ইচ্ছা করে ধর্মকে লাভ করা কি লোভ? বেশী হোক, কম হোক, ছোট হোক, বড় হোক, ভদ্রসন্তানের কাছে সবাই সমান, কাউকে অপমান করতে তিনি সাহস করেন না—এই তো গাম্ভীর্য্য যা দাম্ভিকতা নয়, তাই নয় কি? ভদ্রসন্তান তাঁর কাপড় আর টুপি ঠিক করে নেন, চোখে মুখে গম্ভীর ভাব ফুটিয়ে তোলেন, এই কঠোরভাব

থাকে বলেই লোকে তাঁকে দেখে ভয় পায়—একেই তো বলা যায় প্রতাপ যা ভয়ঙ্কর নয়, তাই নয় কি?"

ৎস-চাং বললেন, "চারটি পাপ বলতে কি বোঝায়?"

গুরুদেব বললেন, "মানুষকে শিক্ষাদান না করে হত্যা—একেই বলে নিষ্ঠুরতা। আগের থেকে সাবধান না করে তাদের কাছে পুরো কাজ আশা করা—একেই বলে নির্দয়তা। নরম হুকুম দিয়ে সেই হুকুম পালনে কঠোরতার প্রকাশ হচ্ছে ডাকাতি আর মানুষকে তার প্রাপ্য দেবার সময় তা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে একজন ক্ষুদ্রচেতা কর্মচারীর মতন ব্যবহার।"

৩। গুরুদেব বললেন, "স্বর্গের আদেশ জানা না থাকলে ভদ্রসন্তান হওয়া সম্ভবপর নয়। ভদ্রতা জানা না থাকলে দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যায় না। বাক্যের জ্ঞান না থাকলে মানুষের জ্ঞান হয় না।"